বামাবোধিনী পত্রিকা

প্রথম ...

বঙ্গাব্দ ১২৭০ ভাদ্র হইতে
১২৭১ চৈত্র পর্য্যন্ত।

কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে
প্রকাশিত।

বামাবোধিনী প[illegible]

প্রথম ভাগ—প্রথম খ[illegible]

লেখা বিষয়।

১। ভাষাজ্ঞান	৬। বিজ্ঞান	১১। [illegible]
২। ভূগোল	৭। স্বাস্থ্যরক্ষা	১২। [illegible]
৩। খগোল	৮। নী[illegible] ও ধর্ম্ম	১৩। শি[illegible]
৪। ইতিহাস	৯। দেশাচার	১৪। [illegible]
৫। জীবন চরিত	১০। পদ্য	১৫। [illegible]

১ সংখ্যা { ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৴১০

উপক্রমণিকা।

ঈশ্বর প্রসাদে এক্ষণে এদেশের অবলাগণের প্রতি অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পুরুষদের ন্যায় তাহাদের শিক্ষা বিধান যে নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন তাহাদের দুরবস্থার অবসান হইবে না, দেশের সম্যক্ মঙ্গল ও উন্নতিরও সম্ভাবনা নাই, ইহাও অনেকে বুঝিয়াছেন। [illegible]রা দেখিতে পাই এই উদ্দেশে [illegible] হিতৈষি মহোদয়গণ স্থা[illegible] [illegible] বালিকা বিদ্যালয় [illegible] [illegible]ছেন, দয়া[illegible]

করিতে না পারিলে সর্ব্বসাধারণের হিত সাধন হইতে পারে না।

"বামাগণের বিদ্যা শিক্ষার কতক গুলি প্রতিবন্ধক আছে। তাহারা সময় পায় না, উৎসাহ পায় না, শিক্ষকের সাহায্যও তাদৃশ লাভ করিতে পারে না। অতএব অল্প সময়ে আপন আয়াস যত্নে প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল উপার্জ্জন করিতে পারে, এরূপ কোন উপায় না হইলে তাহাদের লেখা পড়া[illegible] সুবিধা দেখা যায় না। [illegible]

অনেক
ইয়াছে।
মহো-
উপায়
পাই
া যথা-
ও জ্ঞান" এই
রা এই বামাবোধিনী
নি প্রকাশ করিলাম।
ই পত্রিকাতে স্ত্রীলোকদিগের
াক সমুদায় বিষয় লিখিত
মধ্যে যাহাতে তাহাদের
র সকল দূর হইয়া
উদয় হয়, যাহাতে
উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকল
যুক্ত বিষয়ে পরিচালিত হয়,
এবং যাহাতে তাহাদের নিতান্ত
প্রয়োজনীয় জ্ঞান সকল লাভ হ-
ইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি
থাকিবে। ইহাতে যে সকল বিষয়
অবলম্বন করিয়া লেখা হইবে, প-
ত্রিকার শিরোভাগে তাহার উ-
ল্লেখ করা গিয়াছে।

বামাগণের বোধ সুলভ জন্য
বামাবোধিনীর বিষয় গুলি যত
কোমল ও সরল সাধুভাষায় লেখা
আমরা তাহার চেষ্টার ত্রুটি
না। কথাবার্ত্তা এবং উপ-

এই পত্রিকা প্রকাশ করিয়া
আমরা আর কিছুরই প্রত্যাশা
করি না। কর্ত্তব্য সাধনই আমা-
দের উদ্দেশ্য। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি
ইহা সাধু সমাজে পরিগৃহীত হইয়া
বামাগণের কিছু মাত্র উপকার জ-
নক বোধ হয় তাহা হইলেই ইহার
জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

—০—

স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা।

(জ্ঞানদা ও সরলার কথোপকথন।)

জ্ঞানদা। সরলা! আমি শুনে
বড় দুঃখিত হলাম তুমি না কি
আর লেখা পড়া কর না?

সরলা। তুমি ভাই জান, লেখা
পড়ার জন্যে আগে আমার ভারি
ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কি করবো!
পাঁচজনার পাঁচ কথা শুনে আ-
মার মন ফিরে গেছে। এখন আমি
বলি মেয়ে মানষের ও কাজ নয়।

জ্ঞা। ছি ভাই! পাঁচজনার
কথায় তোমার মন ফিরলো?
তোমার নিজের ঘটে কি একটু বুদ্ধি
নাই, ভাল মন্দ বিবেচনা নাই,
মানুষের চামড়া তোমার গায়
স। তুমি ভাই আমাকে
এত অবুঝ ঠাউরো
ত্তা কি পারে

পাব তাহলে তোমার কথা শুনে চল্‌বো।

জ্ঞা। তোমার নাম যেমন সরলা, তোমার সরল কথা শুনে আমি খুসি হলাম। আচ্ছা তোমার কি আপত্তি বল?

স। তাই আমি শুনিচি শাস্ত্রে ইটি বারণ আছে। আমি কি শাস্ত্র ছেড়ে পাপ কর্‌বো?

জ্ঞা। আমাদের মেয়ে মানুষদের কেমন স্বভাব! যা জানিনে তাইতেই শাস্ত্রের দোহাই দে অন্যের মুখ বন্দ করি। তুমি কি কিছু পড়ে দেখেচো? এদেশের একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক শাস্ত্রের বচন তুলে মেয়ে মানুষদের লেখা পড়া করা উচিত প্রমাণ করেচেন; তার একটা শ্লোক শোন "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" পিতা কন্যাকে পালন করিবেন এবং যত্ন করে লেখাপড়া শেখাবেন। সে বইখানি কাচে নাই, থাক্‌লে তোমায় সব শুনাতাম।

স। যদিতাই শাস্ত্রে ঐরকম লেখা থাকে, কিন্তু তা কোন কালে কেও করেনি, আমার বিবেচনায় তা করা ভাল বোধ হয় না।

জ্ঞা। নূতন যা হয় তাই খারাব এ আমাদের একটা বড় ভুল। দেখ এই যে কলের গাড়ীতে যাবার জন্যে লোক সব হাতিবস্ত হয়, এত তাড়্ কাল্ তয়ের ... [illegible] এখন নূতন নূতন কত কথ[illegible] ... লেখা [illegible] যে ইংরাজী লেখাপড়া শিখ্‌চে, ইংরেজের কাচে চাকরী কচ্চে, এ বা কোন্ কালে ছিল?

স। নতুন যদি কিছু ভাল হয় তা কত্তে দোষ নাই কিন্তু একটা নতুন কাণ্ড কেও যা ভাল বলে না তা কেমন করে করা যায়?

জ্ঞা। তাই! লেখাপড়াটা শেখা কত বড় উপকারী পরে বল্‌বো, আগে তোমার আর সব সন্দেহ যাক্। এটা যে নূতন কাণ্ড [illegible] তোমায় বল্লে? যদি দেশের সাগেকার খবর রাখ্‌তে, তাহলে তোমার বোধ হতো আগে সব মেয়ে লেখা পড়া কর্‌তো। [illegible] কত বড় বড় মেয়েদের নাম শোনা[illegible] খনার জ্যোতিষ সকলেই জানে, লীলাবতীর যে আঁকের বই আছে তা দেখে কত পণ্ডিত লোক অবাক্ হন, বিলেতের সাহেবেরা তা থেকে কত সঙ্কেত শিখে নেচেন। গার্গী বলে এক মেয়ে মানুষ বেদ অবধি পড়ে ছিলেন। রুক্মিণী বিবাহের সময় কৃষ্ণকে পত্র লিখে ছিলেন। অধিক কি বল্‌বো, মহাকবি কালিদাসের কথা শুনেচ, শোনাবায় তিনি আগে এমন মূর্খ ছিলেন যে ডালের আগায় বসে গোড়ায় কোপ দিচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভারি লেখাপড়া জান্‌তো, কালিদাস তার কাছে [illegible] শিক্ষণী হয়ে [illegible] বড় বড় [illegible] [illegible]

ইতে পারিত সেই তাহার বর হইত। এতে কি বোধ হয় না আগে লেখাপড়ার চলন ছিল?

স। তাই আগেকার মেয়েরা যদি লেখাপড়া কত্তো, শাস্ত্রেও তাই বলে, তবে এর চলন উঠে গেল কেন?

জ্ঞা। তুমি তাই জান, আগে হিঁদুদের রাজত্ব ছিল, তার পর …সলমানেরা রাজা হয়, এখন ইং- …রেরা এদেশ শাসন কচ্চেন। মুসলমান রাজাদের সময় হিন্দুদের অনেক রীত নীত উঠে যায়। আর তারা ভারি অত্যাচার ক-… …তে হিন্দুরা ভয়করে অ-…ক ভাল কাজও ছেড়ে দেন। ইংরেজেরা ভদ্ররাজা, দেখ তাদের আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা উঠেছে।

স। আমার বোধ হয় মেয়েমানুষদের লেখা পড়ায় দোষ আছে তাইতেই উঠে গেছে। এক ত শুনি এতে বিধবা হয়।

জ্ঞা। আজও তোমার এত ভুল! লেখা পড়ার ভিতর কি আছে যে এক জনের স্বামীকে মেরে ফেল্বে? আমি সেকালের যে সকল মেয়েদের কথা বল্লাম তারা তো সব সধবা ছিল। লেখা পড়াতেই যদি বিধবা করে, তাহলে ইংরেজদের দেশের সব মেয়ে বিধবা হতো। … দেশের সকলেই … কিন্তু এদেশে … বিধবা … লেখা পড়া শিখে হলেই কি লেখা পড়ার দোষ হলো?

স। কিন্তু ভাই অনেক মেয়ে এতে খারাব হয়ে যায়।

জ্ঞা। তুমি লেখা পড়ার কিছু জান না বলে এমন কথা কও। যার স্বভাব খারাব, যে খারাব সংসর্গে থাকে সে লেখা পড়া করুক আর না করুক প্রায় খারাব হয়। অনেক মন্দ মেয়ে মানুষ খারাব মতলবেই একটু লিখ্তে বা পড়্তে শিখে, খারাব বই পড়ে, খারাব পত্র লিখ্তে শেখে; তা বলে কি লেখা পড়ার দোষ? টাকা নে অনেকে মন্দ কর্ম্ম করে তবে আর কারুর টাকা রোজকার করা উচিত নয়? খারাব মতলব থাকলে এক রকমে না পারে আর এক রকমে যায়। তারা ত জ্ঞান পাবার জন্যে লেখা পড়া করে না।

স। তুমি ত এক এক কোরে আমার সব কথা কেটে দিলে দেখ্তে পাই। আচ্ছা তোমারে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি এই যে এত মেয়ে লেখা পড়া কচ্চে না, তায় ক্ষতি কি হচ্চে?

জ্ঞা। তাই কি ক্ষতি হচ্চে তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর? একবার আমাদের অবস্থার পানে চেয়ে দেখ দেখি। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কল্লে আলো আর অন্ধকার বোধ হয়। আমরা কি মানুষ নই? পশুর মত খা… দাওয়া আর মারামা…

করেই জীবনটা কাটিয়ে যেতে এসেছি ? আমরা যেমন পশুর মত থাক্‌তে ভাল বাসি, পুরুষেরাও তেমনি দাসীর মত কোরে রেখেছে, অবুঝ বোলে ঘৃণা করে, একটা কথা বলে "ও মেয়েমানুষের কথা" বলে উড়্‌য়ে দেয়। কি বল্‌বো ছোট ছোট ছেলেরা দু একখানা বই পড়ে আমাদের ভুল্‌ ধরে, কথা শুনে হাসে, এতে তো আমাদের লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না। নিজের ঘটে কিছু নাই পরের কথা শুনে চল্‌তে হয়, চিরকাল পরের মন যুগ্‌য়ে থাক্‌তে হয়। আমরা চক্ষু থাক্‌তে অন্ধ, মুখ্‌ থাক্‌তে বোবা। কোথাও থেকে যদি একখানা দরকারী লেখা এল কত সময় পড়তে না পেরে কত ক্ষতি হয়। একটা দরকারী বিষয় কাহাকে লিখে জানাবার যো নাই। দূর দেশে যদি কোন আত্মীয় থাকে মনের ভাব তার কাছে প্রকাশ কর্‌বার উপায় নাই, এতে কোরে কত সময় এক জনের মনের ভাব আর একজন জান্‌তে না পেরে তার কর্ত্তব্য কর্‌তে পরে না। আমরা দেখ্‌তে পাই এ দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রায় মনের মিল নাই তার একটী কারণও এই। আরও দেখ ভাল ভাল বয়ে কি সব জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা লেখা আছে তা কি জান্‌তে আমাদের ইচ্ছা হয় না ? অনেক সময় ছেলেপুলে কি কোন আত্মীয় [illegible] গেলে মেয়ে মানুষে শোকে সারা হয়, কিন্তু ভাল বই পড়্‌তে পেলে অনেক শান্তনা পেতে পারে। মেয়ে মানুষদের মধ্যে এত ঝকড়া বিবাদ হয় কেন ? পুরুষেরা অনেক সময় বাড়ীর ভিতর টেঁকতে পারেন না। এরা সামান্য বিষয়ে অহঙ্কার করে, হিংসা করে। মেয়েদের জন্যে কত ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্‌ হয়েচে। তারা যাদের ভাল বাসে লেখা পড়া না জানাতে তাদেরও কত অনিষ্ট করে, [illegible] দোষে কত শিশু নষ্ট হয়।

স। তোমার কথাগুলো ভাই আমার মনে বড় লাগ্‌চে। কিন্তু অনেকে বলে মেয়ে মা[illegible] কি লেখা পড়া শিখে চাকরী ক[illegible]বে, না সভায় গে বক্তৃতা কর্‌বে? তাদের লেখা পড়ার দরকার কি ?

জ্ঞা। ভাই লেখা পড়া না শেখার যে কত দোষ আর শেখার যে কত গুণ তা আমি মুখে মুখে কত বল্‌বো ? যারা ও সব কথা কয় তারা নিতান্ত অজ্ঞান। একটু লিখ্‌তে বা কইতে পারেই আমরা একজনকে বড় লেখা পড়া জানে মনে করি, কিন্তু জ্ঞান না হলে লেখা পড়ার কিছুই হয় না। লেখা পড়া শিখ্‌লে সকল দেশের সকল কালের সকল প্রকার জ্ঞান আমরা ঘরে বসে অনায়াসে লাভ কত্তে পারি। পৃথিবী কি, চন্দ্র কি, সূর্য্য কি, বায়ু কি, পশু পক্ষী সকলের স্বভাব কি রূপ, এই রূপ চেতন অচেতন সকল পদার্থের বিষয় জান্‌তে পারি। এতে সুধু

জ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কত আনন্দ হয়। আমরা আপনারা কে, কার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, আমাদের কর্ত্তব্য কি, পরে আমাদের কি হবে, এই সকল বিষয় আর সকলের চেয়ে দরকারী; লেখাপড়া করে এও জান্তে পারি। আর যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, লেখাপড়া শিখে তাঁর ভাব ও ইচ্ছাও জান্তে পেরে চিরকালের মঙ্গল লাভ কর্ত্তে পারি। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে? আর তুমি যে চাকরী আর বক্তৃতার কথা বল্লে মেয়ে মানুষ সে রকম না করুক ... রকম কর্ত্তে পারে। ...নেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে ভাল ভাল বই রচেছে তাতে তাদের টাকা লাভ হয়েছে আর কত লোকের উপকার হয়েছে। কত মেয়ে এই রকমে দুঃখে পড়েও ঘর সংসার চালাতে পারে। মেয়ে মানুষে পুরুষের সভায় যাবে কেন, তারা আপনারা একত্র হয়ে নানা প্রকার জ্ঞান আলোচনা কর্ত্তে পারে, আপনাদের এবং দেশের কিসে মঙ্গল হয় তার উপায় কর্ত্তে পারে। আর আমি ঠিক্ বল্তে পারি মেয়ে মানুষেরা আপনারা এইরূপ উদ্যোগী না হলে তাদের দুঃখ যাবে না, মঙ্গলও হবে না।

স। ভাই লেখাপড়ার যে এত হয় তা আমি জানিতাম না। তুমি ভাই আমার চখ্ ফুটয়ে দিলে, আমি তোমার উপকার কখনও ভুল্‌বো না। আমার ইচ্ছে এখনি আপনি লেখাপড়া শিখি এবং আর সকলকেও বলি, কিন্তু ভাই আমায় একটা উপায় বলে দেও দেখি, কি করে সময় পাই?

জ্ঞা। মন থাক্‌লে সব হয়। আমি দেখিছি পুরুষেরা একবারে আমাদের বেঁধে রাখতে চায় না। আমরা যদি গুচ্‌য়ে সংসারের কর্ম্ম করি অনেক সময় পাই। কত সময় মিছে ঝকড়া, আলস্য, পর নিন্দা আর আমোদ কর্ত্তে যায়। যদি একটু মন্ থাকে সময়ের অভাব হয় না।

স। কিন্তু ভাই! কি রকম বই পড়্‌তে হবে তা আমি কেমন করে জান্‌বো? কিন্‌তে টাকা কড়ী বা কোথায় পাই?

জ্ঞ। একটু চেষ্টা কল্লেই হয়, আর আমি তোমাকে অনেক বলে দিতেও পারি। বই কিন্‌তে কত কড়ী বা লাগে। যে কড়ীতে আমরা খেলনা কিনি, ভণ্ড গণক টনককে দি, আর মিছে তামাসা দেখি, তাতে অনেক বই হয়। খুব অল্পদামে বাঙ্গালা ভাল ভাল বই হচ্ছে। আর তোমাকে একটা শুভখবর বলি, এদেশের অনেক ভাল ভাল লোক আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে মেয়ে মানুষেরা যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে তার উপায় কচ্চেন। লেখাপড়া শেখবার এমন সুযোগ আমাদের কখন হয় নাই।

স। আচ্ছা ভাই। তুমি আমার

গুরু হলে, আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। লোকে যা বলে বলুক আমি লেখাপড়া শিখ্‌বো।

জ্যা। দিন দুই একটু লোকের ঠাট্টা বা ছুটা কথা সয়ে থাকতে হয়, যদি আপনাকে ভাল রেখে চল্‌তে পার সকলেই তারি সন্তুষ্ট হয়ে পরে ধন্য ধন্য কর্‌বে।

—০—

ভূগোল।

পৃথিবীর আকার।

আমরা এইযে পৃথিবীতে আছি এর আকার কি রূপ, এ কেমন করিয়া আছে, এতে ঈশ্বরের কত প্রকার সৃষ্টি এবং মানুষের কত রকম কাণ্ড কার্‌খানা রহিয়াছে, ভূগোল পাঠ না করিলে সে সকল জানা যায় না। আমাদের দেশের মেয়ে মানুষেরা বাড়ির বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ভূগোল পড়িলে তাহারা ঘরে বসিয়াই সমুদায় পৃথিবীর খবর বলিতে পারে। এমন বিদ্যা শিখিতে কাহার না আমোদ হয়।

ভূগোল শিখিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর আকার কি রূপ জানা আবশ্যক। অবোধ লোকে মনে করে এ পৃথিবীর বুঝি কিছু আকার নাই, এর শেষও নাই, যতদূর যাও একটা সীমা পাওয়া যায় না। তাহা জানে না বলিয়া এমন [কথা] কয়। পৃথিবীর যে শেষ আছে তার প্রমাণ দেখ—

(১) আমরা প্রতিদিন দেখি সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গিয়া অস্ত যায়। কিন্তু তার পর এক বারে পূর্ব্বদিকে আসিয়া কেমন করিয়া উদয় হয়? ইহাতে বেশ বোধ হয় পৃথিবীর একটা শেষ আছে তাহাতেই সূর্য্যকে নীচে দিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়।

(২) মাগেলন্, ড্রেক্, আন্‌সন্ প্রভৃতি বড় বড় নাবিকেরা এক জায়গা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর চারিদিক্ ঘুরিয়া আবার সেই স্থানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন এই রূপে অনেকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। সীমা না থাকিলে পৃথিবীর সব দিক্ ঘুরে আসা যাইত না।

পৃথিবীর যে শেষ আছে বুঝা গেল কিন্তু এর আকার লইয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করে। কেও বলে তিন কোণা কেও বলে চারি কোণা; কেও বলে ঘরের মেজে বা থালার মত এর উপরি ভাগটা এক সমান। কিন্তু এ সকলের কিছুই ঠিক নয়। পৃথিবীর আকার একটি কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোল। ইহার উপরি ভাগ গোল, নীচে গোল, সব দিক্ গোল। আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত এবং আর আর দেশের বড় বড় লোক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবীর আকার গোল বলিয়াই, যে শাস্ত্রে ইহার বিবরণ জানা যায় তাহাকে ভূগোল কহে।

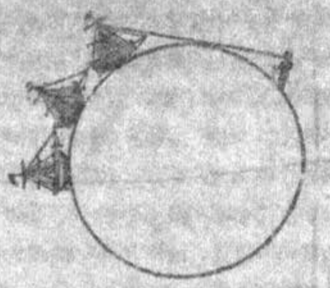
আমাদের দেশে পৃথিবীকে তিন কোণা বলে তার কারণ এই, আমরা যে ভারতবর্ষে থাকি তার আকৃতি এইরূপ। আমরা বাড়ী ঘর উঠান পুকুর চারি কোণা করি তাইতে মনে হয় পৃথিবীও হয়ত চারিকোণা। আর যেমন একটা পোঁপিড়া গোল জালার উপর উঠিয়া মনে করিতে পারে যে সে সমান জায়গায় আছে সেই রূপ আমরা এই বৃহৎ পৃথিবীর একটু জায়গা দেখিয়া মনে করি পৃথিবীর উপরটা সমান।

পৃথিবী যে গোল তার গুটিকত প্রমাণ দেখ—

(১) পূর্ব্বে যে নাবিকদের কথা বলিয়াছি তাহারা বরাবর একমুখে জাহাজ চালাইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর যদি তিন কোণ বা চারিকোণ থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক কোণে জাহাজের মুখ ফিরাইতে হইত। কিন্তু ইহা গোল বলিয়া সেরূপ করিতে হয় নাই।

(২) আমরা যদি একটা খুব বৃহৎ মাঠের মাঝখানে গিয়া বা উচ্চ ছাদের উপর উঠিয়া পৃথিবীর চারিদিক পানে চাই তাহা হইলে সকল দিকই গোল দেখিতে পাই। আর কোন রকম আকার হইলে গোল দেখাইবে কেন?

পৃথিবীর উপরি ভাগটা যে থালার মত সমান নয় ইহা সহজে বোধ হয় না, কিন্তু প্রমাণ ভাল করে দেখিলে জলেরমত বুঝা যায়।



(৩) যখন একখান জাহাজ দূর হইতে তীরের নিকট আইসে আগে তার মাস্তুল দেখাযায়, পরে উপরের খানিক ভাগ, এব খুব নিকট হইতে তলা অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন তীর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দেয় ক্রমে যত দূরে যায় নীচের ভাগটা আগে দেখাযায় না, ক্রমে ক্রমে মাস্তুল অবধিও অদৃশ্য হয়। এরূপ হইবার কারণ কি? পৃথিবীর উপরটা যদি ঘরের মেজের মত সমান হইত তাহা হইলে জাহাজ দূরে গেলেও তার আগা গোড়া সব দেখাযাইত। কিন্তু গোলজমীর একধার হতে অন্যধার দেখাবায় না, মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া চোখের আড়াল করে। উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহাতে পৃথিবীর একধারে একটী মানুষ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, জাহাজ অন্যধারে আছে। দেখ মাঝখানে খানিকটা জোবজমী উঁচু হইয়া আছে বলিয়া জাহাজের সব দেখা যাইতেছে না। জাহাজ আবার যত সরিয়া যাইতেছে আর কিছুই দেখাযায় না।

(৪) আর একটী প্রমাণ দেখ। সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় পৃথিবীর সকল জায়গায় এককালে আলো পড়ে না। পূর্ব্বদেশ-সকলে প্রভাত আগে হয় ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দেশ-সকলে বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদের দেশে যখন দুপর বেলা বিলাতে রাত্রি পোহায়। পৃথিবীর উপরিভাগটা গোল বলিয়া এক ধারে আলো পড়িলে মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া আড়াল করে, কাজে কাজেই সে আলো অন্যদিকে যাইতে পারে না। একটা প্রদীপের কাছে একটা গোল জিনিষ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(৫) রাত্রিকালে আকাশ যখন নক্ষত্রে পূর্ণ থাকে, আমরা যদি দক্ষিণ দিক্ হইতে ক্রমাগত উত্তর মুখে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই উত্তর দিকে যে সকল তারা মাটীতে ঠেকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে আর দক্ষিণের তারা সকল নামিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর উপরটা গোল বা গড়ানে বলিয়া আমরা উঠি ও নামি, তাহাতে তারা সকলের উঠা নামা বোধ হয়।

(৬) যখন চন্দ্র গ্রহণ হয় সূর্য্য একদিকে থাকে চন্দ্র আর এক দিকে থাকে পৃথিবী দুয়ের মাঝখানে আইসে। ইহাতে পৃথিবীর ছায়া ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে। এই ছায়াটি ঠিক গোল এজন্য সকল সময়েই গোল দেখা যায়; কোন বস্তু ঠিক্ গোল না হইলে তাহার ছায়া ঠিক্ গোল হইতে পারে না। দেখ পৃথিবী যদি থালার মত চাপ্‌টা হইত তাহা হইলে থালা যেমন আড়্ করিয়া ধরিলে তার ছায়া রেখার মত পড়ে পৃথিবীর ছায়াটা কখন না কখন রেখার মত দেখা যাইত। রাহু নামে এক দৈত্য চন্দ্রকে গিলিতে আইসে তাহাতে তাহার গ্রহণ হয় এ কল্পনা মাত্র পরে বুঝিতে পারিবে।

পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্র ভাল করিয়া না জানিলে তা বুঝাযায় না। বেশী বেশী প্রমাণের আর দরকারই বা কি? এই কয়টি ভাল করিয়া বুঝিলেই হয়।

এই পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু সবদিকে সমান গোল নয়। যেমন কমলালেবুর দুদিক্ চাপটা ইহার দক্ষিণ ও উত্তর দিক দুটি একটু চাপ্‌টা। অনেকে বলিতে পারে যে পৃথিবীতে কত গম্ভীর সাগর ও উচ্চ গাছ পাহাড় রহিয়াছে তবে ইহাকে গোলাকার কিরূপে বলাযায়? কিন্তু যেমন কদম ফুলের গায় ছোট বড় কেশর ও ঠাঁই ঠাঁই ছিদ্র থাকিলেও তাহাতে বয় না, পৃথিবী বৃহৎ অতএব তার পক্ষে পাহাড় ও সাগর একটু আধটু উঁচু নীচু, তাতে তার গোলাকার যায় না।

বিজ্ঞান।

জল-বহুরূপী।

অনেকে মানুষবহুরূপী দেখেছে তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানা সাজ সাজে। কিন্তু জল যে কত রকম সাজ সাজিতে পারে তা অনেকে দেখে না। এই জল কখন ধোঁয়া হয়ে আকাশে উঠে, কখন মেঘ হয়ে নানা রঙ্ পরে, আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাষাইয়া দেয়, কখনও শিশির হয়ে ঘাসের উপর মুক্তা গুলির ন্যায় দেখায়, কখন কোয়াসা হইয়া দিক্‌সকল অন্ধকার করে রাখে, কখন শীল হইয়া পাথরের নুড়ীর মত ঝড়্ ঝড়্ করিয়া পড়ে, কখনও বা বরফ হইয়া জলের উপর এমন জমাট হয় যে তার উপর দিয়া মানুষ হাতী অনায়াসে চলে যেতে পারে।

এসকল কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিলে সহজে বুঝা যায়। যে শাস্ত্রে কি কারণে কেমন করিয়া কি রূপ ঘটনা হয় বুঝাইয়া দেয় তাহাকে বিজ্ঞান কহে। জল হইতে মেঘ ও বৃষ্টি কেমন করিয়া হয় প্রথমে বিবেচনা করা যাউক।

আমরা ছেলে বেলা অবধি শুনিয়া আসি যে ৬ মেঘ ও ৩৬ মেঘিনী আছে; মাঝে মাঝে তারা শাল পাতা খাইতে আইসে; এবং তাদের যুদ্ধের লাল পড়িয়া অভ্র হয়; ইন্দ্রের ঐরাবত সমুদ্র হইতে জল শুষিয়া যখন তাদের পিঠে ছড়াইয়া দেয় তাহারা চারি দিকে চালনা করিয়া বৃষ্টি করে। এসকল কথা সত্য নয় গল্প কথা মাত্র।

মেঘ আর কিছুই নয় জলের এক রকম আকার মাত্র। জল ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া হইতে মেঘ হয়, মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। এক হাঁড়ী জল যখন গরম করা যায় তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই ধোঁয়ার উপর যদি খানিক ক্ষণ ধরিয়া হাত রাখাযায় তাহা হইলে সেই হাত ভিজিয়া যায়, জল টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এখানে ধোঁয়া জমিয়া জল হইয়া গেল। এই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মেঘ হয়। আকাশে যে এত মেঘ হয় তার কারণ এই, সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয় তাহাতে খুব হালকা এক রকম ধোঁয়া উঠে কিন্তু সকল সময় চখে দেখা যায় না ইহাকে বাষ্প বলে। এই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া যখন জমিতে থাকে তখন মেঘ হয়। সূর্য্যের কিরণ পড়ে মেঘে নানা রকম রঙ্ হয়। এই মেঘ সকল বড় অধিক দূরে থাকে না, উঁচু পাহাড়ে উঠিলে দেখা যায় ধোঁয়া বা কোয়াসার মত নীচে দিয়া চলিয়া যায়। এই মেঘ সকল শীতল বাতাসে জমিয়া যখন ভারি হইয়া যায় তখন আর উপরে থাকিতে পারে না বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে থাকে। বাতাসে মেঘ সকল চালিয়া বেড়ায় তাহাতেই অনেক দূর অবধি বৃষ্টি ছড়াইয়া

পড়ে। এখানে দেখ জল বহু-রূপী ধোঁয়া হইল, বাষ্প হইল, মেঘ হইল, আবার বৃষ্টি হইয়া যে জল সেই জল হইয়া গেল। এর বিষয়ে আর আর কথা পরে বলিব।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

১ম-গৃহ পরিষ্কার।

শরীর সুস্থ থাকিলে যে কত সুখ আর অসুস্থ হইলে যে কত কষ্ট তা সকলেই জানে, বলা বেশীর ভাগ। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! গুটিকত সামান্য নিয়ম মেনে না চলাতে আমাদের দেশের লোক এত চিররোগী হইয়া অসুখেই জীবন কাটায়, অল্পে জরাজীর্ণ হইয়া কাজের বাহির হয় এবং অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া পরিবারকে শোকে ভাসাইয়া যায়।

পরিষ্কার থাকা, নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া এবং নিয়ম মত পরিশ্রম ও বিশ্রাম এই চারিটী বাঁধা বাঁধি থাকিলে শরীর অনেক সুস্থ থাকে।

১- পরিষ্কার থাকা। পরিষ্কার থাকিতে হইলে প্রথমে যে বাড়ী ঘরে থাকাথায় তা যাতে বেশজ মত থাকে কোথাও অপরিষ্কার না হয় তারদিকে মনোযোগ দিতে হয় আমাদের বাঙ্গালিরা অন্য জাতীকে ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করেন কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁদের নজর হয় না। অনেকে ইচ্ছা করে ঘর বাড়ী বেবন্দেজ ও ম্লেচ্ছ করিয়া রাখেন। কোথায় গে দেখ বাড়ীর দোয়ারে এক গোবরের গাদা; কোথায় ঘরে ও উঠানে একহাঁটু জঞ্জাল, কোথায় বা গাছপালা পচে ও ময়লা জমে বিষের মত হাওয়া উঠিতেছে, এইরূপ কত শত বিষয়ে আমাদের চখ্ পড়ে না উপরি কাজ মনে করিয়া রাখি। অনেকের বাড়ীতে ভাগ্যে যদি একটা শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা আর কোন বড় কর্ম্ম-কাজ হইল তখনই যা কিছু পরিষ্কার হয় কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ী দশগুণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠে। আমরা যেন লোক দেখাবার জন্যেই বাড়ী ঘর দোয়ার সাফ করি তাহা না হইলে যে নানা রোগ হয় তা আমাদের তত গ্রাহ্য হয় না।

এবিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা মনোযোগী হলে পরিবার অনেক নীরোগী থাকিতে পারে। তাদের উচিত বাড়ীর ভিতরে যাহাতে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে তার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন উঠান, ঘর দোয়ার যাতে ঝাঁট পাট হয়, কেবল বাহিরের চেকনাই নয় কিন্তু ভিতরের কোন জায়গায় একটুও ময়লা বা জিনিষ পত্রের বেবন্দেজ না হয় তারদিকে চখ্ রাখেন। অনেকে বাড়ীতে খাট ও চৌকীর নীচে ঘরের কোণে কত জঞ্জাল থাকে, দেয়ালে সাতচর্ম্ম ময়লা পড়ে এসকল যাতে না হয় তা করিবেন, সব সামগ্রী পত্র বন্দেজমত গুছাইয়া রাখি-

বেন, এতে ঘরের শ্রী থাকে অনেক রোগও আসিতে পারে না। এতে খরচ কি? যদি দাস দাসী না পাওয়া যায় আপনারা একটু পরিশ্রম করিলেই হয়।

হাওয়া মানুষের পরমায়ু, সকলেই বলে। চারিদিক্ পরিষ্কার থাকিলে হাওয়াও পরিষ্কার হইয়া শরীর ভাল রাখে। কিন্তু হাওয়া খেলিবার পথ সব রেখে দিতে হয়। অনেকে বাড়ীঘর এমন ঘেরাও ও আঁটা আঁটি করিয়া তৈয়ার করেন যে বাতাস তার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। যে দুই চারিটী জানালা দরজা থাকে তার অনেক গুলা হয়ত ২। ১ বৎসর খোলা হয় না। জল যেমন বন্দ করিয়া রাখিলে পচিয়া উঠে, যত খেলিতে পায় তত পরিষ্কার হয়। বাতাসও তেমনি একটা ঘরের ভিতর বন্দ থাকিলে খারাব হইয়া উঠে যত বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মেশে তত পরিষ্কার হয়। অনেকে দেখিয়াছে একটা একটা ঘরের জানালা দরজা যদি কিছু কাল আঁটাথাকে হঠাৎ খুলিলে বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায় এতে যে কত রকম রোগ হয় তা বলা যায় না। অতএব মেয়েদের উচিত বাড়ী ঘর দোয়ার যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার প্রতি মন দেন এবং জানলা দরজা গুলি খুলিয়া রাখিয়া যাহাতে ঘরের ভিতর হাওয়া খেলিতে পারে তার উপায় করেন। তাঁরা এবিষয়ে মনোযোগী হইলে পুরুষদেরও চাড় পড়িতে পারে। এইরূপে বাড়ীর ভিতর বাহির যত পরিষ্কার হইবে, পরিষ্কার বাতাস যত বহিতে থাকিবে পরিবারের রোগ ও অসুখ ততই কমিয়া যাইবে এবং সুস্থতা ও সুখ নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকিবে।

নীতি-উপদেশ।

যিনি করিলেন সৃষ্টি দিলেন সকল।
তাঁহারে সেবিয়া কর জনম সকল ॥
সকলেই তাঁর পুত্র তাঁর কন্যা কয়।
সকলের প্রতি যেন ভাল ভাব রয় ॥
পিতা মাতা জ্ঞানদাতা গুরুজন যত।
কায়মনে ভক্তি সবে কর অবিরত ॥
দাস দাসী ছোট ভাই ভগিনী যতেক।
সন্তান সমান স্নেহ সবে করিবেক ॥
সঙ্গিনী সকল দেখ আপন মতন।
সাধু কাজ কর সবে সাধু আলাপন ॥
কায় মন বাক্য যেন সত্য পথে রয়।
মিথ্যার সমান পাপ আর নাহি হয় ॥
অন্যে যদি করে কিছু তব অপকার।
উপকার করি তার কর প্রতীকার ॥
মনেতেও পাপ ইচ্ছা ঠাঁই নাহি দিবে।
যা কিছু জানিবে ভাল তখনি করিবে ॥
আপনার হিত চিন্তা করিবে যেমন।
যত পার পরহিত করিবে সাধন ॥
বিনয়ী সুবোধ শান্ত সুশীল যে হয়।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী সরল হৃদয় ॥
সকলের প্রিয় সেই সেইত সুন্দর।
গুণ না থাকিলে রূপে কে করে আদর
জ্ঞান আর ধর্ম্ম মানুষের আভরণ।
এই দুই রতন লাভে করিবে যতন ॥

ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—প্রথম খণ্ড।

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুণা সমান ॥
জ্ঞান ধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ?

২ সংখ্যা। { আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মুল্য ৵০ আনা।

বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন।

জ্ঞানদা, সরলা ও পাড়ার স্ত্রীলোকগণ।

সরলা। জ্ঞানদা! একটা বড় সুসমাচার তোমায় চুপে চুপে বলি শোন। সেদিন ভাই তুমি আমারে যে কথাগুলি বলে মেয়েমানুষদের লেখাপড়া শেখা উচিত বুঝিয়ে দেছিলে আমি পাড়ার সঙ্গিমেয়ে জনকতককে ভাই বলেছিলাম, তাতে তারা অনেক আপত্তি করে শেষকালে আমাদের দলে এসেছে, লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যে অনেকের মন হয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌চে, একটু পেছিয়ে আছে, এলো বলে।

জ্ঞানদা। ভাই সরলা! আমি জানি যাদের মন ভাল, তারা আপনারা একটা সুখ পেয়ে লুকায়ে রাখে না, আর দশজনকে সুখী দেখ্‌তে চায়। তোমার সাধু ইচ্ছা দেখে আমি যে কত সন্তুষ্ট হলাম বলিতে পারি না। যা হউক ঐ বুঝি তাঁরা আস্‌ছেন, চল আগিয়ে আনি গিয়ে। (পাড়ার মেয়েদের নিকটে আসিয়া) আমার এ বড় সৌভাগ্য! এস ভগিনী সব এস; চল ঐ ঘরের ভিতর গিয়া বসি।

পাড়ার মেয়েরা। আমরা অনেক দিন তোমার নাম শুনেচি কিন্তু লেখাপড়া কর বলে তোমার উপর কেমন কেমন একটা ভাব ছিল। এখন সরলার মুখে তোমার কথা

শুনে তুমি যে সামান্য মেয়ে নও বুঝেছি। শুনিলাম সরলাকে তুমি না কি লেখাপড়া শিখাবে? তা ভাই সেই সঙ্গে আমাদের প্রতিও কেন অনুগ্রহ কর না?

জ্ঞা। অমৃতে অরুচি কার? আমি সকল মেয়েমানুষকে আমার ভগিনী বলিয়া জানি, আমাদ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয় তার বাড়া আমার সৌভাগ্য কি? আর জ্ঞানের জন্য যারা আইসে তারা যে আমাকে কত সুখী করে বলিতে পারি না। আমি দিবা নিশি আমাদের মেয়েমানুষদের দুঃখের কথা ভাবি আর কাঁদিতে থাকি। তোমরা লেখাপড়া শিখিলে আমার সব দুঃখ যায়।

পাড়া। তবে তোমারে আর বেশী কথা কি বল্‌বো? লেখাপড়া শিখ্‌বো বলে আমরাত স্থির করেছি, তা সরলার সঙ্গে আমাদিগকে তোমার ছাত্রী করিয়া লও। আম্মি কিন্তু আমরা কতগুলা কথা জেনে যেতে এসেছি, তুমি আগে তাই বলে দেও।

জ্ঞা। আচ্ছা, কি কথা জানিবে বল?

পাড়া। আমরা এই যে লেখাপড়া করিব একি একটু লিখিতে আর পড়িতে শিখিলেই হয়? না, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারসী, সব বিদ্যা শিখিতে হবে বিদ্যা সব শুদ্ধ কত রকম এবং তা শিখিবার উপকার কি কি? আর শিখিতে বা কতদিন লাগে এই সব আমরা জানিতে চাই।

জ্ঞা। সরলাকে এবিষয় আমি ভাল করিয়া বলিতাম, তা এতগুলি একত্র হয়ে একথা উঠেছে বড় ভাল হয়েছে, কিন্তু এটা খুব ভারি বিষয় একটু মনঃসংযোগ দিয়া শুনিতে হবে।

স। আমি জানি ওঁদের মনঃসংযোগ খুব্‌ আছে তুমি কিছু ভাবিও না। ছাত্রীর মত আমাদিগকে উপদেশ দেও আমরা সকলেই মনদিয়া শুনিব।

জ্ঞা। লেখাপড়া নাম দেওয়া যায় বলিয়া একটু লিখিতে আর পড়িতে পারিলেই বিদ্যা হয় না। পরমেশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া সকল জন্তুর চেয়ে বড় করেছেন, সেই বুদ্ধি চালনা করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই বিদ্যা। লেখা ও পড়াতে বিদ্যা শিখিবার সাহায্য করে বলিয়া তা আগে চাই কিন্তু সে আসল বিদ্যা নয়। আর আমাদের একটা ভ্রম আছে যে একজন যদি বাঙ্গলা ইংরেজী পারসী, নাগরী শিখিলেক আমরা মনে করি এ লোকটা চারি বিদ্যায় মুর্ত্তিমন্ত। কিন্তু বাঙ্গলা ইংরাজী প্রভৃতি বিদ্যা নয়, ভাষা। যেমন একটা ঘরের ভিতর যাইতে হইলে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয় জ্ঞানভাণ্ডারে যাইতে

হইলে প্রথম ভাষা শিখিতে হয়। কিন্তু যেমন কোন একটা দ্বারদিয়া যাইলেই ঘরে প্রবেশ করা যায় সেই রূপ বিদ্যার জন্য কোন একটা ভাষা শিখিলেই হয়। নানাভাষা জানিলেই বেশী বিদ্যা হয় না।

ছাত্রীগণ। তবে কি বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে সমান?

জ্ঞা। আসল বিষয়ে সমান বটে অর্থাৎ দুয়েতেই এক রকমে জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে বিশেষ এই যে ইংরাজীতে অনেক বেশী বই আছে তাতে বেশী জ্ঞান পাওয়া যায়। তা ঈশ্বরেচ্ছায় কালক্রমে আমাদের বাঙ্গলা ভাষাও সেইরূপ হইবে। যা হউক আমি তোমাদের বলেছি যে জ্ঞান লাভই বিদ্যা। এই বিদ্যা শিখিতে কতদিন লাগে যদি জানিতে চাও তবে কত রকম বিদ্যা আছে তা আগে জানিতে হয়।

ছা। আচ্ছা বল আমরা শুনিতেছি।

জ্ঞা। ঈশ্বর আমাদিগকে মন দিয়াছেন আর অসংখ্য বস্তু ও অসংখ্য কার্য্যে এই জগৎকে পূর্ণ করেছেন। এই মনের শক্তি সকল যত প্রকাশ পাইবে এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই বিদ্যারও বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যার সংখ্যা নাই বিদ্যার কেহ সীমাও করিতে পারে না। সকল বিদ্যাতেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ পৃথক্ সুখ। আমি তাহা এক একটী করিয়া বলিতেছি, মন দিয়া শুন।

১ম, ভূগোল-বিদ্যা। এবিদ্যা শিখিলে পৃথিবীর আকার কিরূপ? ইহা কেমন করিয়া আছে? ইহার কোন্ স্থানে কোন্ নদী পর্ব্বত সমুদ্র, দ্বীপ উপদ্বীপ ইত্যাদি, কোথায় কোন রাজ্য রাজধানী? কোথায় কিরূপ জল হাওয়া—কি রকম গাছপালা ও জন্তু সব আছে? কোথায় কি রকম মনুষ্যজাতি। তাহাদের আচার ব্যবহার কৃষি বানিজ্য রাজ্যশাসন, শিক্ষাপ্রণালী ও ধর্ম্ম কিরূপ? এ সকল জানা যায়। ভূগোল পড়িলে অনেক ভ্রম যায়, আমরা হিমালয়কে পৃথিবীর সীমা মনে করিতাম; কিন্তু এখন জেনেছি, তার পরে আরও কত দেশ আছে। ইহা জানিলে দূরবর্ত্তী দেশ সকল যেন চক্ষের সম্মুখে বোধ হয়। এই ইংরাজেরা কোথাহতে কোন্ পথ দিয়া এ দেশে আসিলেন ঘরে বসিয়া জানা যায়। আর নানা দেশের লোকের আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া স্বজাতীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায়।

যে বিদ্যাদ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমুদায় বিবরন জানা যায়, তাহার নাম ভূতত্ত্ববিদ্যা, তাহাও ভূগোলের অন্তর্গত।

২—খগোল বিদ্যা। ইহাদ্বারা আকাশের কাণ্ড কারখানা সকল জানা যায়; অর্থাৎ সূর্য্য কি? চন্দ্র

কি? ধূমকেতু কি? গ্রহ সকল কি? রাত্রি দিন শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু এবং গ্রহণাদি কিরূপে সংঘটন হয়, জানা যায়! গ্রহণের সময় দৈত্য আসিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, ধূমকেতু উঠিলে অমঙ্গলের লক্ষণ, খগোল জানিলে এ সকল ভ্রম দূর হয়। আর 'ব্রহ্মাণ্ড যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার' তাহা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য ও হর্ষে মন স্তব্ধ হয়, ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত মহিমা দেখিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে অবনত হয়।

৩—ইতিহাস। ভূগোল পড়িলে যেমন পৃথিবীর নানা দেশের বর্ত্তমান বিবরণ জানা যায়, ইতিহাস পড়িলে নানা দেশে পূর্ব্বকাল হইতে কত প্রকার স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছে তাহা শিক্ষা করা যায়। বস্তু দর্শন জ্ঞানের এক মহৎ উপায়, ইতিহাস পাঠে তাহা বিলক্ষণ হয়। মনুষ্য জাতির প্রথমে কিরূপ অবস্থা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজ্যশাসন, বিদ্যা ও ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হইয়াছে? এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কোন্ রাজ্যের কি প্রকারে পত্তন হইল, কেমন করিয়া উন্নতি এবং পরে অধোগতি হইল, অধোগতির পর আবার উন্নতি হইল? কোন্ সময়ে কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ অসাধারণ ব্যক্তির উদয় হইয়াছে, কোন্ মহা মহা যুদ্ধে জনসমাজের মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? এ সকল জানা যায়। পৃথিবীর অধোগতি না হইয়া যে উন্নতি হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাও এই যে পৃথিবীর ক্রমশঃ মঙ্গল ও উন্নতি হয় ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিলে সকল জাতির মঙ্গল নতুবা দুর্গতি; হিন্দুদের নিজের দোষেই যে তাঁহাদের এত দুরবস্থা, ইহাও দেখা যায়। ইতিহাসে কত ধর্ম্মোপদেশ পাওয়া যায়! কত ধনগর্ব্বিত রাজ্য ও প্রতাপগর্ব্বিত রাজা বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা করা যায়।

৪—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক পদার্থ সকলের বিবরণ। এ বিদ্যা শিখিলে চেতন, উদ্ভিদ্ ও অচেতন সকল পদার্থ ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেমন সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ জন্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর কিরূপ গুণ, জন্তু সকল কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, বৃক্ষ সকল কিরূপে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফুলফলে শোভিত হয়, ধাতু ও আর আর জড়বস্তুর বিবিধ তত্ত্ব কি? জানা যায়। নানা অদ্ভুত বিবরণ ইহার মধ্যে আছে এবং তাহাতে জ্ঞানের সহিত অপার কৌতুক লাভ করা যায়।

৫—জীবন চরিত। এই পৃথিবীতে কত অসাধারণ মনুষ্য মধ্যে মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিদ্যা ধর্ম্ম ও কত বিষয়ে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া

যান। এই সকল মহাত্মার জীবন চরিত পাঠ করিলে ধর্ম্মের পথে কিরূপ অটল থাকিতে হয়, বিদ্যার জন্য কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, নানা দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও কিরূপে আত্মার উন্নতি সাধন করা যায়, এসব বিষয়ে প্রবল দৃষ্টান্ত পাইয়া আমরা অশেষ মঙ্গল লাভ করিতে পারি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জীবন চরিত।

কুমারী* হারিয়েট মার্টিনো।

এখন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়া চলন নাই তাহাতেই অনেকে মনে করেন যে তাহারা পুরুষদের মত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে না। খনা, লীলাবতী, রুক্মিণী, গার্গী ও পূর্ব্বকালের আরও কত মেয়ের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু অনেকের বোধে সে কালের স্ত্রীলোকে দেবতা ছিল, এখনকার মেয়েরা সেরূপ শিখিতে পারে না। এই ভ্রমটি দূর করিবার জন্য আমরা একটি স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত লিখিতেছি। ইনি ইংরেজদের দেশের মেয়ে, অদ্যাপি জীবিত আছেন; বার্ত্তাশাস্ত্রে* সুপণ্ডিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি যেরূপ কষ্টে পড়িয়াও লেখাপড়া শিখিয়াছেন এবং যেরূপ রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা শুনিলে অনেক পুরুষকে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ এই মেয়ে মানুষটি স্ত্রী জাতির অলঙ্কার এবং একটি প্রধান আদর্শ তাহার সন্দেহ নাই।

কুমারী হারিয়েট্ মার্টিনো ইংরাজী ১৮০২ শকের ১২ই জুন তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৬১ বৎসর গত হইল নর্‌উইচ্ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার তেমন সঙ্গতি ছিল না, সুতরাং প্রথম বয়সে তিনি যৎসামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত দুর্ভাগ্য মেয়ে মানুষ অতি অল্প দেখা যায়। শরীর স্বভাবতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল, তাহার উপর নানা দৈব ব্যাঘাতে তিনি অনেক সুখে বঞ্চিত। ঘ্রাণশক্তি প্রায় জন্মাবধি নাই, আস্বাদন শক্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়, অল্প বয়সে আবার শ্রবণশক্তিরও লোপ হইল। এখন তিনি এমনি কালা যে শব্দ কি রকম মনে করিতে হইলে সেই বাল্যকালের কথা স্মরন করিতে হয় তাহাতেও ঠিক্ বুঝিতে পারেন না। তাঁহার সাংসারিকও অনেক কষ্ট

---

* ইংরেজদের দেশে কোন কোন স্ত্রীলোক দেশের উপকারে জীবন কাটাইবার জন্য বা অন্যান্য কারণে বিবাহ না করিয়া কৌমার অবস্থায় থাকেন, এজন্য তাহাদিগকে কুমারী বলে।

* যে শাস্ত্রে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় সকল আলোচিত হয়।

ছিল। যাহা হউক এরূপ আপদে পড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য তাঁহার প্রবল অনুরাগ হইল। তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স মার্টিনো তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং লেখাপড়া শিখিবার জন্য অনেক উৎসাহ দিতেন; কিন্তু কার্য্যবশতঃ প্রায় তাঁহাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইত, সুতরাং ভগিনীকে ইচ্ছামত সাহায্য করিতে পারিতেন না। হারিয়েট্ নিজের যত্ন ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিলেন এবং 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্বরায় বিলক্ষণ বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন।

গ্রন্থ রচনার জন্য হারিয়েটের বরাবর একটী ইচ্ছা ছিল; পরে পরিবারের নিতান্ত কষ্ট দেখিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'যুবাদের জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা' এই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ হয়। তদবধি ক্রমাগত কয়েক বৎসর লেখনীর বিরাম যায় নাই, শেষে পীড়াতে অক্ষম করিয়া ফেলিল। তিনি প্রথমকার লেখা দ্বারা তত বিখ্যাত হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহাদ্বারা সংসারের অনেক সচ্ছলতা হইল। তাঁহার লেখা সরল এবং খুব্ জোরকলম ছিল, পরে যে ভাল লেখক হইবেন তাহার পরিচয় দিয়াছিল। আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, সকলগুলিই প্রায় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তিনি নিজে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু আত্মোন্নতির একটী মহৎ উপায় গ্রহণ করিলেন। অন্য সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিষয় পুস্তকে প্রকাশ করিতেন আপনি শিক্ষার্থী হইয়া আগে সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এই রূপে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ৭।৮ খানি উত্তম পুস্তক লিখিলেন এবং কয়েকখণ্ড পুস্তিকাও* প্রচার করিলেন। এই সকল গুলিতে সামান্য লোকদের মঙ্গলের জন্য যে তাঁর কতদূর ইচ্ছা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'পালেষ্টাইন দেশের জনশ্রুতি' এই বিষয়টি লিখিয়া তাঁহার মনের এক নূতন উন্নত ভাব হইল এবং এই সময় হইতে তাহার লেখারও উচ্চতর ও নূতনতর ভাবভঙ্গী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার যশ অনেকদূর ব্যাপ্ত হইল। বস্তুতঃ পুস্তকখানি যেমন ধর্ম্মরস পূর্ণ সেইরূপ কোমল ও মধুরভাবে লিখিত হইয়া সকলের মনোহর হইয়াছে। তিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের দলস্থ ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের মতে তিনি তি-

---

* চটী বই।

† ইহারা একেশ্বর মানেন এবং যিশু খ্রীষ্টকে গুরু বলেন, পরমেশ্বরের অবতার বলেন না।

নটি পারিতোষিক রচনা লেখেন। (১) প্রাচীন ধর্ম্মোপদেশকেরা ধর্ম্মের ভাব কতদুর প্রচার করিয়াছেন, (২) ইস্রেল জাতির প্রতি ঈশ্বরের কিরূপ অনুগ্রহ, (৩) সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় কোন্ কোন্ বিষয়ে একমত হয় এই তিনটি তাহার বিষয়। এগুলি লেখা সামান্য লেখাপড়ার কর্ম্ম নয়।

১৮৩০ ও ৩১ খৃষ্টাব্দে 'যৌবনের ৫ বৎসর' বলিয়া এক পুস্তক লেখেন এবং একখানি মাসিক পত্রিকাতে লেখার অনেক সাহায্য করেন। এই সময়ে 'বার্ত্তাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা' লিখিবার সঙ্কল্প হয় এবং পরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাহাতেই ব্যয় করেন। এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার একটী কারন হঠাৎ উপস্থিত হইল। এক দিবস মাসেট নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের রচিত 'বার্ত্তাশাস্ত্র বিষয়ে কথোপকথন' এই পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে যে সকল নুতন মত লিখিত হইয়াছে তিনি না জানিয়া শুনিয়া ইতিপুর্ব্বে আপনার অনেক পুস্তকে তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বার্ত্তাশাস্ত্রের মতের সহিত কল্পনা শক্তির বেশ যোগ করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ করি ২৫টী গল্প লিখিয়াছেন। প্রথম পুস্তকখানি প্রচার করিতে তাঁহার অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এক সভার সভ্যগণের সাহায্য লইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন কিন্তু সত্যের সহিত কল্পনার যোগ হইয়াছে ইহাতে উপকার হইবে না, ইহা বলিয়া তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন সাহসী ব্যক্তি প্রথম খণ্ডটী প্রচার করিলেন। ইহাতে সকল লোকেই যথেষ্ট সমাদর ও অনুরাগ প্রকাশ করিল। প্রতিমাসে তাহার এক এক খণ্ড পাইবার জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে পুস্তকের একপ অভাব ও গৌরববৃদ্ধি হইল যে বারম্বার তাহা মুদ্রিত করিতে হইল এবং নানা ভাষায় অনুবাদ হইতে লাগিল। গল্প সকলের মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া এরূপ সুন্দর চরিত্র বর্ণন ও বিচিত্র ভাব সংযোজন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে সকলেরই মন আকৃষ্ট ও আমোদিত হয়। ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে তিনি এপ্রকার না লিখিলে বার্ত্তাশাস্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকলও অনেকের নিকট অপ্রকাশিত থাকিত। এই বিষয়টী লিখিয়া কল্পনারচকদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হন। এই সময়ে ট্যাক্স অর্থাৎ করগ্রহণ বিষয়ে ছয়টি এবং দরিদ্রের প্রতি নিয়ম বিষয়ে ৪টি গল্প লিখেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হারিয়েট আমেরিকাতে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার লেখাদ্বারা তিনি পরিচিত ছি-

লেন, অনেক ব্যক্তির মনে তাঁর প্রতি ভক্তিও জন্মিয়াছিল। তথায় যতদিন ছিলেন তাহা সেই দেশের রীতিনীতি আদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেই ক্ষেপণ করেন। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকার জনসমাজ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স রাজ্যের শাসন প্রণালী, গৃহকার্য্যের নিয়ম শৃঙ্খলা, সভ্যতা এবং ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। এক বৎসর পরে 'পশ্চিম ভ্রমণ পুনরালোচনা বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে অনেক নুতন এবং বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে তাঁর যে কতদুর সুক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রবেশিকা বুদ্ধি* তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার এবং গৃহকার্য্যের নানাবিধ সন্ধান উল্লেখ করিয়া কয়েকখানি পুস্তক, একটী মনোহর উপন্যাস এবং 'সময় ও মনুষ্য' এই বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় কিন্তু তথাপি বালকদের জন্য কয়েকটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়া তুলিলেন। অবশেষে একান্ত রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু কালের জন্য লেখনীকে বিশ্রাম দিতে হইল।

তাঁহার সদ্‌গুণের পুরস্কারের জন্য ইতিপুর্ব্বে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রী লর্ড গ্রে রাজকোষ হইতে ১৫০০ টাকা তাঁহাকে বার্ষিক বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড মেল্‌বোরন্‌ তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া তাহা লইবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, আমার হাজার কষ্ট হউক না কেন, আমি প্রকাশ্যে যে ট্যাক্‌স বা করের দোষ দর্শাইয়াছি তাহার উদ্বৃত্ত টাকা কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। এই সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লিখিবার শক্তিও অচল হইয়াছিল, সাংসারিক অসুখও অনেক ছিল; তথাপি তিনি আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য এরূপ সুলভ অর্থ গ্রাহ্যই করিলেন না। ইহা কি কম স্বাধীনতা, কম বীরত্বের কর্ম্ম? ইহা কি সামান্য ত্যাগ স্বীকার? এরূপ ধর্ম্মসাহসী মহিলা আমরা কোথায় দেখেতে পাই!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।*

সরলতা।

আমরা আবশ্যক মতে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে

* অর্থাৎ জলাইয়া বুঝিতে পারেন।

* কোন ব্যক্তি তাঁহার পত্নীর প্রতি নীতি বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ দেন। তদ্বারা সাধারণের উপকারের সম্ভাবনা এই ভাবিয়া তাহার এক একটি করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

পারিব, এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বাকশক্তি এবং ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় দিয়াছেন। তাহা একারণে নহে যে আমরা মিথ্যা কহিয়া বা মনের যথার্থ ভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কাহারও অপকার বা আপনার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিব। অতএব মনের যা যথার্থ ভাব, তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা হয়। যাহার কথা ও মনের ভাব, বিশ্বাস ও আচরণ একই, তাহাকে সরল কহে। সরল ব্যক্তি সকলেরই প্রশংসনীয়, কারণ সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। আরও সরল ব্যক্তি সকলের প্রিয় হয় ও সর্ব্বদা মনের সুখে থাকে। তুমি সর্ব্বদা সরল থাকিবে। সরলতা-হীন কখন হইও না।

যাহার মনে এক প্রকার কথায় আর এক প্রকার ভাব, যাহার বিশ্বাস এক রূপ, আচরণ অন্যরূপ, তাহাকে কপট বা ভণ্ড কহে। কপটতা ঈশ্বর ও লোক উভয়ের নিকটেই ঘৃণিত। কেহ কেহ অন্তরে পাপে পূর্ণ হইয়া বাহিরে সাতিশয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে; তাহারা স্পষ্ট পাপী অপেক্ষা অধম। ঈশ্বর অন্তর দেখিয়া বিচার করেন। অতএব তুমি কখন কপটাচারী হইও না, মনে পাপ পূর্ণ কিন্তু বাহিরে বিলক্ষণ ধার্ম্মিক, দেখাইবে না। ঈশ্বর তোমার মন দেখিয়া শাস্তি দিবেন বরং কপটতার জন্য অধিকতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভ্যাস, ভয় লোভ এবং অহঙ্কারাদি কুপ্রবৃত্তির বশ হইয়া লোকে কপটাচারী হয়। কিন্তু কপটতা মাত্রই জঘন্য ও পরিত্যজ্য। মনে করিও না যে কোন কোন সময়ে তোমার কপট না হইলে চলে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সে আপনার ভাব হয় যথার্থরূপ প্রকাশ করিবে, নয় একেবারে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু কপট ব্যবহার স্বভাববিরুদ্ধ।

যাহারা হিংসা বা কোন দুরভিসন্ধি সাধনার্থ কপটাচারী হয়, তাহাদিগকে খল কহে। খলেরা সর্পের ন্যায় দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অন্তরে বিষময়। তুমিত নিজে খল হইবে না ও খলের সহিত সহবাসও করিবে না। বরং অন্যকে সাবধান করিয়া দিবে যেন খলের সহিত সহবাস না করে। স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা খল বন্ধু শত গুণে ভয়ানক।

অত্যন্ত পাপী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সরল হয়, সে অতি শীঘ্রই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কারণ সরল না হইলে কোন উপদেশ কার্য্যকারক হয় না; অতএব সর্ব্বাগ্রে সরল হইতে শিখ। সরলতা কিছু বহু কষ্টসাধ্য নহে; বরং কপটতা অনেক চাতুরীর কর্ম্ম। যাহা যথার্থ

মনের ভাব, তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে তজ্জন্য আর আয়াস করিতে হয় না। বাল্যকাল হইতে সরল হও, নতুবা মহা অনিষ্ট হইবে। তুমি যদি সরল হইতে পার তাহা হইলে সহজেই অন্যান্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে; নচেৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সরলতা দুই প্রকার, সত্যকথন ও সত্য ব্যবহার।

১। সত্য কথন—সত্য কথা কহা যে লোকমাত্রেরই উচিত তাহা বলা বাহুল্য। তুমি কখনই মিথ্যা কহিও না। এমন কি উপহাস ছলেও মিথ্যা কহিবে না। কারণ তাহা হইলে কুঅভ্যাস জন্মিবে। যদি সকলেই তোমার উপর রাগ প্রকাশ করে, যদি সকলেই তোমাকে ভৎসনা করে, ভয় দেখায়, তথাপি সত্য কথা কহিতে ক্ষান্ত হইবে না। তুমি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সত্যবাদী হইবে; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তা বলিয়া নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন অপ্রিয় সত্য কহিয়া কাহারও মনে মিছামিছি কষ্ট দিবেনা। মিষ্ট কথা কহিবে, সত্য কথা কহিবে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অপ্রিয় সত্য বাক্য কহিবে না। কিন্তু মিথ্যা সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য। যদি একটী মিথ্যা কহিলে কোন এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয় বা আপনার প্রাণরক্ষা হয় তাহাও কহিবে না। যদি কোন একটী সত্য কহিতে গেলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এমন কি আপনার প্রাণ সংশয় হয়, তথাপি প্রয়োজন হইলে সত্য কহিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

যদি কোন দোষ কর, তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিবে। যাহা কিছু করিবে বলিয়াছ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই পালন করিবে। প্রতিজ্ঞা অবহেলা করা পাপ। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন না করে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। তুমি এরূপ সত্য কহিতে অভ্যাস রাখিবে, যেন লোকে তোমার কথাকে কখন মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করিতে পারে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে। শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিও না; পালন করিতে পারিবে কি না আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে। যাহা নিশ্চয় জান না এমন কথা কহিতে গেলে "বোধ হয়" এইরূপ কথা ব্যবহার করিবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে তুমি তাহা নিশ্চয় জান না।

শুদ্ধ বাক্যদ্বারাই যে মনের ভাব প্রকাশ হয় এমত নহে, আকার ইঙ্গিত দ্বারাও হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা যেরূপ মিথ্যা ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভঙ্গিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে; যথা, যদি তুমি একটী দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেল, আর যা

হার জিনিস সে তোমাকে সন্দেহ না করিয়া কহে, যে 'তুমি কখন এমন কর্ম্ম কর নাই' সে সময় তুমি যদি চুপ করিয়া থাক তাহা হইলে এই বুঝা যাইবে যে, তুমি যেন বলিতেছ যে তুমি নষ্ট কর নাই। তুমি মনে করিয়া রাখিতে পার যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কহিবে; সুতরাং কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়া তুমি নিস্তব্ধ রহিয়াছ তাহাতে পাপ কি? কিন্তু বাস্তবিক সে স্থলে তোমার মিথ্যা কথা কহা হইল। সুতরাং কথা দ্বারাই হউক বা ভাবভঙ্গির দ্বারাই হউক, অন্য লোকে যেন তোমার নিকট হইতে অযথার্থ বিশ্বাস না পায়। তুমি স্পষ্ট বল বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশ কর, লোকে তোমার নিকট সত্য জানিতে না পারিলে অনেক সময় তোমারই দোষ বলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্ট করিয়া হউক বা অস্পষ্ট করিয়া হউক কখন মিথ্যা আচরণ করিও না।

২। সত্য ব্যবহার—তোমার মনের বিশ্বাস যেরূপ সেইরূপ কার্য্য করিবে। লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বা লোক ভয়ে স্বীয় দৃঢ়প্রত্যয় অনুসারে কার্য্য না করা কপটতা মাত্র। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জান, তুমি যাহা বিশ্বাস কর, লোকের কথায় তাহা লুকাইয়া রাখিও না। সরলতা ধর্ম্মের প্রথম কার্য্য। কখন ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের কাছে ভাণ করিবে না। আপনি যেরূপ, সকলের নিকটই সেই রূপ দেখাইবে। যাহাকে যেরূপ ভালবাস তাহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে; যাহাকে যথার্থ সম্মান নাকর বা ভাল না বাস, তাহার নিকট বলিয়া বেড়াইও না যে "আমি তোমার কথা শুনিয়া থাকি, তোমাকে ভাল বাসি।" ইহা বলিয়া আবার বাড়াবাড়ি করিও না, কাহাকেও বিরক্ত করিও না। সকল লোকের সহিত শিষ্টাচার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তিকে তুমি যথার্থ ভক্তি না কর; তাহার প্রতি কপট ভক্তি প্রকাশ করিও না। কিন্তু যাঁহারা গুরুলোক, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি না থাকা পাপ। অতএব যদি কোন গুরুলোকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে ভক্তি হয়।

সরল ব্যবহার বন্ধুতার মূল। সরলতা না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার, যশ পাইতে পার, কিন্তু বন্ধুতা লাভ করিতে পার না। মনের বন্ধু মনের ভাব চায়, কেবল মুখের নহে। অতএব বন্ধুর নিকট কখনই কপটতা করিও না। যদি তাহার উপর তোমার কোন বিরাগ জন্মিয়া থাকে স্পষ্ট বলিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। বন্ধুও সরলভাবে ভৎসনা করিলে বিরক্ত

হইও না। সরল ব্যবহার করিতে গেলে অনেক সময়ে ভাল লাগিবে না বটে, কিন্তু তাহা না হইলে বন্ধুতা থাকে না। মাতা যেরূপ সন্তানের নিকট কপট স্নেহ প্রকাশ করেন না, কার্য্যে স্নেহ দেখান; সেইরূপ তুমি বন্ধুর নিকট মুখে কপট ভালবাসা দেখাইবে না; যথার্থ ভাল বাসিবার কার্য্য করিবে। বস্তুতঃ যেমন আপনার মনের ভাব, ঠিক সেইরূপটী অন্যের নিকট কি কথায় কি কার্য্যে প্রকাশ করিবে। উচিত বোধ হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পার কিন্তু বিপরীত প্রকাশ কখনই করিবে না। এইরূপ আচরণ করিলে তুমি সরল হইবে।

ঈশ্বরের নিকটত কেহই কপটতা দ্বারা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তথাপি পাপিলোকে তাঁহার নিকট সরল হয় না। তুমি পাপ করিলে তাঁর নিকট গোপন করিতে যাইও না। তাহা স্বীকার করিবে। যেমন সাধু লোকের নিকট কাতর হইয়া দোষ স্বীকার করিলে তিনি ক্ষমা করেন, সেইরূপ দুঃখের সহিত পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরও পাপীকে ক্ষমা কারন। তুমি যদি কৃতপাপের জন্য সমুচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া আর সেরূপ পাপ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর, তাহা হইলে সে পাপ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু শুদ্ধ মুখেতেই কিছু হইবেক না; সরল হইয়া দুঃখ ও প্রতিজ্ঞা করিতে চাই ও সর্ব্বদা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইতে হইবেক। অতএব প্রতি সন্ধ্যাকালে সমস্ত দিনে যে যে পাপ করিয়াছ তাহা একে একে মনে করিয়া সেই পাপের উপর যাহাতে ঘৃণা পড়ে, তাহার জন্য যাহাতে দুঃখ হয়, এরূপ করিবে; এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে যেন আর সেরূপ না হয়। যখন হঠাৎ কোন পাপ করিয়া ফেলিবে তখনি 'কেন করিলাম' বলিয়া ক্ষোভ করিবে; এবং আর না হয় এমন প্রতিজ্ঞা করিবে; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন ও প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বল দেন।

চিত্রবিদ্যা।



মহিলাগন! তোমাদিগের শিল্প কার্য্যে যেরূপ নৈপুণ্য আছে, তাহা দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ জন্মে। যদি তোমরা সুশিক্ষা পাইতে, তবে

তোমরা বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতে। তোমরা শিক্ষা না পাইয়া যে সকল শিল্পকর্ম্ম করিতেছ, তাহাতে বোধ হয় শিক্ষা পাইলে সব কর্ম্ম তোমরা সুচারুরূপে করিতে পারিবে। তোমরা এক বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ আছ, চিত্রকর্ম্ম একেবারে জান না। তোমরা যে পীড়ি আলিপানা দিয়া থাক, তাহাকে যদি চিত্রকর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দাও, তবে সে বড় হাসিবার কথা হয়।

তোমাদের যেরূপ নৈপুণ্য আছে তাহাতে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি চেষ্টা করিলে তোমরা সত্বরই ছবি আঁকিতে শিখিবে। চিত্র করা শিখিতে হইলে কেবল একটুকু মনঃসংযোগ চাই, ঠাহরিয়া ঠাহরিয়া দেখিতে হয় কোন্ আঁকটি কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে গিয়াছে, আর সেইটি চেষ্টা করিয়া হাতে আনিতে হয়। অবশ্য, প্রথম বারে তাহা হাতে আসিবে না, পাঁচবার সাতবার দশবার চেষ্টা করিতে করিতে অবিকল সেইরূপ হাতে আসিবেই আসিবে; কিন্তু যাবৎ ঠিক সেইরূপ হাতে না আসিবে, তাবৎ ছাড়া উচিত নয়। যাঁর মনঃস্থির নাই, যিনি ব্যস্ত মানুষ, যিনি মনে করেন হইলেই হয়, তিনি কখন ইহা শিখিতে পারিবেন না।

চিত্রকর্ম্ম বড় কুড়েমি কাজ, এতে ভারি ত্যক্ত হইতে হয়, কিন্তু শিখিতে পারিলে তেমনি আমোদ। যেমন ছবিটি দেখিলাম তেমনি আঁকিলাম, যেমন পাখীটি দেখিলাম তেমনি আঁকিলাম, এতে যে কত সুখ হয় তাহা আমি আর অবিক কি বলিব, আপন মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই হয়।

চিত্র করিতে প্রথমতঃ একখানি কার্ডবোর্ড, বড় একখানি সেলেট, অথবা পুরু পরিষ্কার একটী কাগজ; আর একখানি চাক খড়ী একটি পাথুরে পেনশীল অথবা কাগুজে পেনশীল চাই। খড়ী অথবা পেনশীল সূঁচলো করিয়া লইতে হয়। সর্ব্ব প্রথমে এক টানে বড় বড় সোজা কসি আঁকিতে অভ্যাস কর। যখন দেখিবে হাত বেস বশ হইয়াছে, অনায়াসে যে মুখ ইচ্ছা, সেই মুখ সোজা কসি আঁকিতে পার, তখন তিনকোণা চারিকোণা এই সকল আঁক। ক্রমশঃ গোল আঁকিতে আরম্ভ কর।* যখন দেখিলে, দিব্য সুগোল আঁকিতে শিখিলে, তখন যে ছবিটি উপরে দেওয়া গিয়াছে, এইটি সম্মুখে রাখিয়া এইরূপ আঁকিতে চেষ্টা কর। প্রথম গ. চিহ্নিত লতাটি আঁক, যখন দেখিবে যে ওটি হইয়াছে, তখন খ. চিহ্নিত ফুল পাতাওয়ালা লতা-

* ১ম সংখ্যক পত্রিকার ৮ম পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলে কতক সাহায্য পাইবে।

টি আঁক। যখন সেট শিখিবে, তখন ঐ লতাটির বোঁটাশুদ্ধ যে পাতাটি আছে, সেইটি আঁক। সর্ব্বশেষে ক, চিহ্নিত ডালশুদ্ধ গোলাবফুলটি আঁকিতে অভ্যাস কর। যখন তোমরা মনে করিবে অবিকল ঐরূপ আঁকিতে শিখিয়াছ, তখন বরং আমাদিগকে দেখিতে পাঠাইবে, আমরা তাহার যে দোষ গুণ হয়, তাহা লিখিয়া পাঠাইব।

ভূগোল।

পৃথিবীর পরিমাণ ও স্থিতির বিষয়।

পৃথিবী একটী কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার, প্রমাণ হইয়াছে; ইহা কত বড় এখন জানা আবশ্যক। একগাছা রজ্জু দ্বারা যদি পৃথিবীর চারিদিক্ বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ এগার হাজার ক্রোশ হয়; ইহাকে পৃথিবীর পরিধি বা বেড় কহে। আর মনে কর যদি পৃথিবীর একধারে একটি ছিদ্র করিয়া ঠিক মাঝখানদিয়া অপর ধার পর্য্যন্ত এক শলাকা বিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ সাড়ে তিন হাজার ক্রোশ হয়; ইহাকে পৃথিবীর ব্যাস কহে।

পৃথিবী কেমন করিয়া আছে? এবিষয়ে আমাদের পুরাণে একটি আশ্চর্য্য কল্পনা দেখা যায়; অবোধ লোকে তাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকে! পুরাণে বলে বাসুকি বলিয়া এক সর্প সহস্র ফণাতে পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বলে যে, বাসুকির উপর কচ্ছপ, সেই কচ্ছপের উপর হস্তী এবং হস্তীর পৃষ্ঠে পৃথিবী আছে। কিন্তু এখানে কি জিজ্ঞাসা করা যায় না, যে সেই বাসুকি কিসের উপরে আছে? বাসুকির নীচে আর একটা, তার নীচে আর একটা, এইরূপ ক্রমাগত না থাকিলে আর চলে না। কিন্তু সবশেষে কে থাকিবে? অতএব পুরাণের কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আর এখন ইংরাজ ও আর আর জাতি পৃথিবীর প্রায় সব দিক্ ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে তাহারাত কোনদিকে কিছুই দেখিতে পায় না। ফলতঃ পৃথিবী কিছুরই উপর নাই, শূন্যে আছে; ইহার চারিদিকে আকাশ। একটি কদম ফুলের চারিধারে যেমন কেশর থাকে ইহার চারিধারে পর্ব্বত, সাগর, বৃক্ষ, পশুপক্ষী মনুষ্য, সকলেই রহিয়াছে। আর্য্যভট্ট প্রভৃতি এদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতেরাও ঠিক্ এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখিশুনে কোন বস্তু রাখিলে পৃথিবীর দিকে পড়িয়া যায়। তাহার কারণ এই যে পৃথিবীর একটি আকর্ষণ শক্তি আছে তাহাতে সকল বস্তুকে

টানিয়া লয়; যেমন চুম্বক পাথর লৌহকে আকর্ষণ করে। যদি আকর্ষণ না থাকে, সব বস্তু শূন্যে থাকিতে পারে। আমাদের বিপরীত বা উল্টা দিকে যে সব মানুষাদি আছে, আমরা বলি তাদের মাথা নীচের দিকে আছে তারা কেমন করিয়া থাকে? কিন্তু তারাও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ বলিতে পারে। আমাদের যেমন, সেইরূপ তাদেরও মাথার দিকে আকাশ। সে দিক আমাদের মতে নীচে কিন্তু তারা উপর বলিয়া দেখিতে পায়। ফলতঃ পৃথিবীর সব দিকই একরূপ; ইহার নীচে উপর নাই। পৃথিবীর টানে যেমন আমরা আছি তারাও ঠিক সেইরূপ আছে, আকাশের দিকে কেহই পড়িয়া বা উঠিয়া যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জল বহুরূপা।

শিশির।

জল বহুরূপী ধোঁয়া ও বাষ্প, মেঘ এবং বৃষ্টি হইয়াছে; শিশির কেমন করিয়া হয়, দেখা যাউক। শিশির কোথা হইতে আইসে? অনেকে মনে করিতে পারে, স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি বৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা এই পৃথিবীর জলভিন্ন আর কিছুই নয়। সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে; আরও অনেক কারণে অল্প বা অধিক বাষ্প পৃথিবী হইতে সর্ব্বদাই উঠিতেছে। ইহার সমুদায় কিছু মেঘ হয় না; অনেক বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের তাপ যত হ্রাস হয়, পৃথিবী এবং আর আর বস্তুর ভিতরের তাপ ততই বাহির হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সে সকল শীতল হয়। বাতাস শীতল হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। শীতল বস্তু সকলের সহিত বাতাসের সংযোগ হইলে ইহার মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা জমিয়া গিয়া শিশির হয়। অনেকে দেখিয়াছেন একখানা শীতল কাচ বা আয়না একটা গরম ঘরে লইয়া গেলে অথবা তাহার উপর মুখের তাপ দিলে তাহা ভিজিয়া উঠে; কেন না বাষ্প শীতল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে জমিয়া জল হইয়া যায়। শিশিরও ঠিক এইরূপে হয়।

সকলেই জানেন যে, যে রাত্রিতে ঝড় হয় বা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে সে রাত্রে অধিক শিশির হয় না। ইহার কারণ এই, বাতাস অধিক বহিলে বাষ্প সকল ছড়াইয়া পড়ে সুতরাং তাহা জমিতে পারে না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা বরাবর চলিয়া যাইতে পারে না; বরং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে গরম করি-

য়া রাগে, কাজে কাজেই বাষ্প জমিয়া শিশির কি প্রকারে হইবে? আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পৃথিবীর তাপ বাহির হইয়া বরাবর চলিয়া যায়, তাহাতেই ইহা অধিক শীতল হইতে থাকে এবং বাষ্প সকল ভাল করিয়া জমিয়া শিশির অধিক পড়ে।

শিশির সকল বস্তুতে সমান পড়ে না। যে বস্তু হইতে তাপ যত শীঘ্র বাহির হয় এবং যাহা তপ্ত হইতে যত অধিক সময় লাগে, তাহাতে শিশির তত অধিক হয়। ধাতু সকল অপেক্ষা কাচ শীঘ্র ভিজিয়া উঠে। আবার কাচ অপেক্ষা সজীব তৃণলতাতে শিশির অধিক জমে। শিশির না পাইলে অনেক গাছপালা মরিয়া যায়, এজন্য ঈশ্বর তাহার আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।

যে রাত্রি যত অধিক শীতল হয় শিশির তাহাতে অধিক পড়ে। যে সকল দ্রব্য গাছের তলায় বা কোনরূপে ঢাকা থাকে তাহার তাপ বাহির হইতে পারে না সুতরাং তাহাতে শিশিরও জমিতে পারে না।

পদ্য।

সন্ধ্যা।

মরি কি আইল ভাই মধুর সময়।
রবির কিরণে আর দেহ না দহয়॥
সূর্য্য গেছে অস্তাচলে রৌদ্র আর নাই।
ঝাউ গাছে বায়ু বহে করি সাঁই সাঁই॥
সুতল শীতল হল শরীর জুড়ায়।
গাছে বসি পাখিগণ কিবা গান গায়॥
অই দেখ ফুলগাছে ফুটে কত ফুল।
মিষ্ট ভাসে চারি দিক করেছে আকুল॥
সকলেই সুখী এবে দুঃখ কারো নাই।
পরমপিতার কাছে মেতেছে সবাই॥
ঐ যে আনের জল নড়ে বায়ু ভরে।
দেখ দেখ তাঁর পদে নমস্কার করে॥
গর্ত্তে থেকে ঝিঁঝি গণ করে ঝিঁ ঝিঁ রব।
দল বাঁধি করিতেছে ঈশ্বরের স্তব।
অচেতনে সচেতনে ধরিয়াছে তান॥
করিতেছে একমনে বিভূগুণ গান।
কোন জীব কোন জন্তু বাঁকি নাহি রয়।
উচ্চৈঃস্বরে গায় সবে জগদীশ জয়॥
আর ভাই চেয়ে দেখ আকাশের পরে।
লক্ষ মুখে কত তারা তাঁর নাম করে॥
তাই বলি আমরাও মিলে এসো ভাই।
মন খুলে সমস্বরে তাঁর গুণ গাই॥

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইবে, এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নাম ধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা পরমানন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত মহাশয়া প্রণীত এবং তৎস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" নামে একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী সংখ্যক পত্রিকায় এবিষয়ের সমালোচনা হইবে।

☞ এই বামাবোধিনী পত্রিকা কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে সংখ্যা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা ইহারা গ্রহণেচ্ছু হইবেন, কলিকাতা বাইর সীমুলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ১০ নং বাটীতে বামাবোধিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ত্বকরিলে পাইবেন। মফঃস্বল হইতে ডাক মাশুল সমেত ইহার দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১৷৷০ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে পত্রিকা নিয়মিত রূপ পাঠান যাইবেক।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দাস দে দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

বামাগণ! দুঃখ নিশা হলো অবসান,
উঠ উঠ, বোধ হার কর পরিধান;
শোক তাপ মোহ দুঃখ হইবে সংহার,
লভিবে পরম শান্তি; আনন্দ অপার।

৪ সংখ্যা { অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য /০ আনা

বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন।

(সমাপ্ত)

জ্ঞানদা ও ছাত্রীগণ।

জ্ঞানদা। একটু বেশী লেখা পড়া না জানিলে বিদ্যা বিষয়ে যে সকল কথা বলিতেছি ভাল করিয়া বুঝা যায় না। ইহাতে কি তোমাদের কষ্ট বোধ হতেছে?

ছাত্রী। যদিও অনেক বিষয় কঠিন কিন্তু এ শুনিতে আমাদের আমোদ হতেছে। আর কত রকম বিদ্যা আছে বল, আমরা সব শুনিতে চাই।

জ্ঞানদা। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ইহাতে যত প্রকার বস্তু আছে তাহাদের জ্ঞান যে সকল বিদ্যাতে পাওয়া যায় এবং আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব যে বিদ্যা হইতে শিক্ষা করা যায় তাহা বলিয়াছি। এখন সংসারের কাজ কর্ম্মে লাগে এবং মনের সন্তোষ জন্মায় এইরূপ কয়েকটি বিদ্যার উল্লেখ করিব।

(১) রাজনীতি—রাজ্য শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম প্রণালী অর্থাৎ আইন চাই—কাহারও প্রতি কেহ কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিলে কিরূপ দণ্ড আবশ্যক—কিরূপ নিয়ম থাকিলে রাজ্যের শান্তি এবং মঙ্গল উন্নতি হয় এসকল রাজনীতি হইতে শিখা যায়। আমাদের দেশের ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইহার প্রসাদে কেমন সুখে রাজত্ব করিতেছেন। রাজনীতি ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী যত হইবে ততই ইহা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইবে।

(২) বার্ত্তাশাস্ত্র—কিসে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি, ব্যয়ের সুশৃঙ্খলা হয়-

কিসে নানা ব্যবসায়ে লোক সকল নিযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্য এবং আপনাদিগের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা এই শাস্ত্রে জানা যায়। ইহার মতে চলিলে ঘর সংসার চালাইবার অনেক সুবিধা করা যায়।

(৩) চিকিৎসা বিদ্যা—শারীর বিজ্ঞানে ইহার বিষয় বলাগিয়াছে। কিন্তু সুদ্ধ শরীরের গঠন এবং কার্য্য সকল জানিলে হয় না; রোগ সকলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং তদনুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধ পথ্য আদির নিয়ম জানা চাই। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইতে হইলে অনেক বহু দর্শন আবশ্যক। গর্ভিণী এবং শিশু সন্তান পালন জন্য স্ত্রীলোকদের ইহার কিছু কিছু জানা নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) কৃষি বিদ্যা—ভূমির গুণ, তাহা উর্ব্বরা করিবার উপায়, বৃক্ষ আদির স্বভাব এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির কৌশল এই বিদ্যা দ্বারা জানিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ফলশস্য উৎপাদন করা যায়। আমারদের আহার বস্ত্র ইহার উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৫) শিল্পাদি বিদ্যা—এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মনোরঞ্জনকর বিদ্যা। গৃহ নির্ম্মাণ, বস্ত্র বয়ন, নানা প্রকার গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করণ, মূর্ত্তি গঠন, সূচিকর্ম্ম, চিত্র কার্য্য সকলই ইহার অন্তর্গত। মেয়েদের ইহার কতক কতক জানা ভাল। তাহা হইলে অনেক সময় কুড়ে হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না—মনও খুসী থাকে এবং তেমন তেমন শিখিতে পারিলে ঘরে বসিয়াই টাকা আনা যায়। অনেক দুঃখি মেয়েমানুষ শিকে বুনে, কাট না কেটে, চুলের দড়ি ভেঙ্গে এবং পাট কেটে রোজকার করে। কিন্তু ইহার চেয়ে ভদ্র কাজ আছে অর্থাৎ জামা সেলাই, ঘুন্‌শী ও কার্ পেটের জুতা বোনা, নেকড়ার ফল ও পুতুল করা, বুটি তোলা কাপড় তৈয়ার করা, ভাল ভাল ছাঁচ কাটা ও ছবি আঁকা এ সকল করিতে কার না আনন্দ হয়? আর ইহাতে বিলক্ষণ দুটাকা লাভও হইতে পারে।

(৬) সঙ্গীত বিদ্যা—এরূপ মনোরম বিদ্যা আর নাই। ইহার যে অদ্ভুত রস, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয় এবং মন উন্নত ভাবে ও অতুল আনন্দে মগ্ন হয়। গান-বাদ্য আমাদের দেশে অনেক মন্দবিষয়ে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া এত জঘন্য ও লজ্জাকর বোধ হয়, কিন্তু ভাল বিষয়ের সহিত যোগ করিলে ইহাদ্বারা কত সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া যায়—কত শোক তাপের শান্তি হয়—মনুষ্যের মধ্যে কত প্রীতি ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় এবং ঘোর পাষণ্ডের মনও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইয়া অতুল বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে।

এই সকল ভিন্ন নানা ব্যবসায় ঘটিত আরও অনেক বিদ্যা আছে

এবং সে সকলও শিক্ষা করা আবশ্যক; যেমন শিক্ষকের কার্য্য, ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য ইত্যাদি। তা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অনেক সময় চাই।

ছাত্রীগণ। বিদ্যা যে কত বড় তা এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম। যারা ইহার কিছুই জানে না—যথার্থই তারা চখ্ থাকিতে অন্ধ—তারা পশুরই সমান। বিদ্যার পরিচয় শুনিতে শুনিতেই কত আনন্দ হতেছে—না জানি সকল শিখিতে পারিলে কত সুখ পাব,কিন্তু আবার ভয় হয়! আমরা নির্ব্বোধ, এ কঠিন বিষয় সকল শেখা কি আমাদের কর্ম্ম?

জ্ঞানদা। অমন কথা মনে করিও না, নিরাশ হইও না। প্রথম প্রথম একটা সামান্য বিষয়ও অসাধ্য বোধ হয় কিন্তু ক্রমে সব সহজ হইয়া আইসে। শিশু একটি ভূমিষ্ঠ হইয়া কি এক পাও চলিতে পারে? কিন্তু ক্রমে সেই আবার দেশ দেশান্তর পর্যাটন করিয়া বেড়ায়। যে সাঁতার জানে না, তার পক্ষে ইহার মত কঠিন বিষয় আর কিছুই নাই, কিন্তু শিখিতে শিখিতে অতি সহজ বোধ হয়। তোমারা বিদ্যার পথে চলিতে চেষ্টা কর ক্রমে চলা সহজ হইবে।

ছাত্রী। তুমি বলিয়াছিলে যে ভাষা বিদ্যার দ্বারের মত,তা সেই ভাষা শিখিবার উপায় কি?

জ্ঞা। বিদ্যা শিখিতে হইলে ভাষাটা আগে আবশ্যক। ভাষা শিখিতে হইলে সাহিত্য, ব্যাকরণ অলঙ্কার জানিতে হয়।

(১) সাহিত্য—ইহাতে প্রথমে বর্ণ পরিচয় হইয়া ক্রমে পড়িতে শিখা যায় এবং তাহা হইলে পুস্তক সকলে যে নানা প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করা আছে তাহা বুঝাযায় এবং অপনার মনের ভাব তদনুযায়ী শব্দ রচনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

(২) ব্যাকরণে ভাষার সুদ্ধ নিয়ম সকল জানা যায়—নতুবা ভাষার মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বুঝিতে পারা যায় না এবং লিখন ও পঠন অশুদ্ধ হয়।

(৩) অলঙ্কারে ভাষার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও আর আর গুণ অবগত হওয়া যায়। যে ভাব সকল ব্যক্ত করা যায় তাহা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার বিচার করিয়া দেয়। ন্যায় শাস্ত্রও ইহার একটি সহকারী। তাহাতে লেখা যুক্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত বলিয়া দেয়।

জ্ঞান সকল শিখিবার জন্য আর একটি বৃহৎ শাস্ত্র শিখিতে হয় অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র।

ছা। তাহা বিশেষ করিয়া বল?

জ্ঞা। গণিত অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্র। ইহা উত্তম রূপে না জানিলে খগোল, ভূগোল ও বিজ্ঞানের কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। গণিত সকল ব্যবসায় ও সাংসারিক কাজ কর্ম্মে অত্যন্ত আবশ্যক এবং ইহা দ্বারা বুদ্ধি বিলক্ষণ

তীক্ষ্ণ হয়। ইহায় অনেক শাখা আছে।

(১) পাটীগণিত—ইহা দ্বারা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা কি রূপে অঙ্কশাস্ত্র হইয়াছে—কিরূপে তাহাদিগের সংযোগ, বিযোগ, গুণ ও ভাগ দ্বারা সকল অঙ্ক কসা যায় তাহা শিখা যায়।

(২) বীজগণিত—পাটীগণিতে বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা যে সকল অঙ্ক কসিতে হয়, বীজগণিতে সে সকল এক সঙ্কেতে শিখিবার কৌশল পাওয়া যায় এবং ইহাতে অস্থিত অঙ্ক সকল বাহির করিবার সহজ উপায় শিখা যায়।

(৩) রেখাগণিত—ইহা দ্বারা ভূমি সকলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপিয়া কালি করা যায়; এক স্থান হইতে আর এক স্থানের দুর বলিয়া দেওয়া যায়; রেখা সকল অবলম্বন করিয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল ইত্যাকার নানা প্রকার ক্ষেত্র আঁকা যায় এবং নানা প্রকারে তাহাদের পরিমাণ করা যায়।

গণিত শাস্ত্র যদিও আর আর বিদ্যার সহকারী, কিন্তু ইহাও একটি প্রধান বিদ্যা বলিয়া গণ্য। অতএব ভাষা এবং অঙ্ক আগে শিখিতে হয়।

ছাত্রীগণ। ভাষা এবং অঙ্ক না শিখিলে অন্য উপায়ে কি জ্ঞান পাওয়া যায় না?

জ্ঞানদা। এমন মনে করিও না যে জ্ঞানের আর কোন পথ নাই। লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া এবং আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা একত্র দুর্ঘট হয় আর তাহাতে সম্যক্ ফল লাভ হইতে পারে না। ভাষা শিখিলে সকল প্রকার পুস্তক পড়িতে পারিবে, সুতরাং অতি অল্প কালের মধ্যে সকল দেশের সকল কালের প্রধান মনুষ্যগণের জ্ঞান অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারিবে। আপনি ঘরে বসিয়া জগতের তাবৎ সংবাদ জানিতে পারিবে।

তোমাদের এখন একটি বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহা আমি পূর্ব্বেও এক প্রকার বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল বাহির হইতে নানা প্রকার জ্ঞানে মনোভাণ্ডারকে পূর্ণ করিলেই বিদ্যার সমুদায় ফল সিদ্ধ হয় না। বিদ্যার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ মনের শক্তি সকলের উন্নতি করা।

ছা। মনের শক্তি সকল আবার উন্নতি করা সে কি?

জ্ঞা। তোমরা জান স্মরণ, বিবেচনা, ধারণা, অভিনিবেশ, সত্য অনুসন্ধান ইত্যাদি শক্তি মনের শক্তি; অল্প হউক বা অধিক হউক তাহা সকলেরই আছে। যত চালনা করা যায় এই সকল বৃদ্ধি পাইয়া ততই প্রখর হয় ক্রমে অধিক স্মরণ, অধিক মনোযোগ, অধিক বিবেচনা ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা হয়। অনেকে অগাধ পুস্তক পড়িয়া বাহিরে রাশি রাশি

জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু হয়ত সে সকল কেবল কণ্ঠস্থ আছে তাহাতে মনের কিছু উন্নতি হয় নাই। এই রূপ বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব সকলেরও উন্নতি চাই অর্থাৎ দয়া, ভক্তি প্রীতি, পবিত্রতা ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিবে।

মানুষের মন অনন্ত উন্নতিশীল অর্থাৎ ইহার উন্নতির কখনই শেষ হইবে না। এই পৃথিবীতে যত দিন আছে নানা প্রকার জ্ঞান, নানা প্রকার শক্তি, নানা প্রকার ভাবে উন্নত হইতেছে—মৃত্যুর পরেও উন্নতি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। আমরা সেই অনন্ত জ্ঞান ঈশ্বরের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সফল করিব।

ছাত্রী। বিদ্যার তুল্য মহারত্ন আর নাই। ইহা হইতে নানা প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা যায়, মনের কত আনন্দ হয়, আবার মনের নানা প্রকার শক্তি ও ভাব বৃদ্ধি পাইয়া চিরকালের মঙ্গল হয়। আমরা যেরূপে পারি এই বিদ্যারত্ন লাভ করিতে চেষ্টা করিব। তুমি কল্যাবধি আমাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দেও। আজি সময় গিয়াছে আমরা বিদায় হই।

জ্ঞা। আচ্ছা, আজি সবে আইস। আমি তোমাদের জন্য এক প্রস্ত পুস্তক সংগ্রহ করি এবং একটি পাঠের প্রণালীও ঠিক্ করি। তোমরা ঘরে গিয়া আজিকার কথা গুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিও। একটু চেষ্টা করিয়া লাগ ক্রমে সব শিক্ষা করা সহজ হইয়া আসিবে।

বিদ্যা-বিভাগ*।

১ ভাষা শিক্ষা { সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার

২ গণিত { পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত

৩ ইতিহাস বা স্থূলতত্ত্ব

(১) ভূগোল

(২) খগোল

(৩) প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত { খনিজ বিদ্যা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, প্রাণি বিদ্যা

(৪) ইতিহাস

(৫) জীবন চরিত

৪ বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মতত্ত্ব

(১) প্রাকৃতিক { বাহ্য বিজ্ঞান, রাসায়নিক-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান

---

* বিদ্যার একটি পরিষ্কার এবং সুনিয়মবদ্ধ বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। বিদ্যা সকল পরস্পরের সহিত একরূপ জড়িত যে এক হইতে অন্যকে পৃথক্ করা যায় না। এই রূপ ভূগোল, খগোল ও ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান সংযুক্ত থাকে এবং ব্যবসায় ঘটিত বিদ্যা সকলের সহিত জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা সকল সংশ্লিষ্ট থাকে। যতদূর বিজ্ঞানের অনুযায়ী হয় এবং কার্য্যেতে আসিতে পারে এই রূপ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা গেল।

(২) মানসিক { মনো বিদ্যা / ধর্ম্মনীতি / পরমার্থবিদ্যা

৫ ব্যবসায়িক ও আমোদপ্রদ বিদ্যা

(১) চিকিৎসা বিদ্যা

(২) কৃষি বিদ্যা

(৩) রাজনীতি

(৪) বার্ত্তা শাস্ত্র

(৫) শিল্পাদি বিদ্যা

(৬) সঙ্গীত বিদ্যা

ভাষা জ্ঞান।

যদিও এক্ষণে অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইয়া অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষার অনাবশ্যক ও পাঠার্থিগণের শিক্ষার ক্লেশকর হয় এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের রীতিমত উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব সহজে বোধগম্য, বাঙ্গালা ভাষার ঠিক্ উপযোগী এবং সুপ্রণালী বদ্ধ ব্যাকরণের অভাবে কোন বিশেষ পাঠিকার জন্য নূতন ব্যাকরণ একখানি সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে বামাগণের ভাষা শিক্ষা পক্ষে বিশেষ উপকার জনক হইবে বোধ করিয়া তাহার কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ছোট ছোট অক্ষরে যে সকল লেখা আছে তাহা বুঝিয়া গেলেই হয়, কণ্ঠস্থ করিবার জন্য নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১। যে শাস্ত্র দ্বারা কোন ভাষা শুদ্ধ রূপে লিখিতে, এবং যাহা দ্বারা তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ তাহার রচনা-প্রণালী শিখা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ।

২। যাহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ রূপে লিখা যায়, ও তাহার রচনা-প্রণালী বুঝা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

৩। ব্যাকরণ চারিভাগে বিভক্ত। যথা, বর্ণ নির্ণয়, পদ নির্ণয়, পদবিন্যাস ও পদ্যবিন্যাস।

বর্ণনির্ণয় বর্ণের বিষয় শিক্ষা দেয়; পদ নির্ণয়, পদ; পদবিন্যাস, বাক্য; এবং পদ্যবিন্যাস, পদ্য অর্থাৎ কবিতার বিষয় শিক্ষা দেয়(১)।

বর্ণ নির্ণয়(২)।

৪। অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি এক একটি অক্ষরকে বর্ণ কহে। সমুদায় বর্ণ শ্রেণীকে বর্ণমালা কহে।

৫। বঙ্গ ভাষার বর্ণমালায় এই সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ (৩) এ ঐ ও ঔ; এবং কখগঘঙ, চছজঝঞ,

---

(১) যাহার দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহার নাম বাক্য; যথা "আমি মনোযোগ পূর্ব্বক এই পুস্তক পাঠ করিব।" বাক্যের এক একটি অংশকে পদ কহে; যথা; 'আমি' 'এই' 'পুস্তক' ইত্যাদি। পদের এক একটি ক্ষুদ্র অংশকে বর্ণ কহে; যথা আ, ম, ই ইত্যাদি।

(২) বর্ণনির্ণয় দ্বারা বর্ণের স্বরূপ, ব্যত্যয়, ও উচ্চারণাদি এবং বর্ণসংযোগ অর্থাৎ বানান জানা যায়।

(৩) বঙ্গভাষায় ৠকারের প্রায় ব্যবহার নাই। ঌ ও ৡ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া বর্ণমালায় উল্লেখ করা গেল না। ঋ ৠ প্রায় (রি রী) ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

টঠডঢণ, তথদধন, পফবভম, যর লব, শষস, হ, অং অঃ।

৬। বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও ব্যঞ্জন। যে বর্ণ স্বয়ং, অর্থাৎ অন্য কোন বর্ণের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত হয়, তাহার নাম স্বর বর্ণ। বর্ণমালাস্থ অকার (৪) অবধি ঔকার পর্য্যন্ত বারটি বর্ণকে স্বর কহে।

৭। যে বর্ণ স্বর বর্ণের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত না হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জন বর্ণ। ককার অবধি অঃ পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশটি বর্ণকে ব্যঞ্জন বর্ণ কহে।

ব্যঞ্জন বর্ণ স্বয়ং উচ্চারিত নহে বলিয়া ককার অবধি হকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের পর অকার উচ্চারণ করা যায়, এবং অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ব্বে অকার উচ্চারণ করিতে হয়। (৫)

স্বরবর্ণ।

৮। স্বরবর্ণ দুই প্রকার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ (৬)। অ, ই, উ, ঋ, এই চারিটি হ্রস্ব; এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই আটটি দীর্ঘ স্বর।

ব্যঞ্জন বর্ণ (৭)।

৯। ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত; এক এক ভাগে পাঁচটি বর্ণ আছে। এই রূপ এক একটি ভাগকে বর্গ কহে। যথা, কখগঘঙকে কবর্গ কহে; চছজঝঞ, চবর্গ; টঠডঢণ, টবর্গ; তথদধন, তবর্গ; এবং পফবভম, পবর্গ।

বর্গ মধ্যে আছে বলিয়া চবর্গস্থ জ ও পবর্গস্থ ব কে "বর্গীয়" কহে। (৮)

যরলবকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে; এজন্য য ও ব কে "অন্তঃস্থ" বলা যায়।

উচ্চারণ স্থান। (৯)

১০। অ আ, ক খ গ ঘ ঙ, (১০) হ, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ কহে।

---

(৪) কোন বর্ণ জানাইতে হইলে তাহার পরে "কার" এই শব্দ ব্যবহার হয়; যথা অকার অ বুঝায়, ককার, ক ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন স্বর দিলেই উচ্চারণ করা যায়; যথা 'ইক্', 'খু' ইত্যাদি। কিন্তু অনুস্বার ও বিসর্গের পরে এবং হকারের পূর্ব্বে স্বর দিলে উচ্চারণ হয় না; যথা ংঅ, ঃঅ, অহ্।

(৬) সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বর উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে; কিন্তু বাঙ্গালাতে উচ্চারণে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই; কেবল দীর্ঘ স্বর কখন কখন অধিক জোরে উচ্চারিত হয়।

(৭) ইহার আর একটি নাম 'হল'।

(৮) বাঙ্গালা ভাষায় জ ও য এবং বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকার প্রায় এক রূপ উচ্চারণ হয়। কোন কোন স্থলে প্রভেদ হয় (উচ্চারণ ভেদ দেখ)।

(৯) কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হয় এবং জিহ্বা দ্বারা তাহা তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদিতে পেষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সম্পন্ন হয়। এই উচ্চারণ স্থান সমূহকে বাগিন্দ্রিয় কহে।

(১০) হ বর্ণকে "জিহ্বামূলীয়" কহিয়া থাকে।

(১১) এ ঐ এবং ও ঔকে কণ্ঠ্যতালব্য ও কণ্ঠ্যৌষ্ঠ্যও কহে।

ই ঈ, এ ঐ (১১) চ ছ জ ঝ ঞ, য, শ, তালুহইতে উচ্চারিত বলিয়া তালব্য।

ঋ ঋৃ, ট ঠ ড ঢ ণ, র, ষ, মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য।

তথদধন, ল, স, দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া দন্ত্য।

উ ঊ, ও ঔ, প ফ ব ভ ম, ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া ওষ্ঠ্য ।।

অন্তঃস্থ ব, ফলা হইলে দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ্য কহে। (১২)

১১। অং এবং ঙ ঞ ণ ন ম, নাসিকা হইতে উচ্চারিত বলিয়া অনুনাসিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিসর্গ (অঃ) যে স্বর বর্ণে যুক্ত হয় তাহারই উচ্চারণ স্থান হইতে ইহার উচ্চারণ হয়। (১৩)

১২। শ ; ষ, ণ ; স, ন ; ক্রমে তালু, মূর্দ্ধা ও দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া 'তালব্য' 'মূর্দ্ধন্য' ও 'দন্ত্য' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাষায় ইহাদের প্রায় উচ্চারণ ভেদ হয় না।

উচ্চারণ ভেদ।

১৩। ড ঢ য পদের অন্তে বা মধ্যে থাকিলে ড় ঢ় য় (১৪) এই রূপ উচ্চারিত হয়। যথা, ঝাড়, মূঢ়, ভয় ; বিড়াল, আঢ়ক, শয়ন।

কিন্তু কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকিলে হয় না যথা কাণ্ড, আঢ্য, সাহায্য; ভাণ্ডার, ডুণ্ঢুন্ডি, শয্যায়।

নিয়মাতিরিক্ত---নিযুক্ত (১৫) সুযোগ, সংযোগ, সংযম, খড়্গ, প্রাড়্বিবেক, ষড়্বিংশতি।

১৪। অন্তঃস্থ ব ফলা না হইলে এবং র, ল ও মকারের সহিত যুক্ত হইলে বর্গীয়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, বিষয়, সর্ব্ব, দিগ্বিজয়, প্রতিবিম্ব।

১৫। স্বর বর্ণ অনুনাসিকের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহার উপরে (ঁ) চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন দেওয়া যায়। যথা, আঁ, উঁ। সানুনাসিক স্বর বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইয়া রূপান্তর হইলে, সেই ব্যঞ্জন বর্ণের উপর (ঁ) হয়। যথা বাঁশ, শুঁড় ইত্যাদি (১৬)।

খগোল।

সৌরজগৎ।

খগোলে আকাশের বিবরণ সমুদায় জানা যায়। আকাশটা যে কি? তা অনেকে জানে না। অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, যেমন ঘরের উপরে ছাদ বা চাল থাকে, আকাশটা সেই রূপ যেন একটা

---

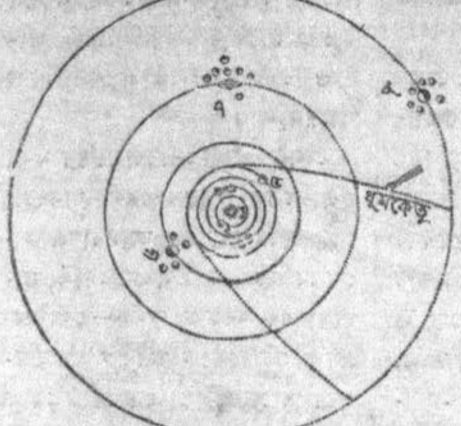
(১২) সংস্কৃত ভাষায় সকল সময়েই অন্তঃস্থ ব দন্ত্যোষ্ঠ্য হয়।

(১৩) সংস্কৃত ভাষায় বিসর্গ প্রায় হকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

(১৪) ড ঢ গুরুতর রকারের ন্যায় উচ্চারিত হইলে নিম্নে একটি শূন্য দেয় ; এবং যকার অকারের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহার নিম্নে শূন্য দেওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় যকার সকল সময়েই অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় সুতরাং উচ্চারণ ভেদ জানাইবার জন্য আর শূন্য দিতে হয় না।

(১৫) উপসর্গের পরস্থ যকার কখন কখন য় হয় কখন কখন হয় না যথা বিয়োগ, অনুযোগ ইত্যাদি।

(১৬) কোন অনুনাসিক বর্ণ লোপ হইলে পূর্ব্বের স্বর সানুনাসিক হয়। যথা, সিন্দুর—সিন্দুর—সিঁদুর শুণ্ড—শুণ ড—শুঁড়। পূর্ব্বের অকার আকার হয়। যথা অঙ্ক—অঙ ক—আঁক ; পঞ্চ—পাঁচ, ভণ্ড—ভাঁড়, দন্ত—দাঁত, ঝম্প—ঝাঁপ, হংস—হাঁস ইত্যাদি।



এই ছবিতে
১-সূর্য্য। ২-বুধ।
৩-শুক্র। ৪-পৃথিবী
৫-মঙ্গল। ৬-বৃহস্পতি।
৭-শনি। ৮-হর্শেল গ্রহ

পৃথিবীর উপরে ঢাকুনির মত রহিয়াছে; তাহার মাঝখানটা উপরে আছে চারিধার পৃথিবীর কিনারায় ঠেকিয়াছে। আবার অনেকে বিশ্বাস যায় যে, আকাশটা আগে ভারি নীচু ছিল মাথায় ঠেকিত; এক দিন এক বুড়ী উঠান ঝাঁট দিতেছিল আকাশটা যেমন মাথায় লাগিল সে ঝাঁটার বাড়ী মারিল- আকাশ সেই অবধি উপরে উঠিয়া গেল।

এসকল ছেলে বেলার গল্প কথা বই আর কিছুই নয়। আকাশের অর্থ, শূন্য স্থান। পৃথিবীর যেমন উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ- চারিধারে আকাশ; পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ আকাশে আছে। আকাশের কোন আকার নাই-তাহাতে যে নানা প্রকার রঙ্ দেখি সে মেঘে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া হয়। যখন মেঘ থাকে না-গাঢ় নীলবর্ণ দেখা যায় সে বাতাসের রঙ্ মাত্র। বাতাসের ও জলের কোন রঙ্ সচরাচর দেখা যায় না—কিন্তু একত্র রাশিপ্রমাণ থাকিলে সমুদ্রের জল সবুজ বর্ণ এবং সেই উপরের বাতাস নীলবর্ণ দেখায়।

আকাশ যে কত বড় তা কেহ সীমা করিতে পারে না—যে দিকে যত দূর দেখা যায় আকাশ ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না। এই আকাশ যদিও শূন্য কিন্তু ইহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ধূমকেতু ও অসংখ্য নক্ষত্রে পূর্ণ রহিয়াছে। আমাদের বোধ হয়, আকাশে ইহারা এথায় সেথায় ছড়ান রহিয়াছে কিন্তু খগোল বা জ্যোতিষ জানিলে ইহাদের মধ্যে ভারি সুশৃঙ্খলা দেখা যায়।

মনে কর যেন এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড সমস্ত আকাশ যুড়িয়া আছে। কিন্তু যেমন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে একটি একটি দেশে ভাগ করা যায়—এই জগতেরও সেইরূপ একটি একটি অংশ করা যায়। উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহা এইরূপ একটি ভাগ—এইটি মনো-

যোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া ফেল-অনেক কৌশল বুঝিতে পারিবে।

এটিকে একটি সৌর জগৎ বলে। ইহার মধ্য স্থলে সূর্য্য রহিয়াছে-তাহার চারিদিকে বুধ,শুক্র,পৃথিবী, মঙ্গল,প্রভৃতি গ্রহ সকল ঘুরিতেছে। আমাদের পুরাণে বলে পৃথিবী স্থির, আর তাহার চারিদিকে রবি অর্থাৎ সূর্য্য, সোম অর্থাৎ চন্দ্র ও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নব গ্রহ ঘুরিতেছে কিন্তু সেটির মূলে ভুল। চন্দ্র একটি গ্রহ নয়—উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে চন্দ্র সেই রূপ পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর যেমন এই একটি চন্দ্র-কোন কোন গ্রহের ৪, কাহারও ৬, কাহারও ৮ চন্দ্র আছে। ছবিটিতে যে কয়েকটি গ্রহের নাম আছে তাহা ছাড়া আরও অনেক গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে সে সকলেই আবার তাহাদের চন্দ্র সকল সঙ্গে লইয়া সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। সৌর জগতে সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ভিন্ন আরও কতক গুলি জ্যোতিষ্ক* আছে তাহাদিগের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতু উঠিলে লোকে মহা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে কিন্তু তাহাও এক প্রকার গ্রহের মত সূর্য্যের চারিদিকে আপনার পথ দিয়া ঘুরিতেছে। আমাদিগের এই একটি সৌরজগতে কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু আছে তাহা কেহই বলিতে পারেন না—সেই সকলে কত প্রকার সৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন না।

যেমন একটি সৌরজগতের কথা বলা গেল-জগতে এমন অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। আমরা আকাশে যে এক একটি নক্ষত্র দেখি, তাহারা এক একটি সূর্য্য—সূর্য্য অপেক্ষাও অনেকে অনেক গুণ বড়-দূরে আছে বলিয়া এত ছোট বোধ হয়। সূর্য্য এখান হইতে একখানি থালার মত দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়-দুচারি গুণ নয়-হাজার গুণও নয়-প্রায় ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ।

নক্ষত্র সকল যদি এক একটি সূর্য্য হইল-তাহাদের চারিদিকে আবার কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা রজনীতে অসংখ্য সৌরজগৎ দেখিতেছি তাহাতে কত অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি আছে। রাত্রিকালে যে ছায়াপথ আমরা আকাশে দীর্ঘাকার দেখিতেপাই-যাহাকে 'যমের জাঙ্গাল' বলে তাহা আর কিছুই নয় দূরস্থ নক্ষত্র রাশিতে পূর্ণ। আমাদের দৃষ্টি কত টুকু-আমরা দেখিতে পাই না এই জগতের এমন কত স্থান আছে তাহাতে আবার কত লোক মণ্ডল রহিয়াছে। একজন ভাবুক ব্যক্তি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, " যেমন সমুদ্রের তীরের একটি বালুকার কণা নষ্ট হইলে কম

* অকাশস্থ তেজযুক্ত পদার্থ।

বেশী বোধ হয় না-এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে যদি আমাদের এই সূর্য্য, পৃথিবী আদি গ্রহ, চন্দ্র আদি উপগ্রহ এবং ধূমকেতু সকল লইয়া এককালে ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতে কিছুই ক্ষতি বোধ হয় না”। বাস্তবিক এই রূপ বোধ হইতে পারে বটে। ‘ ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার ’। ব্রহ্মাণ্ড পতির কি আশ্চর্য্য শক্তি, কি অসীম মহিমা!

স্ত্রীশিক্ষার-পরিচয়।

আমরা গত বারে একটি মান্যা মহিলার রচিত গ্রন্থের সমালোচন উপলক্ষে লিখিয়াছি যে এতদ্দেশে স্বামীরা একটু যত্নবান্ হইলেই অনেক স্ত্রীলোক এদেশের ভূষণ স্বরূপ হইতে পারেন। অদ্য তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি স্ত্রীলোকের রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি। রচনাটি ঈশ্বর প্রীতি ও বিনীতভাবপূর্ণ একটি স্তোত্র। এতদ্দ্বারা রচয়িত্রীর মনের সদ্ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। শুদ্ধ সাহিত্যাদি সম্পর্কীয় কতিপয় নিয়মিত পুস্তক পাঠ করিয়া এপ্রকার স্তোত্র লেখা অধিক সম্ভবপর নয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া এবং ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করাই এরূপ ফলোৎপত্তির কারণ।

স্তোত্র।

সমস্ত দিবস অবসান হইয়া এক্ষণে রজনী উপস্থিত। প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিবস সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছে এবং সন্ধ্যা আরম্ভিতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়েও আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশ মণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছেন। কিন্তু পিতা! আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবার তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই কেবলই সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, ও কেবলই এই প্রকারে মিথ্যা কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থ ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্ম বলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া দেও। দীননাথ! আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপীয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না, আমার আর তোমার সমান কেহ নাই। আমাকে তোমার কার্য্যে

নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ ছায়াতে রক্ষা কর, যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই ও যেন প্রেয়কে দূর হইতে দূর করিয়া দিই। পিতা! তোমার প্রেম-মুখ লাভে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি করুণাসাগর, তোমার করুণার কথা কি বলিব! আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহ-বারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রণাম। হে অনাথ নাথ! এ অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর।

—ঃ০ঃ—

পদ্য।

স্বভাব দর্শন।

মনে বড় ভালবাসি উষার সময়,
প্রতি দিন দেখি উঠে অরুণ উদয়;
হেরি সে সুন্দর মেঘ গগনের ভালে,
হাজার বরণে শোভে নিদাঘের কালে।

মনে বড় ভালবাসি দেখি সর্ব্বক্ষণ,
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ মাঠের বরণ;
শুনি কি সুস্বনে তথা বহে সমীরণ;
হরিত তরঙ্গ রঙ্গে জুড়াই নয়ন।

ভালবাসি দেখিতে সে সন্ধ্যার সময়,
সরোবরে মনোহর চাঁদের উদয়;
তীরে থেকে ধীরে ধীরে মলয়ের বায়,
সুগন্ধে মাতিয়া যবে চামর ঢুলায়।

মনে বড় ভালবাসি পূর্ণিমার রাত,
না বহে হৃদয়ে যদি ভাবনার বাত;
থেকে থেকে শুনি কুঞ্জে পাখির কূজন;
গুঞ্জে কিবা অলিকুল ভ্রমিয়া কানন।

ভাল বাসি দূরে থেকে দেখি মহীধর,
আকাশে অটল যেন শোভে জলধর;
দেখি যবে ঘোর কোরে আসে মেঘজালে
চৌদিকে কুলায়ে ধায় পাখিরা বিকালে।

ভাল বাসি শুনিতে সে পর্ব্বত গুহায়,
দূরেতে কেমন ভীম বজ্রনাদ ধায়;
কেমন প্রচণ্ড রবে রুষি বায়ু কুল,
সিন্ধুরে গগনে তোলে করিয়া আকুল।

দেখিতে এসব আমি ভাল বাসি মনে,
শুনিতে আনন্দ পাই স্বভাব সদনে;
এবে দেখি সুষুম গোলাপ মনোহর;
এবে শুনি ঘোর রোল যথায় নির্ঝর।

কি মহৎ, কমনীয় কিবা ভয়ঙ্কর,
আমার নয়ন মনে সকলি সুন্দর;
সকল সৃষ্টিতে দেখি মহিমা তোমার,
জগদীশ সবে গায় তুমি মূলাধার।

বিজ্ঞাপন।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বামাবোধিনীর অগ্রিম মূল্য অথবা তদ্বিষয়ে কোন স্থির সংবাদ না পাইলে পত্রিকা আর প্রেরণ করা যাইবে না। বামাবোধিনী সংক্রান্ত পত্রাদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলেই আমরা প্রাপ্ত হইব।

———

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রভাত হইলে নিশা, কে ঘুমাতে চায় ?
কেন তবে, বামাগণ, এখনো নিদ্রায় ?
মিলে আঁখি দেখ দেখি বিদ্যার আলোক,
আনন্দে মেতেছে যাতে জগতের লোক।

৫ সংখ্যা { পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য /০ আনা

স্বাস্থ্য রক্ষা।

বস্ত্র পরিষ্কার।

শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যে ঘর বাড়ীতে থাকা যায় তাহার ভিতর বাহির যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, বস্ত্রের বিষয়েও সেই রূপ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ময়লা কাপড় পরিলে শরীরের ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না, তাহাতে রক্ত খারাব হয় এবং চুলকোনা, পাঁচড়া, মাথাধরা এই সকল রোগ সহজেই জন্মায়। ময়লা কাপড়ে মনও কেমন অসুখী থাকে এবং তাহাতে অনেক দুঃখের চিন্তা মনকে জড়ীভূত করিয়া রাখে। সকলেই জানেন নূতন ধৌত বস্ত্র একখানি পরিধান করিলে মনে কেমন একটি স্ফূর্ত্তি হয়, কাজ কর্ম্ম করিতে নূতন উৎসাহ হয়।

শারীর বিদ্যা* দ্বারা জানা যায় যে আমাদের লোমকূপ হইতে প্রতিদিন প্রায় আধসের ক্লেদ বাহির হয়। দেখ এক দিন মাত্র একটি জামা গায় দিলে তাহার ভিতর-পিঠে কত ময়লা পড়ে। পরিষ্কার বস্ত্র পরিলে শরীরের ভিতরের ময়লা সহজে বাহির হইয়া সেই কাপড়ে লাগে। কিন্তু ময়লা কাপড়ের মলায় লোমকূপ আঁটা থাকে সুতরাং ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না। তাহাতে শরীরের নানা অসুখ

---

* বামাবোধিনীর ৩০ পৃষ্ঠায় শারীর বিজ্ঞান দেখ।

হয়; আরও ময়লা কাপড় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে তাহাতে শরীরের ও মনের সুস্থতা স্পষ্টই নষ্ট হইতে দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালিরা পরিষ্কার কপাড় পরা যে শরীরের পক্ষে আবশ্যক তা তত বোধ করেন না। যেমন ইঁহারা লোক দেখাইবার জন্য সময় সময় ঘরবাড়ী পরিষ্কার করেন কিন্তু সচরাচর ঘর বাড়ী ময়লা ও জঞ্জালে পূর্ণ থাকে; সেই রূপ লোক দেখাইবার জন্য ইঁহাদের পোসাকী ধুতী থাকে কিন্তু আটপরে কাপড় যত মলিন হউক তায় ক্ষতি বোধ করেন না। মেয়েদের এবিষয়ে আবার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তাঁদের বসিবার ত আসন থাকে না, যেখানে ইচ্ছা, ধূলা কাদা না মানিয়া, বসিয়া পড়েন। পুরুষেরা যেখানে জুতা খুলিয়া অর্থাৎ খালি পায়ে চলিতে চাহেন না, সেখানেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে বসেন। রন্ধন করিতে বা গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া তাঁহারা কাপড়ে সাত চর্ম্ম ময়লা পাড়ান। বাঙ্গালিদিগের শয্যা সকলও এই রূপ অপরিষ্কার থাকে। খুব বড় মানুষ ভিন্ন অন্য লোকের বিছানার চাদর কি বালিষের ওয়াড় মাসের মধ্যে হয়ত একবারও ধোবার বাড়ী যায় না। যে বিছানায় প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইতে হয়, তাহা ময়লা থাকিলে শরীরের কি সামান্য অপকার হয়? শয্যা সকল পরিষ্কার ও নিয়ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

বস্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, এটি আমাদের দেশের অনেকের বোধ হয় মতও নহে। কেহ ধৌত বস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে তাহাকে অনেকে 'বাবু' বলিয়া উপহাস করেন। ঘর বাড়ী নিত্য পরিষ্কার থাকিলে যে রূপ শরীর ভাল থাকে, বস্ত্র অদিও সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিলে সেই রূপ হয়। অনেক বাঙ্গালি এটি বুঝিতে পারেন কিন্তু অর্থের অভাব দেখান। এদিকে তাঁহারা আবার এক এক পূজার সময় যে বহু মূল্য কাপড় সকল ক্রয় করেন, তাহার এক খানার দাম কর্ত্তন করিয়া যদি ধোবার মাহিনা বাড়াইয়ে দেন, সম্বৎসর কাল শুভ্র বস্ত্র পরিয়া শরীর সুস্থ ও সবল এবং মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন সন্দেহ নাই। যদি বস্ত্র পরিষ্কার রাখিতে মনোগত যত্ন থাকে, ধোবার কড়ীর জন্য আটক খায় না। মেয়েরা ঘরে সাজীমাটী বা সাবান দিয়াও পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাতে যিনি লজ্জা বা অপমান বোধ করেন, তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং রোগ সঞ্চয় করিতে ভাল বাসেন। এক এক গৃহস্থের বাটীর মেয়েদিগের কাপড় এবং বিছানা সকল দেখিলে, যেন শ্মশান হইতে কুড়াইয়া আনা বোধ হয়, তাহাতে তাঁহাদের কি লজ্জা হয় না?

জীবন চরিত।

হাইপেসিয়া।

সে দিন মার্টিনোর জীবন চরিত পড়িয়া বোধ হয় অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন মেয়ে মানুষে কত দুর লেখা পড়া শিখিতে পারে। ইংরাজদের দেশে যে উনিই কেবল একা খুব বিদ্যাবতী হইয়াছেন এমত নহে। মেরি সমরভিল নামে আর একটি স্ত্রীলোক প্রাকৃতিকবিজ্ঞানে* একজন সুপণ্ডিতা বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কুমারী কব যিনি আজিও জীবিত আছেন, তত্ত্ব-বিবেক † ও মনোবিদ্যায় ‡ মেয়ে মহলে তিনি অদ্বিতীয়। হ্যানামুরকে নীতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই জানেন। ফিলিসিয়া হিমান্স একজন মস্ত কবি ছিলেন। এঁদের ছাড়া আরও অনেকে বেশ লেখা পড়া জানিতেন। কিন্তু ইঁহাদের বিশেষ করিয়া নাম করিবার কারণ এই, ইঁহারা বিদ্যার বড় শক্ত শক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা এমন সকল শাস্ত্রে সুখ্যাতি পাইয়াছেন যাহাতে পুরুষেও শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা মূলে ভাবিতে পারে না, এই দুর্নামটি ইঁহারাই দূর করিয়াছেন। ইঁহারা যে সকল বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন অনেক বিদ্বান্ বিদ্বান্ লোকে তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারেন না।

অনেকে এমত বলিতে পারেন, "উঁহারা ইংরাজদের দেশের মেয়ে, উঁহাদের কথা ছেড়ে দাও। ইংরাজদের আচার ব্যবহার সব স্বতন্ত্র। কই ইংরাজদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানে দেখাও দেখি।" অন্য দেশের মেয়েরাও যে লেখা পড়া শিখিয়াছে ও শিখিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত শুন।

পূর্ব্বকালে হাইপেসিয়া নাম্নী এক সুবিখ্যাত বিদ্যাবতী ও গুণবতী নারী ছিলেন। ইনি অনুমানে খৃষ্টীয় চারি শতাব্দের* শেষাশেষি জন্মিয়াছিলেন। পৃথিবী যে চারি খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে তার এক খণ্ডের নাম আফ্রিকা; সেই আফ্রিকা খণ্ডে নীল নামে একটি নদী আছে। এই নদীটি মিশর (যাহাকে ইংরাজীতে ইজিপ্ট কহে) দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই মিশর দেশে উক্ত নদী তীরে আলেক্জেন্ড্রিয়া নামে একটি নগর আছে। এই নগরটি পূর্ব্বকালে বাণিজ্য ব্যবসায়ের খুব ধামে ও বিদ্যার চর্চ্চায় পরিপূর্ণ ছিল। এই নগরে হাইপেসিয়ার জন্ম হয়।

---

* বামাবোধিনীর ৩০ পৃষ্ঠায় দেখ।

† বামাবোধিনীর ৬২ পৃষ্ঠায় পরমার্থ বিদ্যা দেখ।

‡ বামাবোধিনীর ৩১ পৃষ্ঠায় দেখ।

* যিশু খৃষ্টের জন্মাবধি খৃষ্টীয় শাক গণনা করে। শত বৎসরে এক শতাব্দ হয়। এখন ১৮৩৪ শাক সুতরাং হাইপেসিয়া সাড়ে বার শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মান।

হাইপেসিয়া স্বভাবতঃই যে সকল গুণে ভূষিতা ছিলেন বোধ হয় আর কোন স্ত্রীলোক সে রূপ ছিল না। প্রকৃতি তাঁহার বুদ্ধিকে খুব তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মন বিজ্ঞানশাস্ত্রে* আপনাপনি ধাবিত হইত। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার এরূপ গুণ ছিল যে, পরে যে তিনি এক জন বড় গুণবতী স্ত্রীলোক হবেন তাহার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ দেখিয়া তাঁহার পিতা, পণ্ডিতবর থিয়ন, তাঁহাকে আপনিই লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। থিয়ন গণিত বিদ্যা ভাল জানিতেন। এ জন্য, স্ত্রীলোকের যে সকল গুণপনা থাকা উচিত, হাইপেসিয়া সে সকলে নিপুণা হইলে পর,তিনি প্রথমেই তাঁহাকে গণিত শাস্ত্র শিখাইলেন; পরে খগোল ও সমুদায় দর্শন শাস্ত্র পড়াইলেন। তিনি ঐ সকল বিদ্যায় এমনি পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, যে তখনকার কালে তাঁহার মত বিদ্যাবতী আর কেহই ছিল না।

আলেকজেন্ড্রিয়াতে যত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বদর্শী ছিলেন, হাইপেসিয়ার সঙ্গে তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বিলক্ষণ ভাব আলাপ ছিল। হাইপেসিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের মতামত সকল ভাল রূপ জানিয়াছিলেন। যিনি যে বিজ্ঞানে পণ্ডিত তাঁহার কাছে সেই বিজ্ঞান চূড়ান্ত করিয়া শিখিতে ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিক তখনকার কালে মানুষে যত শিখিতে পারে তিনি তাহা শিখিয়াছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আর ভাল বুদ্ধি থাকিলে কি না শেখা যায়? কি না জানা যায়? এক-জন যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইতে গেলে তখনকার কালে যে প্রগাঢ় বিজ্ঞতা ও অপরিসীম জ্ঞানের প্রয়োজন হইত, তাহাও হাইপেসিয়ার অভাব হয় নাই। শিক্ষাব্রত উদ্যাপন করিবার জন্য তিনি কত কাল ধরিয়া অটল যত্ন করিয়াছিলেন। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো ও আরিষ্টটলের গ্রন্থাদি পাঠে, কয়েক বৎসর অন্যান্য কাজ প্রায় বিসর্জ্জন করিয়া, শেষে তাঁহাদের শাস্ত্র সকল এমনি শিখিলেন যে তন্মধ্যস্থ অত্যন্ত কঠিন ও কূট ভাগ সকলও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। কেবল যে আরিষ্টটলের ন্যায়াদি শাস্ত্রে ও প্লেটোর দর্শনে তাঁহার খুব জ্ঞান জন্মিয়াছিল এমত নহে। আরো অন্যান্য যে সকল দার্শনিকের মতামত সেকালে প্রচলিত ছিল, সে সকলই তিনি ক্রমে ক্রমে অবগত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সুকুমার-বিদ্যায়* বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। বলিতে কি তাঁ-

* বামাবোধিনীর ২৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

* সাহিত্য আদিকে সুকুমার বিদ্যা কহে। সাহিত্য বা, বো, ৯৩ পৃ, দেখ।

হাকে সকল গুণে ভূষিতা করিবার জন্য বিধাতা যেন ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

আগে বলিয়া আসিয়াছি আলেকজেন্ড্রিয়াতে পূর্ব্বকালে বিদ্যার বড় চর্চ্চা ছিল। সেই সময়েই হাইপেসিয়ার পিতা বিখ্যাত হন। তখন আলেক্‌জেন্ড্রিয়াতে ভারি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হইত। দর্শন শাস্ত্র শিখাইবার জন্য বড় বড় বিদ্যালয়ও ছিল। থিয়ন একটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে হাইপেসিয়ার উপরই সেই গুরুতর কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইল। একি কম স্পর্দ্ধার কথা যে একজন স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইলেন? একি সামান্য গৌরবের কথা যে তিনি আবার দর্শন শাস্ত্রের আচার্য্যা হইলেন? ইহা আরো কত শ্লাঘার কথা যে তিনি একটি মণ্ডলীর সমস্ত পুরুষ জাতীর শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। সুধু এই কর্ম্মটি পাওয়াতেই তাঁহার সকল গৌরব পূর্ণ হইয়াছিল। এই কর্ম্মে তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইবার পন্থা হইল। তাঁহাকে এই কর্ম্ম দেওয়াতে লোকের যথার্থ ন্যায় বিবেচনা, বিদ্যার প্রতি আদর, শিখিবার ইচ্ছা ও নিরভিমান এক কালীন সকলই প্রকাশ পাইয়াছিল। আরও হাইপেসিয়াতে যে সকল মহৎ গুণ আছে,—যে সকল গুণের জন্য তাঁহার যশ এক কালে ভুবনময় প্রচার হইবে,-সেই সমস্ত গুণ তাঁহারা যে আগে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বিবেচনা হেতু তাঁহাদিগকে খুব প্রশংসা করা যায়। এই উচ্চ পদে অভিষিক্তা হইয়া তিনি যে কত বড় মেয়ে মানুষ, এই সময় হইতেই, তাহা সমস্ত জগতে প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মর্ম্ম সুন্দর রূপে বুঝিয়াছিলেন, সুকুমার বিদ্যায় পণ্ডিতা এবং বক্তৃতা শক্তিতে নিপুণা ছিলেন, এইবারে সকলে তাহা জানিতে পারিল। যে পদে একসময়ে এমোনিয়স্ ও হায়েরোক্লিশ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতেরা বসিয়া গিয়াছেন, তিনি যে সেই পদের যোগ্যা তাহাও এই বারে প্রকাশ হইল।

হাইপেসিয়ার সময় আলেকজেন্ড্রিয়াতে যে রূপ বিদ্বান্ লোকের একত্র সমাগম হয়, এমন আর কখন হয় নাই। ঐ নগরে বিদ্যার বড় চর্চ্চা হইত বলিয়া সেখানকার লোকদের মধ্যে অনেকেই ভারি বিদ্বান্ ছিলেন। আবার বিদ্যার সমধিক অনুশীলন জন্য অন্য অন্য দেশ থেকেও পণ্ডিতেরা এখানে বেশী জানিতে শুনিতে আসিতেন। ইহার উপর এই সময়ে আর একটী খাতের লোকেরাও এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যেও অনেকে বিদ্বান্ ছিলেন। ইঁহারা আলেকজেন্ড্রিয়ার রাজার স্বদেশীয়, অর্থাৎ রোম দেশীয় লোক। ইঁহা-

দের মধ্যে কতকগুলি রাজ্য শাসন করিতে, আর কতকগুলি—যে জন্য আমাদের দেশে মহোদয় ডফ সাহেব আসিয়াছেন সেই জন্য, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই রূপ নানা দেশের নানা জাতীয় পণ্ডিতগণ তখন সেই নগরে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন।

হাইপেসিয়া যখন দর্শন শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ক্রমে পৃথিবীর চারি কোণ থেকে লোক প্রবাহ আসিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মীতা (বক্তৃতা শক্তি) ও পাণ্ডিত্যের যশ এমনি সুপ্রচার হইতে লাগিল যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, ইউরোপ ও আসিয়া থেকে যত বিদ্বানেরা এবং ভদ্র লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়াতে আসিতে লাগিলেন। একজন স্ত্রীলোকে যে অসামান্য বিদ্যবতী হইবেন তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, যে, সেই স্ত্রীরত্নের চারিধারে একেবারে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার হাজার হাজার যুবকগণ একত্রিত হইয়া, তাঁহার মুখ থেকে গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। না হইবেন কেন? মানুষের মনে যত বিদ্যাধরে, সেই বিদ্যার সঙ্গে যদি মনোহর বাগ্মীতা থাকে, তবে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়। বক্তৃতা শক্তিটি যেন মেয়ে মানুষের স্বাভাবিক গুণ বোধ হয়। আবার সেই শক্তিটি যখন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের সহিত মিশে, তখন তাহাকে একটি মায়াবিনী বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। হাইপেসিয়ার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল, ও তেমনি রূপ ছিল। তাঁহার মধুমাখা কথা, ও জ্ঞান পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া, কি সামান্য, কি পণ্ডিত, সকলেই বিস্তর ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

হাইপেসিয়ার সুরূপের কথা উল্লেখ করিতাম না, যদি না তার সঙ্গে তিনি সচ্চরিত্রা হইতেন। যদিও আলেকজান্দ্রিয়ার ভিতর তাঁহার মত সুন্দরী ও লাবণ্যবতী আর কেহই ছিল না, যদিও, যে নগরে পৃথিবীর সকল সদ্বিদ্বানেরা আসিয়া মিলিত হইত, সেখানেও জ্ঞানে তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হইত না—যদিও তাঁহার এত গুণ ছিল, তবুও একটি দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারিণী বলিতে পারিত না। বাস্তবিক তিনি সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে লজ্জাশীলা ও নম্রা ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। এমন কি যে নগরীতে হাজার লোক হাজার প্রকার ছিল, যে নগরীতে দুইটি প্রবল দলের (দেশের লোক ও খৃষ্টানগণের) দলা-দলী চলিতেছিল, যে নগরীতে পৃথিবীর ভাল মন্দ সকল লোক আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, সেখানেও দ্বেষ হিংসা

কখন একদিনের জন্য তাঁহার সচ্চরিত্রের উপর সন্দেহও করিতে পারে নাই। খৃষ্টানেরা এবং অন্যান্য ধর্ম্মীয় লোকেরাও তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া সকলেই এক কথা কহিয়াছেন। হাইপেসিয়া যত পুরুষ সংসর্গে থাকিতেন, তাঁহাকে যেমন সকল লোকেই আদর, স্নেহ, ও সম্মান করিত, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন কামিনীই তত বেড়ায় নাই ও তত পূজনীয়া হয় নাই, কিন্তু এরূপ হইয়া তাঁহার মত কোন স্ত্রীর চরিত্র এত নির্দ্দোষ দেখা যায় না। তিনি সকলের সঙ্গেই মিশিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে সামান্য স্ত্রীলোকের চেয়ে আর এক দরের লোক বিবেচনা করিত, তাঁহাকে একটি ভিন্ন চক্ষে দেখিত,—তাঁহাকে এক অসাধারণ স্ত্রীরত্ন বলিয়া স্বীকার করিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা ইহাঁর জীবনচরিত ও সুখ দুঃখের কথা লিখিতে গিয়া সকলেই এমনি সাধুবাদ করিয়াছেন যে তাহা পড়িয়া তিনি যে কোন্ ধর্ম্মের লোক ছিলেন তাহা ঠিক করা ভারি গোলমাল ঠ্যাকে। আজিও এবিষয় অস্থির থাকিত যদি না চরিতাখ্যায়কেরা (জীবন চরিত লেখকেরা) বলিয়া যাইতেন তিনি খৃষ্টান ছিলেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

কৃতজ্ঞতা।

যিনি কাহারও উপকার করেন তাঁহাকে উপকারী কহে; এবং যিনি উপকার প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে উপকৃত ব্যক্তি কহে। উপকারীর প্রতি উপকৃত ব্যক্তির যে সদ্ভাব, তাহাই কৃতজ্ঞতা। সাধু লোক কিছু মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলেই আপনাকে উপকারীর প্রতি চিরবাধিত মনে করেন, এবং সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহার ভাল হয়। তিনি সুযোগ পাইলেই উপকারীর প্রতি উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। এই রূপ উপকারীর প্রতি উপকার করাকে প্রত্যুপকার কহে।

প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক প্রধান চিহ্ন। মাতা যে রূপ স্বয়ং সন্তানের কোন সুখ সাধন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন, কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ও তদ্রূপ নিজে প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সাতিশয় সুখী হয়েন। কিন্তু মাতৃ স্নেহ যে রূপ যে কোন প্রকারেই হউক সন্তানকে সুখী দেখিলেই চরিতার্থ হয়, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপকারীর ভাল হওয়া দেখিলে কৃতজ্ঞতা সে রূপ চরিতার্থ হয় না। এ জন্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সুযোগ দেখেন কি সে প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হন। অতএব যদি কৃতজ্ঞ হইতে চাহ

সতত প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক মাত্র কার্য্য—প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে কৃতজ্ঞ হওয়া হয় না। এমন অনেক স্থল আছে যে-খানে হাজার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুপকার করা যায় না; এবং অনেক লোক আছে যাহাদের উপকার করা নিতান্ত দুষ্কর। সচরাচর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না, এবং দরিদ্র লোকদিগের প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা অনেক স্থলে থাকে না। তবে কি নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের প্রতি, দরিদ্র ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারে না? না প্রজা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না? কখনই নহে। উপকারী ব্যক্তিকে মান্য করা, তাঁহার কথার বশ হওয়া এবং যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কৃতজ্ঞতার কার্য্য। ঈশ্বর তোমার অশেষ উপকারী সুতরাং অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তাঁহার কোন অভাব নাই যে তুমি পূরণ করিয়া প্রত্যুপকার কর, তবে কি তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার না? তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, তাঁহাকে সর্ব্ব সুখ দাতা বলিয়া বিনীত ভাবে নমস্কার করাই কৃতজ্ঞতার কার্য্য।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে কহে ও ইহার কার্য্য কি তাহা শুনিলে। কিন্তু ইহা শুদ্ধ শুনিবার কথা নয়, ইহা ভাবে পরিণত করিতে হয়। যে রূপ উপদেশ পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি পশু তুল্য; মনুষ্য মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনই অকৃতজ্ঞ হইও না। যিনি তোমার কিছু মাত্র উপকার করিবেন তুমি তাঁহার ভাল করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে, এবং তাঁহাকে মান্য করিবে। একটুকু উপকার পাইলেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, কারণ উপকার যত অল্প হউক না কেন উপকারী সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতার পাত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে ভাল বাসিয়া, তোমার ভাল চেষ্টা করিয়া যৎ কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাঁহাকে তুমি পরম বন্ধু বলিয়া মান্য করিবে; তাহার প্রতি বাধিত থাকিবে। যাহাতে উপকারী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকেন এমন কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে। উপকার পাইবা মাত্র 'নমস্কার' বা অন্য কোন বাক্য বা ভাব ভঙ্গি দ্বারা আপনাকে বাধিত জানাইবে।

কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সততই উপকার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়; যথা পিতা মাতা, গুরু ও ঈশ্বর।

তুমি জন্মাবধি যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, নিদ্রার সময় শয্যা ও

ইচ্ছানুযায়িক বস্ত্রালঙ্কার পাইয়াছ, যাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার ভাল চেষ্টা করিতেছেন, এমন যে পিতা মাতা তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিবে। রোগের সময় কে তোমাকে ঔষধ দিয়া তাহার শান্তি করিয়াছেন? নিতান্ত শিশুকালে, সেই অসহায় অবস্থাতে, কে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? পিতা মাতা। এমন পিতা মাতার সহিত বিবাদ করা, তাঁহাদিগকে ভাল না বাসা, তাঁহাদের ভাল করিতে চেষ্টা না করা, ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। এখন যদি তাঁহারা তোমার সহস্র দোষ করেন, তথাপি তুমি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইও না। শত বৎসরেও পিতামাতার ধার শোধা যায় না। কাহার যত্নে তুমি পৃথিবীতে রহিয়াছ, নানা সুখপ্রদ এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ, বন্ধু বান্ধব ভাই ভগ্নি স্বামী ও ঐশ্বর্য্য তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছ? পিতা মাতা শৈশব কালে তাদৃশ যত্ন না করিলে তুমি কোন সুখেরই অধিকারিনী হইতে পারিতে না। অতএব তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহাদিগকে কখনই কটু কথা কহিবে না ও তাঁহাদের প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করিবে না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে। যাহাতে তাঁহাদের ভাল হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখী হন এরূপ কার্য্য করিবে। তাঁহাদের তাবৎ অভাব মোচন করিবে; এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে।

যেমন শরীর রক্ষাকারী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তেমনি আবার যিনি মনকে ভাল করেন তাঁহাকেও মান্য করিবে। যিনি তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দেন, যিনি ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। পিতামাতা তোমার শরীরের ভাল করেন, যাহাতে তুমি এই সংসারে সুখী থাক এমন করেন। গুরু তোমার মনের ভাল করেন, যাহাতে তুমি জ্ঞানবতী হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে পার ও তাঁহাকে জানিয়া ইহকাল ও পরকাল সুখী থাক। উভয়ই অশেষ উপকারী। অতএব গুরুকে ভক্তি করিবে; তাঁহার কথার বশ থাকিবে, তাঁহার উপকার করিতে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নশীলা থাকিবে। পিতা মাতা ও গুরু উভয়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র। সচরাচর পিতা মাতা বালকদিগের গুরু হয়েন। জ্ঞানী পিতা মাতা সন্তানের শরীর, মন, ঐহিক, পারত্রিক উভয়েরই প্রতি সমান যত্ন লন। এরূপ পিতা মাতা অশেষ ভক্তি ভাজন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরমেশ্বরের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহার প্রসাদেই শরীর, মন, জীবন ও তাবৎ সুখ প্রাপ্ত হই-

য়াছ। তিনিই পিতা মাতার মনে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারই নিয়মানুসারে পিতা মাতা এরূপ আশ্চর্য্য যত্নের সহিত সন্তানকে লালন পালন করিতেছেন। তিনি যদি মাতার মনে স্নেহ না দিতেন মাতা কখনই তোমাকে তাদৃশ যত্নে লালন পালন করিতেননা। দেখ, পরমেশ্বর লোকের হিতের জন্য সর্পকে অপত্য স্নেহ দেন নাই, সুতরাং প্রসব করিয়াই সর্পমাতা স্বীয় সন্তানগণকে ভক্ষণ করে। তদ্রূপ যদি তিনি পিতাকে স্নেহ না দিতেন পিতাও তোমাকে এরূপ যত্নে রক্ষা করিতেন না। দেখ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বীয় শাবক দিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি যদি একবার তোমাকে ভুলেন তুমি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাও। কে গুরুর দ্বারা তোমাকে জ্ঞানবতী করিতেছেন? গুরুর সাধ্য কি তোমাকে উপদেশ দেন যদি পরমেশ্বর তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা এবং সাধু ইচ্ছা না দিতেন। ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, গুরু তাঁহার উপলক্ষ্য, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস মাত্র। তিনি পিতা মাতার পিতা মাতা, গুরুর গুরু। যদি পিতা মাতার কথা অবহেলা করা পাপ, তবে পরমপিতার অবাধ্য হওয়া কি ভয়ানক পাপ। যদি গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তবে পরম গুরুকে ভক্তি করা কত অধিক উচিত। পরমেশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করিবে। আগে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে তবে পিতা মাতা ও গুরুর আজ্ঞা শুনিবে। তিনি নিষেধ করিলে কোন কাজই করিবে না; তিনি আজ্ঞা করিলে বাপমার কথায় তাহা কদাপি অন্যথা করিবে না। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া হইল।

তুমি যখন নিদ্রা যাও ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেন, তোমার শরীর ও মনকে সুস্থ করেন। অতএব প্রাতঃকালে উঠিয়াই অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। নূতন দিবসের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন বল পাইলে; অদ্যাবধি জীবন ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার নব দিবসের সুখ ভোগ করিতে চলিলে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। আবার সমস্ত দিনে তুমি যত সুখ পাইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম;—সমস্ত দিনে যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য প্রতি সন্ধ্যাকালে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিবে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

বর্ণ সংযোগ।

১৬। স্বরবর্ণ স্বরবর্ণে যোগ হয় না। যথা, ই-আ, ক্ল-ও ইহাদের পরিবর্ত্তে ইা, ক্লো কখন হয় না। (১৭)

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ যোগে সংযুক্ত বর্ণ হয় না। যথা কাল, দেষ, সিংহ, দুঃখ ইত্যাদিকে অসংযুক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট শব্দ কহে।

ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত না থাকিলে 'হসন্ত' বর্ণ কহে; যথা বাক্ এস্থলে ক 'হসন্ত'। (্) এই চিহ্ন কোন ব্যঞ্জন বর্ণের নিম্নে থাকিলে তাহাকে হসন্ত বর্ণ কহে। (১৮)

১৭। যদি দুই বা বহু ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একটিও স্বরবর্ণ ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে তাহারা মিলিয়া একটি সংযুক্ত বর্ণ হয়। যথা ক্-ব্-অ ক্ব, ক-ত-অ ক্ত।

১৮। য, র, ল, ব, ও ণ, ন, ম কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পরে যুক্ত হইলে 'ফলা' নাম প্রাপ্ত হয়। (১৯) রকার ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে যোগ হইলে রেফ কহা যায়। রকার রকারে যোগ হয় না। (২০)

বর্ণের সংযোগে বর্ণের রূপ ভেদ।

১৯। কোন ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক্রমে া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ে, ৈ, ো, ৌ এই রূপ রূপান্তর হইয়া যায়; যথা কা, কি, কী, কু, কূ, কৃ, কৄ, কে, কৈ, কো, কৌ নিয়মাতিরিক্ত—গ-উ গু, শ-উ শু, র-উ রু, র-ঊ রূ, হ-উ হু, হ-ঋ হৃ। অকার যোগ হইলে অকারে কোন চিহ্ন থাকে না কেবল ব্যঞ্জন বর্ণের হসন্ত চিহ্ন উঠিয়া যায়। যথা ক্-অ ক। ত হসন্ত হইলে (ৎ) 'খণ্ডত' এই রূপান্তর হয়।

২০। য, র, ল, ব, ণ, ন, ম ফলা হইলে এবং রকার রেফ হইলে ক্রমে এই এই রূপান্তর হয়, ্য, ্র, ্ল, ্ব, ্ণ, ্ন, ্ম, র্ যথা ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ণ, ক্ন, ক্ম, র্ক।

সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে হইলে সচরাচর বর্ণ গুলি উপর নীচে লিখিতে হয়, যথা স্ত। কখন কখন বর্ণ গুলি পাশাপাশি লিখিয়া শেষ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে হসন্ত দেওয়া যায়; যথা সর্ ব। (২১) কোন কোন স্থলে তাহাদের রূপ ভেদ হয়, যথা

ক্-র ক্র	ত্-র ত্র	ন্-ত্-উ ন্তু
ক-ত ক্ত	ত-র-উ ত্রু(২২)	স-ত-উ স্তু
ক-ষ ক্ষ	ত-র-ঊ ত্রূ	ন্-থ ন্থ
ঙ্-ক ঙ্ক	ত-ত ত্ত	স্-থ স্থ
ঙ্-গ ঙ্গ	ত-থ ত্থ	ভ-র ভ্র
জ-ঞ জ্ঞ	গ-ধ গ্ধ	হ-ণ হ্ণ
ঞ-চ ঞ্চ	দ-ধ দ্ধ	হ-ন হ্ন
ট-ট ট্ট	ন-ধ ন্ধ	হ-ম হ্ম
ণ-ড ণ্ড		

বর্ণ সংযোগে বর্ণের উচ্চারণ ভেদ।

২২। রেফ অথবা ফলা যোগ হইলে ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা তর্ক-তর্ক্ক, রুগ্ম-রুগ্গম।

---

(১৭) স্বরবর্ণ স্বরবর্ণে যোগ হইলে উভয়ে মিলিয়া সন্ধি হইয়া যায়। যথা ই-আ-যা, ক্ল-ও-ক্লো (স্বরসন্ধি দেখ)।

(১৮) সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণের নাম হস, এই নিমিত্ত ব্যঞ্জন বর্ণ অন্তে থাকিলে হসন্ত কহে।

(১৯) ঋ যোগকেও ফলা কহে। রকারে ঋ যোগ হয় না, হইলে রেফ হয় যথা রৃ না হইয়া ঋ্ হয়।

(২০) রকার রকারে যোগ হইলে একটি রকারের লোপ হয় (বিসর্গ সন্ধি দেখ)।

(২১) পূর্ব্ব বর্ণের দক্ষিণে, এবং পর বর্ণের বামে সরল রেখা, থাকিলে দুয়ে মিলিয়া একটি রেখা হয়। যথা শ-চ শ্চ; ন্-দ ন্দ

(২২) এই রূপ ত্র, ভ্র ইত্যাদিতে উ বা ঊ যোগ হইলে ত্রু, ভ্রু ইত্যাদি হয়।

২৩। ফলা হইলে য র ও ম কার ক্রমে 'ইয়' ' উয়' এবং অঁ এই রূপ উচ্চারিত হয়। যথা বাক্য বাকিক্য় পক্ব পককুয় পদ্ম পদ্দঁ।

নিয়মাতিরিক্ত—উদ্যোগ উদ্‌দ্যোগ, উদ্বেগ উদ্‌বেগ, উদ্বিগ্ন, (২৩) কাশ্মীর কাশ মীর ইত্যাদি।

কিন্তু সচরাচর য ও ব-কার অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা বাক্য বাকক পক্ব পকক এবং অনুনাসিকের সহিত যোগ হইলে ম-কারের উচ্চারণ ভেদ হয় না। যথা বাঙ্ময়, মৃণ্ময়, তন্মাত্র, সন্মান ইত্যাদি।

২৪। সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ প্রায় তাহার অন্তর্গত অসংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কখন কখন উচ্চারণের প্রভেদ হয়, যথা

ক্ষ (কষ) কস এই রূপ উচ্চারিত হয়।
জ্ঞ (জ-ঞ) গঁয় " " "
ষ্ণ (ষ-ণ) ষ্ট } (২৪) " "
স্ন (স-না) স্তঁয় } " "
হ্য (হ-য) হ্য } " "
হ্ন (হ-ন) ন্হ } (২৫) " "
হ্ম (হ-ম) মহ } " "

—০—

নীতি মালা।

কখন অসৎ পথে যেয়োনা যেয়োনা,
ক্রোধ দৃষ্টে কারো দিকে চেয়োনা২;
কদাচ কাহার দোষ গেয়োনা গেয়োনা,
পরসুখে মনো দুঃখ পেয়োনা পেয়োনা।
যৌবন রূপের গর্ব্ব করোনা করোনা
কপটের বেশ কভু ধরোনা ধরোনা;
কদাচ পরের ধন হরোনা হরোনা,
কুচিন্তারবিষে কভু জরোনা জরোনা।
প্রাণ গণে কটু ভাষা বলোনা বলোনা,
মিথ্যা বলি কভু কারে ছলোনা ছলোনা;
অসতের প্রলোভনে গলোনা গলোনা,
পরমাত্মা হতে কভু টলোনা টলোনা।

(২৩) 'সর্ব্ব' 'প্রতিবিম্ব' ইত্যাদিও নিয়মাতিরিক্ত।
(বামাবোধিনী ৩৩ পৃষ্ঠায় উচ্চারণ ভেদ দেখ)।

(২৪) এই রূপ উচ্চারণ চলিত বটে। কিন্তু ষ-ণস-ন, বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

(২৫) হ-কার ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে যোগ হইলে প্রায় পরে উচ্চারিত হয় যথা আহ্লাদ-আল হাদ।

বিজ্ঞাপন।

আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষ মহাত্মা ই, বি, কাউয়েল সাহেব বামাবোধিনী পত্রিকার উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য ইহার প্রতি সংখ্যা প্রাপ্ত হইলে এক এক মুদ্রা প্রদান করিয়া থাকেন।

বামাবোধিনীর গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, যাঁহাদের নিকট পত্রিকার মূল্য অনাদায় আছে, তাঁহারা শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

—০—

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী (কুড়িরজপুর)
৩ খানার ৮০
মেং রবিনসন্ (বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট)
১২ খানার ৬০
শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত (বরিশাল)
১৩ খানার ২
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন (কলিকাতা)
৪ খানার ।০
শ্রীজগবন্ধু সেনগুপ্ত ঐ ৭খানার ।৶০
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ঐ ৪খানার ।০
শ্রীচন্দ্রমোহন মিত্র (মেদিনীপুর)
১৪খানার ৬৶০
শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় (বাকেরগঞ্জ)
১৪খানার ১।০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

ছিল নিশা ঘোর, এবে হইল প্রভাত,
চারি দিকে আনন্দের, বহিছে সুবাত;
নিদ্রাভঙ্গ বামাগণ, খুলিয়া নয়ন,
জ্ঞান রথে ধর্ম্ম পথে, কর বিচরণ।

৬ সংখ্যা { মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা

মেয়ে ছেলে এত অনাদরের কেন?

(সরলা ও অবলার কথোপকথন)

সরলা। কেমন ভাই*! তোমাদের বৌএর কি ছেলে হলো?

অবলা। আর দিদি! যেমন পোড়া কপাল! এত করে দশমাস ধরে বোঝা বইলেক—ঘটা করে সাধ খেলেক—শেষে একটা মাটীর ডেলা বিউলো!

স। মাটীর ডেলা কি গা? মানুষের পেটে জন্মেছে, সে কি?

অ। আর তা বই কি! মেয়েছেলে আর একডেলা মাটী সমান। লোকে কথায় বলে "মেয়েছেলে মাটীর ডেলা টপ্ করে নে জলে ফেলা"।

স। ভাল, মেয়েছেলের উপর তোমাদের এত রাগ কেন? ঘৃণা কেন? পরমেশ্বর কি তাদের সৃষ্টি করেন নাই? একটা গরু গাধাকে লোকে কত যত্ন করে; আর মেয়েত মানুষ, সে কি বেশী আদরের নয়?

অ। বল দেখি, মেয়েছেলে কোন্ কর্ম্মে লাগে? তারা কি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে বাপ মার মুখ উজ্জ্বল করে? না রোজকার করে সংসারের কোন উপকার করে? তাঁদের মুখে ছাই। হয়ত নষ্ট হয়ে কুলে কালী দেয়, নয়ত রাঁড় হয়ে বাপ, মা বা শশুর

* ভাই অর্থে যদিও পুরুষ বুঝায় কিন্তু এদেশের সমবয়স্ক স্ত্রীলোকেরাও পরস্পরকে সচরাচর এই শব্দে সম্বোধন করে।

কুলের গলার দড়ী হয়। তাদের না হওয়াই ভাল।

স। তুমি ভারি অন্যায় বল্‌তেছ। মেয়েদের কি কোন গুণ নাই? আর তাদের দোষ সকল কি যাবার নয়?

অ। মলো, মেয়েদের আবার গুণ কি? পরের নিন্দা গ্লানি কর্‌তে আর খুব্‌ ঝকড়া কোঁদল কর্‌তে পারে।

স। তুমি বিবেচনা করে দেখ, মেয়ে মানুষ না থাকলে কি সংসার থাক্‌তো? মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী। যে বাড়ীতে মেয়ে নাই সে বাড়ী শ্মশান। আর মেয়েছেলে না হলে কোথা হতে বেটাছেলে সব হতো? ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম চল্‌তো? আমাদের পুরুষেরাত কর্ম্মের বাঘ। সে দিন আমার বাপ, আমার ভায়ের বিয়েতে দুদিনের জন্য আমার শ্বশুর বাড়ীর সব মেয়েদের নে গিয়াছিলেন, এসে দেখি শ্বশুর মহাশয় বড়ঠাকুর মহাশয় ও ঠাকুরপো তিন জনেই হাত পুড়য়ে বসে আছেন, শুনলাম ভাত রাঁধ্‌তে এই হয়েছে। আর ঘর বাড়ীও জঞ্জালময়—কোন সামগ্রী পত্রের বন্দেজ নাই, সব যেন ছড়য়ে রয়েছে।

অ। এর বেলা মেয়েদের সাবাস দেওয়া যায় বটে এ তাদের গুণ তাও আমি বলি, কিন্তু কই বেটাছেলে হতে যেমন মা বাপের মুখ উজ্জ্বল হয় এদের হতে কি তা হয়!

স। না হবে কেন? সে বাপ মায়েরই দোষ। মূর্খ ও দুষ্ট ছেলে হতে কোন্‌ বাপমার নাম বাহির হয়? ছেলেকে লেখাপড়া শিখালে তবে হয়। তা মেয়েকে মূর্খ ও দুষ্ট করে রাখ্‌লে তায় আর কি হবে? তারা কি গাছ থেকে পড়ে ভাল হবে? তুমি যে, মেয়েরা পরনিন্দা আর ঝকড়া কোঁদল করে, বলে দোষ দিলে, সেও এই জন্যে হয়। মনটা ভাল বিষয় না পেলে কাজে কাজেই মন্দের দিকে যায়। কেউ কি মেয়েছেলেকে যত্ন করে বিদ্যা শিক্ষা দেছেন? কেউ কি ভাল রীতি নীতি শিখয়ে তাদের স্বভাব ভাল কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছেন? আর তাতে মেয়ে ভাল হয়ে কি বাপ মার সুখ্যাতি হয় নাই? লীলাবতীর নামে তাঁর বাপের নাম আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ইংরেজদের দেশে হারিয়েট মার্টিনো এবং আরও কত কত মেয়ে বাপ মার নাম রেখেছে। আর আমাদের মধ্যেই দেখ না, ও পাড়ার বামুনদের বড়বৌ কেমন লেখাপড়া শিখে বই লিখিয়েছে, কত পুরুষ তা দেখে ধন্য ধন্য কর্‌চে, বেটাছেলে এর বেশী আর কি করে? আর আমরা এত পুরুষদের মুখ চেয়েই বা থাকব কেন? ভাল চরিত্র হলে মেয়ে মহলে কি আমাদের সুখ্যাতি হয় না? ঘোষেদের মেয়েটি সেই বৌ বেলা হতে কেমন সৎ—কর্ম্মে কেমন তার যশধ্বনি!

ছেলে পুলের মা হতে গেল তবু তার মুখে তুমি ছাড়া তুই বাক্যটি নাই! সকলেরে ভাল কথা বলে, কেউ একটু দুঃখ জানালে যে করে-পারে, তার উপকার করে। পরিবার, পাড়াপড়্সী সকলেই তার উপর সন্তুষ্ট—বলে, ভাল মানুষের মেয়ে বটে।

অ। এত আমরা দেখে থাকি গুণ থাক্‌লে কেনা প্রশংসা করে? কে না বলে এটি সদ্‌জেতের মেয়ে বটে? আর মন্দ হলে লোকে বলে 'এ কখন ভাল মানুষের ঘরে জন্মে নাই এ হাড়ী বাগ্দীর মেয়ে।' আমার এ ঠিক্ বোধ হয় বটে যে বাপ মা যদি মেয়ে ছেলেকে লেখা পড়া ও ভাল আচরণ শেখান তায় তাঁদের বড় সুখ্যাতি হয়।

স। আমরা একটা বড় ভুল্‌ছি যে বাপ মা যেন কেবল আপনার সুখ্যাতির লোভে মেয়েছেলেকে ভাল কর্‌বেন। কিন্তু তা কেন? বোধ কর যদি বাপমার নাম না বাহির হয়, আর মেয়েটি বেশ গুণবতী ও সৎ হয়, তাও কি উচিত নয়?

অ। বাপ মা যদি ভাল হন তা হলে তাঁরা কি আর আপনার নাম খুঁজে বেড়ান! মেয়েটি ভাল হলেই যথেষ্ট মনে করেন।

স। আমি তোমার আর সব কথায়ও জবাব দিব। তুমি বল্লে মেয়েছেলে কোন্ কর্ম্মে লাগে? এরা কি রোজকার করে ঘর সংসারের উপকার কর্‌তে পারে? কিন্তু যদি বিবেচনা কর ত মেয়েরা রোজকারের বাড়া করে। পুরুষেরা হয়ত টাকা এনে রাজা হয়ে বসেন! কিন্তু ঘর সংসারের এত খোঁজ খবর নেয় কে? রাঁধা-বাড়া সব জিনিষ-পত্র বন্দেজমত রাখা, কুলান অকুলান দেখা, যেখানে দশ গুণ লাগে এক গুণদিয়া কাজ সারা এই রূপ সংসারের কি কম কাজ মেয়েরা করে? তার কি কিছু উপকার নাই? আর মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে হিসাব পত্র রাখ্‌তে পারে আরও ভাল রূপে সংসার চালাবার উপায় কর্‌তে পারে। পুরুষদের টাকা রোজকার কর্‌তেই কি যত পরিশ্রম, আর এই সকল তত্ত্বাবধারণ, আর অনবরত গতরের খাটুনিতে কি শ্রম নাই সে কি মিছা কাজে যায়?

আর বল যদি, মেয়েরা রোজকারও কর্‌তে পারে। যদি তাদের লেখাপড়া ও শিল্প কর্ম্ম শেখান হয় কত বই লিখিতে পারে, জরী পশম ও সুতার কাজ করে কত জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে; তায় কি টাকা হয় না? পুরুষেরা কেন এতে তাদের উৎসাহ দেন না?

আর মেয়েদের দিয়ে যে প্রধান উপকার হয় তারও কথা বলি। মেয়েদের যদি লেখাপড়া শেখান হয় বাড়ীর মধ্যে সব ভ্রম ও অসদাচার যায়, পরিবারের সকলে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন, আর সন্তান গুলির শরীর রক্ষা,

বিদ্যা শিক্ষা এবং চরিত্র ভাল করা, কেমন সহজে হয়। মার কাছ্ থেকে ছেলে যা শেখে তা কি আর শীঘ্র ভুল্‌তে পারে?

অ। তুমি একথা গুলি বল্‌ছো ভাল বটে কিন্তু মেয়েদের দিয়া আর কত গুলা আপদ্ হয়। একটা মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয় তার তিনকুলে কলঙ্ক হয়—মুখ দেখাবার কি আর যো থাকে?

স। কোথায় একটা মেয়ে যদি খারাপ হয় তাইতে কি সব মেয়ের উপর দোষ? আর এ কোন্ উল্‌টা বিচার, যদি কোন পুরুষের চরিত্র খারাপ হয় তাতেও কি সেই রকম কলঙ্ক হতে পারে না? আমাদের দেশে পুরুষেরা হাজার পাপ করুন, মদ্ খান, যেথায় সেথায় বেড়ান, যা ইচ্ছা তাই করুন, তাতে লোকে তত দোষ দেয় না বটে, কিন্তু ভাল লোকে পুরুষের কি স্ত্রীলোকের মন্দ চরিত্র দেখিলে উভয়কেই সমান দোষী ও অখ্যাতির পাত্র বল্‌বেন। পুরুষেরা মন্দ হলে ভাল উপদেশ দিয়া সকলে শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু মেয়েদের ছর ছার মধ্যেই ফেলিয়া দেন। পুরুষেরা কত শিখেই মন্দ হন তা মেয়েরাত কোন জ্ঞান কি ধর্ম্মের কথা ভাল করে শুনতে পায় না এতে তাদের যে দোষ হবে আশ্চর্য্য কি? তারা কি একেবারেই মন্দ হয়ে যায়, তাদের শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করিলে কি ভাল করা যায় না? আমার বোধ হয় যারা কুলের বাহিরও হয়ে যায়, যদি কোন দয়াল্ ব্যক্তি চেষ্টা করেন, তাহাদিগকেও ভাল করিয়া তুলিতে পারেন। এতে কি সৎকর্ম্ম হয় না? আর আমি বলিতে পারি যে, যে পরিবারে স্ত্রীলোক খারাপ হয় তা প্রায় সেই পরিবারের দোষেই হয়। হয়ত কাহারও স্বামী মন্দ চরিত্র বা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া রাখেন; হয়ত তাহার নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হয়। যা হউক এটি জেনো যে, মন্দ হলেও মেয়েকে ভাল করা যায়।

অ। এ হলে পুরুষে আর মেয়েতে আর কি তফাৎ থাকে? আমিও বলি যে যারা খারাপ হয়ে গেছে তাদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা করার চেয়ে সৎকর্ম্ম আর নাই। কত জীবকে নরক হতে স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়ে মানুষের হতে আর একটি বড় জ্বালা হয়, তারা বিধবা হয়ে যে অন্যের গলার দড়ী হয়ে পড়ে সেটি কে ছাড়ায়?

স। আমাদের দেশের স্বামীরা যদি স্ত্রীদের জন্য সংস্থান করে যান, তা হলে বিধবা হলেও তাদের আর তত কষ্ট হয় না। আর দেখ আমরা বরাবর দেখ্‌তে পাই পুরুষ ও মেয়ে একই রকম। লেখাপড়া শেখালে উভয়েরই জ্ঞান হতে পারে—সৎ রীতি নীতি শেখালে উভয়েই ভাল হতে পারে—পুরুষেরা এক রকমে রো-

অঙ্গীকার করে সংসারের উপকার করেন—স্ত্রীলোকেরা আর অন্য রকমে করে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে—উভয়েরই চরিত্র মন্দ হতে পারে আবার চেষ্টা করলে উভয়েই ফিরে ভাল হতে পারে। এখন, মেয়ে মানুষদের যে রূপ স্বামী মরিলে তারা বিধবা হয়, পুরুষদের স্ত্রী মরেগেলে তাঁরা স্ত্রী-হীন হন। ভাল, এখানে পুরুষে যেরূপ ব্যবহার করে, স্ত্রীরাও সেইরূপ করিলে দোষ কি? পুরুষদের দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করা আর স্ত্রীলোকদের দ্বিতীয়বার স্বামী-গ্রহণ করা একই কথা। যদি কষ্টের কথাবল, তাহলে বিধবাদের বিবাহ হলে তাদের নিজের, কি পিতৃ মাতৃ ও শ্বশুর কুলের কি অনেক কষ্টের অবসান হয় না! আর তাহলে তাদের পরের গলার দড়ী হয়ে থাকতে হয় না। আর তুমি কি জান না যে শাস্ত্রে এটির বিধি আছে? তবে শাস্ত্র ছেড়ে ভণ্ডামী কেন? কেন স্ত্রী লোকদের এত কষ্ট?

অ। এ হলে স্ত্রীলোকদের ভাগ্য অনেক ভাল হতে পারে। কিন্তু তুমি কি বল, সব বিধবাকেই ফের বিবাহ কর্তে হবে?

স। আমি তা বলি না। স্ত্রী বিয়োগ হলে কি অনেক পুরুষ বিবাহ না করেও থাকেন না? স্ত্রীলোকদেরও সেই রূপ; যাঁদের বয়স বেশী হয়েছে, সন্তানাদি আছে, যাঁরা ধর্ম্ম পথে একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে পারেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দেও। কিন্তু যাদের অল্প বয়সে স্বামী মরে যায়, যাদের আদরে রাখ্‌বার কি প্রতিপালন করিবার লোক না থাকে; যাদের দিয়ে অধিক কষ্ট হয়, মনে করে দেখ, তাদের বিবাহ আবশ্যক কি না? আজি কালি লোকাচার বল আর যা বল, আমার এটি ঠিক বিশ্বাস হয়, যে কিছু দিন পরে এ আর থাক্‌বে না—তখন স্ত্রী-হীন পুরুষদের যেমন, বিধবাদিগের বিবাহও সেই রূপ নির্দ্দোষ হয়ে দাঁড়াবে। মেয়ে মানুষের আর 'দুর্ভাগা' বলিয়া একটি নাম থাকিবে না।

অ। তুমি যে রকমে আমাকে বুঝিয়ে দিলে তা আমার মনে বেশ লাগ্‌ছে; কিন্তু এসব এখন দেখা যায় না বলিয়া কেমন কেমন বোধ হয়, শরীরটা এক একবার শিউরে উঠে। সে কি? ওমা! বেটাছেলেদের মত মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌বে, রোজ্‌কার কর্‌বে, খারাব হলে ভাল হতে পার্‌বে, বিধবা হলে ফের্‌ বিবাহ কর্‌তেপার্‌বে! তাইতো হলো কি! যা হোক, এসব হলে বড় ভাল হয়; কিন্তু সে কি এযুগে হবে?

স। যা ভাল, তা আজ্‌ হোক্‌ কাল্‌ হোক্‌ বা দুদিন পরেই হোক্‌ হবেই হবে। লোকে বুঝতে পারে না বলে হতে দেয় না। আগে কত বিষয় অসম্ভব বোধ হতো! কেবা জান্‌ত দুমাসের খবর একটা

তারে করে এক নিমেষে আস্‌বে? কেবা জান্‌তে খানিকটা ধোঁয়ার জোরে বড় বড় রথ সকল জলে স্থলেও আকাশে বায়ুবেগে চল্‌বে। আজ কাল লেখা পড়ার কত চলন হয়েছে! রাজ্যের কত সুখ বাড়ছে! তা মেয়ে মানুষদের কি আর দুঃখ যাবে না? মেয়ে মানুষদের জ্ঞান হলেই তাদের নিজের দুঃখ তারা দূর কর্‌তে পারে।

অ। মেয়ে মানুষের এত সৌভাগ্য হবে? যাহোক্‌ এ ভাব্‌তে গেলেও সুখ বোধ হয়।

স। এখন তুমি কি বল, তোমাদের বৌএর মেয়েটি হয়েছে বলে সে কি এত অনাদরের?

অ। এ ভাই! তুমি আমাকে অপদস্থ করেছ, ফিরিয়ে ঘুরিয়ে আবার সেই গোড়ার কথা এনেছ। যা হোক্‌ যখন বুঝ্‌তে পেরেছি তখন আর মেয়েকে নাড়ীর ডেলা বলে ঘৃণা কর্‌বো না। মেয়েদের কিছুই দোষ নাই, তাদের প্রতি যত্ন কর্‌লে বেটা ছেলের মত হতে পারে আর তাদের দিয়ে কোন কষ্ট হয় না। দাদার মেয়েটি হয়েছে, বেশ হয়েছে। তার প্রতি যত্ন কর্‌তে, ভাল করে তাকে লেখা পড়া এবং সৎ রীতি নীতি শেখাতে বল্‌বো। কেন তাকে আমরা অনাদর কর্‌বো?

স। চল তবে আজ্‌ আমরা গিয়া আমোদ করি, সকলকে উৎসাহ দি, মেয়েটির প্রতি ভাল করে যত্ন কর্‌তে বলি।

জীবন চরিত।

হাইপেসিয়া।

৫২ পৃষ্ঠার পর।

হাইপেসিয়া এমনি সুপণ্ডিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞতার যশ এমনি সুপ্রচার হইয়াছিল, যে লোকে তাঁহাকে ভারি ভারি শক্ত বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। রোমের সম্রাট আলেকজেন্দ্রিয়ারও অধিপতি ছিলেন। তিনি এখানে শাসন জন্য যাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তিনিও পর্য্যন্ত হাইপেসিয়ার বড় ভক্ত ছিলেন। এই শাসনকর্ত্তার নাম ওরিষ্টিস্‌। ওরিষ্টিস্‌ সর্ব্বদাই হাইপেসিয়াকে শাসনপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া মানিতেন। দেশের শান্তিরক্ষকেরাও (মেজিষ্ট্রেটরা) সর্ব্বদা হাইপেসিয়ার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে বোধ হয় আলেকজেন্দ্রিয়ার শাসন প্রণালীর অনেক কার্য্য হাইপেসিয়ার মতানুযায়ী সম্পাদিত হইত। তিনি যে বার্ত্তা শাস্ত্র* ও শাসনপ্রণালী† ভাল জানিতেন তাহা ইহাতেই প্রকাশ হইতেছে।

হাইপেসিয়ার শিষ্য সংখ্যা অনেক। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বড় বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন। টলেমিয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিশপ) বিখ্যাত সাইনিসিয়স্‌

* বামাবোধিনী ৪১ পৃষ্ঠা।
† ৪১ পৃঃ রাজনীতি দেখ।

তাঁহার এক জন প্রধান ছাত্র ছিলেন। এই সাইনিসিয়স্ থৃষ্টান্দের মধ্যে এক জন দেবতুল্য (সেন্ট) লোক ছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই হাইপেসিয়ার সুখ্যাতি করিতেন। যখনি তাঁহার নাম করিতেন তখনি তিনি হাইপেসিয়ার সকল গুণের কথা বলিয়া তাঁহাকে একেবারে দেবতুল্য বলিয়া ধন্যবাদ করিতেন; তখনি তিনি তাঁহার সাধু চরিত্রের কথা, স্নেহের কথা, রূপ ও বক্তৃতা ও বিদ্যার কথা বলিতেন; তখনি তাঁহার নাম কত নমস্কারের সহিত উচ্চারণ করিতেন। সাইনিসিয়স্ যে কেবল একলাই এরূপ করিতেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহার ন্যায় কোন মেয়েমানুষে কখনই এইরূপ সকলেরই পূজনীয়া ও প্রিয়পাত্রী হইতে পারে নাই।

হাইপেসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গ্রীশ্ দেশীয় সুবিখ্যাত সুইডাস, ইসিডোরের বিষয় লিখিতে এক স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহার হাইপেসিয়ার সঙ্গে বিবাহ হয়। আবার অন্য স্থানে হাইপেসিয়ার বিষয় লিখিতে কহিয়াছেন, হাইপেসিয়া মরণ পর্য্যন্তও অবিবাহিতা ছিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

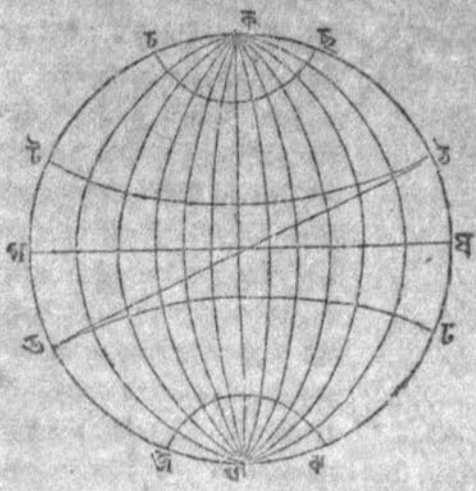
ভুগোল।

বামাবোধিনীর প্রথম সংখ্যায় বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীর দুইদিক কিছু চাপা অর্থাৎ নীচু। বাস্তবিক ইহার উত্তর দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন। এই দুই নিম্নস্থলের ঠিক মাঝখানের নাম মেরু। উত্তর মেরুকে সুমেরু (ক) এবং দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু (খ) কহে। আহ্নিক গতির সময় যখন পৃথিবী আপনাপনি ঘুরে, এই দুই মেরু তখন স্থির থাকে। মনে কর একটি সরলরেখা (সোজাকসি) পৃথিবী ভেদ করিয়া ও তাহার মধ্যস্থল দিয়া ক হইতে খ পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই কল্পিত রেখার নাম মেরুদণ্ড (কখ)। আহ্নিক গতির সময় পৃথিবী যেন ইহারই উপর ঘুরিতে থাকে, সুতরাং ইহা স্থির থাকে।

ভূচিত্র, অর্থাৎ পৃথিবীর অথবা ইহার দেশ সমূহের ছবি যথার্থ দেশ সমূহ হইতে অসংখ্য গুণে ছোট। অতএব পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য পৃথিবীর উপর অনেক রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। এই রেখাগণের সাহায্যে কোন দেশের পরিমাণ, বা একস্থান হইতে আর একস্থানের দূরতা, জানা যায়।

একটি আলু সমান-দুরু চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া কের জোড়? তাহা হইলে উহার উপর কাটা

১ম ক্ষেত্র।



এই ছবিতে
ক—সুমেরু
খ—কুমেরু
কখ—মেরুদণ্ড
গঘ—বিষুবরেখা
চছ—সুমেরু বৃত্ত
জঝ—কুমেরু বৃত্ত
টঠ—কর্কট বৃত্ত
ডঢ—মকর বৃত্ত
কগখঘ এক দ্রাঘিমা বৃত্ত

দাগগুলি গোল রেখার ন্যায় দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর উপর পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত এইরূপ অনেক গোল রেখা (বৃত্ত) কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম অক্ষ বৃত্ত, যথা কখ, গঘ, চছ, ইত্যাদি এক একটি অক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা যায়; ইহার এক এক ভাগকে অংশ কহে*। ভূচিত্রে প্রতি অক্ষবৃত্তের পার্শ্বে ১ অংশ ১০ অংশ এই রূপ অংশের নির্দ্দেশ থাকে; তাহার অর্থ এই যে, যে সকল স্থান সেই রেখার উপর তাহারা সকলে ৩০ ক্রোশ দূরে, ৩০০ ক্রোশ দূরে ইত্যাদি। কিন্তু কোথা হইতে ৩০ ক্রোশ দূর? তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

পৃথিবীর ছবির ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত যে অক্ষবৃত্তটি (গঘ) দেখিতেছ, উহা দুই মেরু হইতে ঠিক সমান দূরে আছে। ইহা পৃথিবীকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; ইহার উত্তর ভাগকে উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে। অনেক সুবিধার জন্য এই রেখা হইতে অক্ষাংশ অর্থাৎ অক্ষবৃত্তের অংশ গণা যায়। যথা, যে সকল স্থান এই রেখার এক অংশ উত্তর বা দক্ষিণ, তাহারা এক অক্ষাংশক অক্ষবৃত্তের উপরিস্থ। এইরূপ যখন বলা যাইবে কলিকাতা নগরের অক্ষাংশ উত্তর সাড়েবাইস অংশ তখন

* পৃথিবীর পরিধি ১১০০০ ক্রোশ, সুতরাং এক অংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। যথা ১০ অংশ ৫, অংশ এক অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ, ৫ অংশ অর্থাৎ ১৫০ ক্রোশ, ইত্যাদি বুঝায়। সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক পরিধি আছে সুতরাং ১৮০ অক্ষাংশ অথবা প্রায় ৫৫০০ ক্রোশ।

এই বুঝাবে যে কলিকাতা এই এই রেখা (গঘ) হইতে প্রায় ৬৭৫ ক্রোশ উত্তর; এবং লণ্ডন উত্তর সাড়ে একান্ন অংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫৪৫ ক্রোশ উত্তরে। অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগর প্রায় ৮৭০ ক্রোশ উত্তর। কিন্তু যেস্থান ঠিক এই গঘ রেখার উপরে আছে তাহার অক্ষাংশ কত? ০ অংশ নহে, কারণ তাহা হইলে ৩০ ক্রোশ দূরে হইবেক; শূন্য অংশ অর্থাৎ মোটে দূরে নয়। অতএব এই রেখাকে নিরক্ষবৃত্ত * কহে। ইহা হইতে সকল অক্ষাংশ গণনা করা যায়। ইহার উত্তর ৯০ অংশ এবং দক্ষিণ ৯০ অংশ আছে। ইহার আর একটি নাম বিষুবরেখা।

অক্ষবৃত্তের দ্বারা সুধু উত্তর দক্ষিণের মাপ জানা যায়, পূর্ব্ব পশ্চিম মাপা যায় না। এই নিমিত্ত আর একরকম রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। একটি কমলালেবু ছাড়াইলে তাহার কোষার মধ্যে এক এক উপর নীচে ব্যাপ্ত অর্দ্ধেক গোলরেখা দেখিবে; এবং যদি সমানকোষা ওয়ালা হয় তাহা হইলে অর্দ্ধেক করিতে গেলে এইরূপ দুই খাঁজে ভাগ হয়। অতএব প্রত্যেক খাঁজ ও তাহার ঠিক বিপরীত খাঁজে একটি গোল রেখা হয়। পৃথিবীর উপর উত্তর দক্ষিণে ব্যাপ্ত এবং মেরুদ্বয় ভেদ করিয়া এই রূপ অনেক গোল রেখা কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম দ্রাঘিমাবৃত্ত। পৃথিবীর ছবিতে অক্ষবৃত্তের যে রূপ অর্দ্ধেক মাত্র দেখা যায় অপর অর্দ্ধেক ওপিঠে ঢাকা থাকে, দ্রাঘিমাবৃত্তের সেই রূপ ক হইতে খ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মাত্র দেখিবে। একটি সম্পূর্ণ দ্রাঘিমাবৃত্ত পৃথিবীকে ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে, যথা (কগখঘ) একটি দ্রাঘিমাবৃত্ত দ্বারা পৃথিবী দুই ভাগ করা হইয়াছে এবং তাহারই এক গোলার্দ্ধ ছবিতে দেখিতেছ।

বিষুব রেখা পৃথিবীর পরিধির ঠিক সমান সুতরাং ১১০০০ ক্রোশ এবং তাহার ৩৬০ ভাগ প্রায় ৩০ ক্রোশ; অতএব এখানকার দ্রাঘিমাংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। কিন্তু অন্যান্য অক্ষবৃত্ত এই রেখা হইতে ছোট, সুতরাং তথাকার দ্রাঘিমাংশ অল্প। বাস্তবিক দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশের ন্যায় পৃথিবীর সকল স্থানে সমান নহে। কিন্তু কমলা লেবুর কোষার মধ্যখান অপেক্ষা দুই ধার যেরূপ সরু, দ্রাঘিমাংশও, যত বিষুব রেখা হইতে মেরুদিগে যায়, তত অপ্রশস্ত হইতে থাকে। ভূচিত্রে পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য ও এক শূন্যাংশ দ্রাঘিমা কল্পনা করিতে হয়। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভূচিত্রে গ্রিনিচ্ † নগরের উপরিস্থ দ্রাঘি-

* নিরক্ষবৃত্ত এবং তাহার নিকটস্থ স্থানে প্রায় সম্বৎসর সমান দিন রাত্রি হয় এই জন্য ইহাকে বিষুবরেখা কহে। এই নামটি বেশী চলিত।

† গ্রিনিচ্ নগর লণ্ডনের প্রায় দুই

যাকে শূন্যাংশ জ্ঞান করে। এই রেখা হইতে ইহার পূর্ব্ব বা পশ্চিমস্থ, তাবৎ দ্রাঘিমাংশ গণনা করা হয়। যথা কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ পূ,৮৮।০ অংশ অর্থাৎ ইহা গ্রিনচ্ হইতে প্রায় ২৬৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং লণ্ডন পশ্চিম অর্থাৎ এক অংশের দ্বাদশ ভাগ গ্রিনিচ্ হইতে ২॥০ ক্রোশ * পশ্চিমে। সুতরাং লণ্ডন, কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬৫২ ক্রোশ পশ্চিমে—এবং অক্ষবৃত্তের স্থানে বলা গিয়াছে উহা কলিকাতা হইতে ৮৭০ ক্রোশ উত্তর; অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরতা অনায়াসে জানা যায় এই রূপ পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ তাবৎ স্থানের পরিমাণ, এই দ্রাঘিমা ও অক্ষবৃত্ত স্বরূপ কল্পিত রেখাগুলি দ্বারা সম্পন্ন হয়। গ্রিনিচের পশ্চিম ২০ দ্রাঘিমাংশক, অথবা উহার পূর্ব্ব ১৬০ দ্রাঘিমাংশক বৃত্ত পৃথিবীকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে দিকে গ্রিনিচ্ আছে তাহাকে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং অপর দিককে পশ্চিম গোলার্দ্ধ কহে। পৃথিবীর ছবি আঁকিতে গেলে সচরাচর এই দুই গোলার্দ্ধের প্রতিকৃতি দেখান হয়।

সুমেরুর ২৩॥ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে অক্ষবৃত্তটি (চ ছ) দিখিতেছ

ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে। ইহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মানমন্দির আছে। মানমন্দির—অর্থাৎ যে স্থল হইতে এইরূপ পরিমাণাদি হয়।

উহার নাম সুমেরুবৃত্ত, এবং ঐ রূপ কুমেরুর ২৩॥০ অংশ উত্তর জন্য রেখাকে কুমেরু বৃত্ত কহে। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ২৩॥০ অংশ দূরে যে দুটি অক্ষবৃত্ত দেখিতেছ উহাদিগকে অয়নান্ত বৃত্ত কহে। উত্তরায়ণান্তস্থ বৃত্তকে কর্ক্‌ট বৃত্ত (ট ঠ) এবং দক্ষিণায়নস্থ বৃত্তকে মকর বৃত্ত (ড ঢ) কহে।

এইকয় প্রধান অক্ষবৃত্ত দ্বারা পৃথিবী পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; এক এক ভাগকে কটিবন্ধ * বা মণ্ডল কহাযায়। সুমেরু হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্য্যন্ত স্থানকে উত্তর হিমমণ্ডল এবং কুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ হিম মণ্ডল কহে। মেরু সন্নিহিত দেশে অত্যন্ত শীত, এজন্য তাহাকে হিমমণ্ডল † কহা যায়। বিষুব রেখার দুই পার্শ্বে অয়নান্তবৃত্ত দ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান, প্রায় সর্ব্বদাই সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, এস্থলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এজন্য ইহাকে গ্রীষ্ম মণ্ডল কহে। কর্কটবৃত্ত ও সুমেরুবৃত্তের মধ্যস্থিত ৪৩ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত স্থানকে উত্তর সমমণ্ডল এবং ঐরূপ কুমেরুবৃত্ত ও মকর বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ সম মণ্ডল কহা যায়। সম মণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম সমান।

* কটিবন্ধ অর্থাৎ কোমরবন্দ—এই মণ্ডল গুলি যেন পৃথিবীর কোমরকে চেটাল পেটির ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে।

† পৃথিবীতে হিমমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ ও গ্রীষ্মমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু সমমণ্ডল ৮৬ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত।

কলিকাতার প্রায় ১ অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ উত্তরে কর্কট বৃত্তের স্থান নিরূপণ হয়। এজন্য ইহা গ্রীষ্ম মণ্ডলে স্থিত। ইংলণ্ড উত্তর সম মণ্ডলে আছে।
(টচ রেখাটি সূর্য্যের পথের চিহ্ন; ইহা পরে বুঝিবে)।

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

অনুনাসিক যোগের নিয়ম।

২৪। যে যে বর্গের অনুনাসিক সে সেই বর্গের বর্ণের সহিত ই যোগ হয়; অন্য বর্ণে হয় না। যথা ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ,। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ,। ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ণ্ণ,। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ন্ন,। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম,। (২৬)

ণত্ববিধান।

২৫। ঋ, ৠ, র, ষ, ইহাদের পর ন হয় না, ণ হয়। যথা ঋণ, পিতৄণ, বর্ণ, কৃষ্ণ।

২৬। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, এবং য, ব, হ, ব্যবধান থাকিলেও ঐ ঐ বর্ণের পর, ণ হয়। যথা অরুণ, দক্ষিণ, রাগিণী, কৃপাণ, শ্রাবণ, আহোরণ।

২৭। ইহা ভিন্ন অন্য বর্ণ ব্যবধানে ণ হয় না, যথা রসনা অভিষেচন।

পদান্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না; যথা শ্রীমান্। (২৭)

ভাষায় ক্রিয়া পদের শেষের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, করুন, ধরেন।

২৮। উপসর্গের রকারের পর ন, ণ, হয়; যথা প্রণয়, নির্ণয়, পরিণাম।

কিন্তু দুর্ শব্দের যোগে হয় না; যথা দুর্নাম।

২৯। সমাসে দুইপদ একপদ হইলে পূর্ব্ব-পদের ঋ, ৠ, র, ষ-কারের পর পরপদস্থ ন ঐ ঐ বর্ণ ব্যবধানে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা অগ্রহায়ণ, শূর্পণখা, ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলে হয় না; যথা হরনাথ, বিষনাশক ইত্যাদি।

৩০ কতকগুলি শব্দে অনিয়মে ণ হয়; যথা,।

অক্ষণ, আপণ, অণু; কোণ, কাণ, কণা।
কঙ্কণ, কল্যাণ; গণ, গণিত, গণনা।।
গুণ, গৌণ, গোণী; ঘুণ; গণিকা; চিক্কণ।
দ্বিগুণ; নিপুণ; তূণ; পাণি, পুণ্য, পণ।।
পণ্যবীথি; ফণী, ফণা, ফেণা; ভাণ; মণি।
লবণ, লাবণ্য; বীণা, বণিক, বিপণি
বাণী, বেণী, বাণ; শাণ; বাণিজ্য; শোণিত।
এরা সব স্বভাবতঃ ণকার সহিত।।

---

(২৩)। অন্তঃস্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হকারের পূর্ব্বে যোগ হইলে ন ও ম-কারের স্থানে (ং) হয় (অনুস্বার সন্ধি)।

২৭। যে ব্যঞ্জন বর্ণ কোন পদের সর্ব্ব শেষে থাকে এবং যাহার পরে স্বর বর্ণ নাই, তাহাকে পদান্ত কহে।

প্রেরিত পত্র।

(অবিকল প্রকাশিত।)

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে জগদীশ, জগত জীবন।
কৃপা করি কর মম, পাপ বিমোচন॥
অধর্ম্মের পথ হোতে, কর মোরে ত্রাণ।
পরাধীনা নারী আমি, নাহি কিছু জ্ঞান॥
নাহি পারি হিতাহিত, করিতে বিচার।
লঙ্ঘন করি হে কত, নিয়ম তোমার॥
এরূপ অজ্ঞানে অন্ধ, আমি মূঢ় মতী।
না পারি বর্ণিতে নাথ, তোমার শকতি॥
জগতের শোভা ওহে, কিবা মনোহর।
সকল পদার্থ হয়, অতি হিতকর॥
হায়! কি চমৎকার, চারু শশধর।
কেমন শোভিত করে! নক্ষত্র নিকর॥
কি দিব উপমা তার, নাহিক তুলনা।
করিতে না পারে কেহ, তাহার বর্ণনা॥
ফল ফুলে বৃক্ষগণ, কিবা সুশোভিত।
মলয়া পবন তায়, হৃদয়ে মোহিত॥
পর্ব্বত, গহ্বরে আর, নিবিড় কাননে।
শোভিত করয়ে কিবা! পশু পক্ষিগণে॥
এ সকল মহিমার, করিতে তুলন।
মনুষ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে, না হয় কখন॥
অতএব ওহে নাথ, এই ধরণীতে।
প্রকৃতির শোভা কেহ, নাপারে বর্ণিতে॥
কাহার বা সাধ্য পিতঃ! হইবে এমন।
তোমার মহিমা ওহে! করিতে বর্ণন॥
তাহাতে আবার আমি, জ্ঞানহীনা নারী।
তোমার সৃজিত দ্রব্য, বর্ণিতে না পারি॥
কেমনে এমন সাধ্য, হইবে আমার।
বর্ণিতে যাহাতে পারি, মহিমা তোমার॥
অতএব যাত মম, হয় এই মন।
দিবা নিশি তোমারে হে, করিতে স্মরণ॥
এই ভিক্ষা এ দিনায় দেহ কৃপাময়।
তোমার আশ্রয়ে কভু, বঞ্চিত না হয়॥

কোন্নগর
১০ মাঘ
সন১২৭০ সাল } শ্রীমতী রমাসুন্দরী

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই যে, যাঁহারা বামাবোধিনী পত্রিকার যে যে খণ্ড প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে শীঘ্র স্বীয় নাম ও ঠিকানার সহিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

কার্য্যালয়
কলিকাতা
ব্রাহ্ম-সমাজ } সহকারীসম্পাদক।

পুস্তক প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় স্বীয় প্রণিত "স্ত্রীবোধ" নামক এক খানি নূতন গ্রন্থ বামাবোধিনী সভাকে দান করিয়াছেন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীপ্যারিচরণ দাস
শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য্য
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র চট্টো
শ্রীচন্দ্রশেখর রায়
শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ
শ্রীব্রজবল্লভ মিত্র } বাকুড়া
৮৪ খানার ৬
শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক (মেছোবাজার)
৮ খানার .. .. ৸৵
শ্রীদীননাথ মজুমদার (কলিকাতা)
৫ খানার .. .. ।/০
শ্রীরামকান্ত মৌলিক (খানপুর)
১২ খানার ১৷০
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় (রঙ্গপুর)
৩ খানার ৸০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

শীতের পরেতে দেখি বসন্ত উদয়,
ভাবুকের মন যথা প্রফুল্লিত হয়;
বামাগণ মধ্যে দেখি বিদ্যার প্রচার,
কার না হৃদয়ে হয় আনন্দ সঞ্চার?

৭ সংখ্যা { ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা

স্বাস্থ্যরক্ষা।

৩—দেহ পরিষ্কার।

গৃহ এবং বস্ত্র পরিষ্কার শরীরেরই উপকারের জন্য; কিন্তু সেই শরীর অপরিষ্কার থাকিলে সে সকলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। হিন্দু-শাস্ত্রে দেহ পরিষ্কার ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুতঃ ইহার উপর সুস্থতা এবং মনের পবিত্রতা অনেক নির্ভর করে। শরীরের সৌন্দর্য্যও ইহার আর একটি ফল। এই শরীর মল-ভাণ্ডার। ইহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণই মল সঞ্চয় হইতেছে। সেই সকল যত পরিষ্কার করা যায় ততই শরীরের পক্ষে মঙ্গল, না করিলে নানা বিধ রোগের যন্ত্রণা কেহ ছাড়াইতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়টি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেইরূপ ইহাতে কোন ব্যয় নাই, কেবল একটু আপনার আপনার যত্ন থাকিলেই হয়।

দেহ পরিষ্কারের প্রধান নিয়ম যে কএকটি, তাহা এক প্রকার সকলেই জানেন কিন্তু সে সকলের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১—মুখ-প্রক্ষালন। প্রতি দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই মুখটি উত্তম রূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার সময় মুখের ভিতর লাল জমিয়া এবং খাদ্য দ্রব্যাদির অবশিষ্ট যাহা কিছু জিহ্বা ও দন্তে সংলগ্ন থাকে, তাহার সহিত মিশিয়া যেরূপ বিকার ও দুর্গন্ধ জন্মায় তাহা সকলেই জা-

নিতে পারেন। মুখ ধৌত না করিলে দন্তে ও জিহ্বায় সেই মলা সঞ্চিত হয় এবং শরীরের অনেক ক্ষতি করিতে পারে। মুখ-প্রক্ষালনের সময় দাঁত সকল মাজিয়া পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতে মলা জমিতে দিলে তাহাতে এক প্রকার শক্ত ছাল জন্মে এবং পরে তাহা হইতে নানা দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে, এবং সময় সময় ডাক্তরি চিকিৎসার শরণ লইতে হয়। কোমল কাষ্ঠের দাঁতন অথবা কোন প্রকার মোলায়েম গুঁড়া দিয়া দন্ত পরিষ্কার করা বিধেয়। আমাদের জিহ্বার উপরিভাগ যেরূপ অসমান তাহাতে মলা জমিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা অতএব নরম চেঁচাড়ি দিয়া তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেকের জিহ্বায় ক্লেদ থাকে বলিয়া কথা সকল সুস্পষ্ট উচ্চারণ হয় না—কি লজ্জার বিষয়!

মুখ ধৌত করিবার সময় গলা অল্প খাঁকরাইয়া গয়ের বাহির করিলে তাহা আর ভিতরে বসিতে পারে না। নাসিকাও উত্তমরূপে ঝাড়িয়া যদি শর্দ্দি জমিয়া থাকে তাহা বাহির করা কর্ত্তব্য। নাসিকার মড়মড়া এবং চথের পেঁচুটি জল দিয়া ধৌত করা আবশ্যক।

আহারের পর রীতিমত আচমন করিবেক প্রয়োজন মত খড়িকা দিয়াও দন্ত পরিষ্কার আবশ্যক। আহারের পর মুখ ধৌত না করিলে তাহার অবশিষ্ট ভাগ দন্ত জিহ্বাদিতে লাগিয়া থাকিয়া মুখ অপরিষ্কার করিয়া রাখে। শয়নের পূর্ব্বে মুখে মসলা বা পানের কুচি না থাকে এমত করিবেক।

২—গাত্র মার্জ্জন ও স্নান। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমাদের লোমকূপ হইতে ২৪ঘন্টায় প্রায় অর্দ্ধসের ক্লেদ নির্গত হয়। ইহার কিছু ভাগ শরীরের উপরে লাগিয়া থাকিয়া ক্রমে লোমকূপ সকল বন্ধ করিতে পারে এবং তাহা হইলে ভিতরের মলা বাহির হইতে না পারিয়া শরীরে নানা রোগ জন্মাইতে পারে। অতএব গাত্রটি পরিষ্কার রাখিতে সাবধান থাকা উচিত। প্রতিদিন স্নান নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনেকে যেরূপ দুই একটি ডুব দিয়াই বা মস্তকে একটু জল ঢালিয়াই শুদ্ধ হয়েন, তাহা করিলে হইবেনা; স্নানের সময় আপাদ-মস্তক সকল স্থান গামছা দিয়া উত্তমরূপে মাজা উচিত এবং শরীর পরিষ্কারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নান ভিন্ন অন্য সময়েও মধ্যে মধ্যে গাত্র মার্জ্জনা আবশ্যক। ঘর্ম্ম হইলে বা ধূলা অথবা দুর্গন্ধ বায়ু গায় লাগিলে তৎক্ষণাৎ শরীর মুছিয়া ফেলা উচিত।

৩—কেশ-মার্জ্জনা। আমাদিগের চুলের ভিতর যে ময়লা জন্মে তাহা চিরুণি দিয়া একবার মাথাটা আঁচড়াইলেই জানিতে

পারা যায়। এই ময়লাতে মস্তকের নানা প্রকার পীড়া জন্মাইতে পারে এবং উকুণ হইয়াও অনেক অপকার করে। অতএব প্রতিদিন চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

৪—শুচি-ব্যবহার। আহার ও মল মূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের শুদ্ধাচার থাকাতে অনেক কদর্য্য রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। এসকল বিষয়ে কেহ যেন অবহেলা না করেন।

আমাদের মহিলাগণ শরীরের নিয়ম পালন করিতে যত চেষ্টা করুন বা না করুন অনিয়ম করিতে বিলক্ষণ পটু! তাহাদের অত্যাচার গুলি এক একটি করিয়া বর্ণন না করিলে আপনাদের দোষ আপনারা দেখিতে পান না।

১—মুখ অপরিষ্কার করিবার জন্য অনেকে পাতা ও তামাক পোড়াইয়া 'গুল' ব্যবহার করেন। পুরুষদের মধ্যে তামাক, চরস, গাঁজা, মদ নানা গরল সেবন করিয়া যে নেসা হয় ইঁহাদের এক গুলে সে সকলের কার্য্য করে। যিনি যে নেসা করেন তাঁহার নিকট তাহাই মহোপকারী। অনেকে আবার এই গুলের কত গুণ গান। যাহা হউক অন্য দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে মুখে এক প্রকার দুর্গন্ধ সর্ব্বদা থাকে, অধিক লাল বাহির করিয়া শরীরের অপকার করে এবং গাল ভরা থুথু সর্ব্বদাই এথায় সেথায় ফেলিয়া ঘর দ্বার অপরিষ্কার করিতে হয়, তাহা বড় কম দুষ্য নহে!

২—শোভার জন্য অনেকে নানা কৃত্রিম রঙ্ দিয়া শরীর অপরিষ্কার করেন। অনেকে দাঁতের শোভা বর্দ্ধনের জন্য মিশি মন বা অনেক পান চিবাইয়া ঠোঁট রক্তবর্ণ করেন; কপাল কালির টিপে ও তৈল সিন্দুরে মণ্ডিত করেন; মেদি পাতার রসে নখ লালবর্ণ এবং আলতা দিয়া হস্ত পদ রঞ্জিত এবং তিলকে নাসিকা ভূষিত করেন। এসকল এক প্রকার অসভ্যাচার এবং শরীরের হানিকর মাত্র। অসভ্যলোকে সুন্দর দেখাইবার জন্য নানা রঙে শরীর চিত্র বিচিত্র করে। যাঁহারা শোভা দেখাইবার জন্য দাঁত কাল, নোক লাল ইত্যাদি করিতে যান, তাঁহাদের ভ্রমের আর সীমা নাই। জগদীশ্বর যাহার যে রঙ্ করিয়া দিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রাখিলেই তাহার যথার্থ শোভা হয়; নতুবা তাহা ঢাকিয়া মনগড়া রঙ লেপিলে শরীর অপরিষ্কার ও শ্রীভ্রষ্ট হয় মাত্র। সিন্দুর ও আলতা আদি লোমকূপ বন্ধ করিয়া শরীরের ময়লাও বদ্ধ করিয়া রাখে

৩—অলঙ্কার পরিধান। অনেকের গহনাতে ময়লা জমিয়া গেলেও তাহা ত্যাগ বা পরিষ্কার করেন না। ইহাতে শরীরও অপরিষ্কার বই আর কি হইতে পারে? এক একখান গহনা স্থান

বিশেষে আবার এরূপ চর্ম্মের সহিত একসাৎ হইয়া থাকে যে সেখানকার লোমকূপ বদ্ধ হয় এবং রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম ঘটে।

৪—অনেক স্ত্রীলোক চুল অপরিষ্কার রাখিয়া যেরূপ অনিষ্ট করেন এমত আর কিছুতেই নয়। তাঁহাদের মাথায় তৈল প্রায় বহিয়া পড়ে তাহার উপর যত রাজ্যের চুলের দড়ী, নেকড়ার কালি জড়াইয়া এক বোঝা প্রস্তুত করেন। তাঁহারা যে শয্যায় শয়ন করেন তাহা যে অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা চুল পরিষ্কার করুন, কেশ বিন্যাস করুন, কিন্তু তৈল ও ময়লা দড়ীর প্রতি একটু অনুরাগ হ্রাস করুন। যদি তৈল মাখিতে হয় তাহা উত্তমরূপে মুছিয়া ফেলিবেন এবং চুলের দড়ী অল্প ও পরিষ্কার রাখিবেন।

—:০:—

জীবনচরিত।

হাইপেসিয়া।

৭১ পৃষ্ঠার পর।

হাইপেসিয়া যে গণিত শাস্ত্রও ভাল জানিতেন তাহা তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদিতে প্রকাশিত আছে। আলেকজেন্দ্রিয়াতে যে সকল ভারি ভারি গণিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেসিয়া তাহাদিগের পুস্তকের টীকা দেন, অর্থাৎ তাহা ব্যাখ্যা করেন। ডায়োফ্যান্টস্ আলেকজেন্দ্রিয়াতে বীজগণিত * বিদ্যা প্রথমে বাহির করেন, সেই ডায়োফ্যান্টসের বীজগণিতে হাইপেসিয়া টীকা দেন। এপলোনিয়স্ কনিক্স † বিষয়ে এক খানি পুস্তক লিখিয়া যান। হাইপেসিয়া তাহারও টীকা করেন। হাইপেসিয়া জ্যোতিষ বিদ্যা বিষয়ে এক খানি বই করিয়াগিয়াছেন।

কিন্তু হাইপেসিয়া বিদ্যার জোরে যে মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে মানের জন্য দেশের রাজা ওরিষ্টিস্ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে অভিমান বোধ করেন নাই, অবশেষে সেই মান সেই বন্ধুতাই তাঁহার সংহারক হইল। এতক্ষণ হাইপেসিয়ার গুণ-গরিমা ভাবিয়া আমরা যত আহ্লাদিত হইতে ছিলাম এখন তাঁহার মৃত্যু বিষয় মনে করিয়া আমাদের ততোধিক শোকার্ত্ত হইতে হইবে। তাঁহার জীবন চরিত শুনিয়া সকলের মনে একটি আমোদ ও উৎসাহ হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-বিবরণ শুনিলে সকলকেই কাঁদিতে হয়। কোন রোগে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই—জরা আসিয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই—কতক গুলি

* ৪৪ পৃ. বা. বো.

† রেখাগণিতের কোন এক বিশেষ অংশ (৪৪ পৃ. বা. বো.)।

নিষ্ঠুর মন্দলোকে তাঁহার প্রাণ নাশ করিয়াছিল। এই নৃশংস পাপীদিগের আচরণ শুনিলে মনে ঘৃণা উদয় হয়।

আলেকজান্দ্রিয়াতে যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিশপ) ছিলেন তিনি একটি পিশাচ তুল্য লোক। তাঁহার যেমনি দম্ভ, তেমনি নৃশংস আচার। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি একেবারে উদ্যত ছিলেন। খৃষ্টান্ করিবার জন্য তাঁহার কোন কাজই বাধিত না। নগর মধ্যে আপন ক্ষমতা বিক্রম ও প্রতাপ বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক দিন ধরিয়া নগর থেকে ইহুদীদের একেবারে তাড়াইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। কোন সূত্র পাইলেই তাহাদের সঙ্গে লাগিতেন এমনসময় কোন প্রকাশ্য খেলা লইয়া একদা খৃষ্টান্দের সঙ্গে ইহুদীদের একটু গোলযোগ বাধিল। সেই সূত্রে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অমনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অমনি আপনার দল বলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে ইহুদীদের সমূলোচ্ছেদ হয়। খৃষ্টানেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু দেশের রাজা তাহাদিগের প্রতিবিরোধী হইয়া তখনকার গোলযোগ থামাইয়া দিলেন। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে রাজার চটাচটি হইল। রাজা সম্রাটের নিকট সকল বিষয় জানাইলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষও ইহুদীদের বিপক্ষে অনেক জানাইলেন। ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে ৫০০ পাঁচ শত খৃষ্টান্ এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে মারিবার চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন যে সকল অনিষ্টের মূল হাইপেসিয়া। তিনি রাজনীতিতে বড় পণ্ডিতা ছিলেন, সুতরাং রাজ্যের মধ্যে এক দলকে (ধর্ম্মাধ্যক্ষের দলকে) অত্যন্ত বলবান্ হইতে তিনি অনুমোদন করিবেন না। অতএব খৃষ্টানেরা মনে করিলেন যে তিনিই হয়ত রাজাকে তাঁহাদের বিপক্ষে লওয়াইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য রাজা তাহাদের এত শত্রুতাচরণ করিতেছেন। এ জন্য সকলে স্থির করিলেন হাইপেসিয়াকে সরাইতে পারিলেই হয়। সেই চেষ্টাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা ফিরিতে থাকিলেন। এক দিন শুনিলেন হাইপেসিয়া কোথায় গিয়াছেন শীঘ্র বাড়ী আসিবেন। অমনি সকলে গোপনে গোপনে তাড়াতাড়ি কোন নিভৃত স্থানে তাঁহার বাটীর ফটক আট্‌কাইয়া বসিলেন। হাইপেসিয়া আসিলে অমনি তাঁহাকে ধরিয়া, টেনে একটা নিকটস্থ গির্জ্জায় আনিয়া ফেলিলেন। এখানে আনিয়া তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া একেবারে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আগুনে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে যে হাইপেসিয়া স্ত্রী জাতির গৌরব, এবং পৃথিবী সুদ্ধ লোক যাঁহার বিবরণে আশ্চর্য্য